মণিপুর-প্রহেলিকা

অর্থাৎ

মণিপুর রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক ও প্রাকৃতিক
ইতিবৃত্ত, আধুনিক রীতিপদ্ধতি, বিগত
বিপ্লব-বিবরণ, হত্যাকাণ্ড, এবং
বিচারঘটিত অশ্রুত-
পূর্ব্ব রহস্য।

শ্রীজানকীনাথ বসাক প্রণীত

ও

কলিকাতা ভবানীপুর, ৭ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড্ হইতে
উক্ত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীবিহারিলাল রায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৮

মূল্য এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

মণিপুর রাজ্য দীর্ঘকাল দুর্গম শৈলসমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যানী সমাবৃত ও তৃণ তরুলতার ঘন পত্রাচ্ছাদিত লুপ্তপ্রায় থাকাতে বহির্জগত ইহার নাম ভিন্ন অন্য বিবরণ প্রায় কিছুই অবগত ছিল না। কালচক্রের আবর্ত্তনে সংসার কেবলই পরিবর্ত্তনশীল। গুপ্ত মণিপুর অকস্মাৎ ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সংবাদ পত্রের আহার জুটিয়া উঠিল, সমগ্র জগতের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত আবাল-বৃদ্ধবণিতা সকলেই মণিপুর-প্রহেলিকার বিষম গণ্ডগোলে পড়িয়া গেলেন। বার্ত্তাবহপ্রসাদে, কেহ মণিপুর রাজপক্ষের দোষ, কেহ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দোষ, কেহ মিঃ কুইনটনের দোষ, কেহ বা টেকেন্দ্রজিতের দোষ, এইরূপ যাঁহার যেমন উপপত্তি জন্মিল, তিনি তেমনই কল্পনা, আরোপণা, তর্ক ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন, অপিচ কেহই এ পর্য্যন্ত প্রকৃত রহস্য ভেদে সমর্থ হয়েন নাই।

আমি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর হইতে বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত মণিপুরে উপস্থিত থাকিয়া কৌতূহল প্রযুক্ত তৎপ্রদেশের পৌরাণিক ও প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত সহ আধুনিক রীতিপদ্ধতির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা অজ্ঞ মণিপুরিদিগের মতে রাজ্যের অনিষ্টকর বিবেচনায় রাজপক্ষ ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কোন কর্ম্মচারী সমবেত হইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে অকারণে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে উদ্যত হয়েন। আমি সপরিবারে নিরুপায় হইয়া আসামের তদানীন্তন চিফ কমিশনর মিঃ ফিটস্ প্যাট্রিক মহোদয় সমীপে গোপনে আনুপূর্ব্বিক আবেদন করাতে, রাজচক্রবর্ত্তীরা বিফল মনোরথ হইয়া, আমার প্রতি প্রকারান্তরে বৈরক্তি প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তজ্জন্যই আবশ্যক বশতঃ সংগৃহীত বিবরণের আংশিক

বিদ্রূপাত্মক ছন্দে "মণিপুর-কাহিনী" নামে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সঞ্জীবনী পত্রিকা-গর্ভে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার ঈষৎ রঞ্জিত রচনা নিন্দা জনক উল্লেখে তদানীন্তন রাজপক্ষ কর্ত্তৃক পলিটিকেল এজেণ্ট সমীপে আমাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করণ উদ্দেশ্যে অভিযোগ উপস্থিত হওয়াতে মিত্র রাজ্যের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ব্রিটিশ প্রতিনিধির উপদেশানুসারে তৎকালে সে উদ্যমে বিরত হইয়াছিলাম।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাজভ্রাতাদিগের মধ্যে আত্মকলহ সংঘটনে মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহের রাজচ্যুতির পর বৃন্দাবন গমন ভাণে কলিকাতায় আসিয়া গভর্ণমেণ্ট সমীপে অভিযোগ, ভারত গভর্ণমেণ্টের ঐকপাক্ষিক বিচারে সুরচন্দ্র সিংহ অযোগ্য বিবেচিত হওয়াতে, কুলচন্দ্র ধ্বজসিংহকে রাজপদে স্থায়ী রাখা ও টেকেন্দ্রজিৎ বীরসিংহকে মণিপুর হইতে নির্ব্বাসিত করণাদেশ প্রতিপালন জন্য আসামের চিফ কমিশনর মিঃ কুইন্‌টন সাহেব স্বদলবলে মার্চ্চ মাসে মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, পদ-মদগর্ব্বে ২৪শে মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রভাত হইতে না হইতে প্রাসাদাক্রমণে টেকেন্দ্রজিৎ বীরসিংহকে ধৃত করিতে যাইয়া যে অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দেন, তন্নিবন্ধন বিগত মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিসম্পন্ন সাহেবেরা শত্রুবর্গের দুর্গমধ্যে রাত্রিযোগে দরবার করিতে যাওয়াতে, অসভ্য মণিপুরীরা শরণাগত নিরস্ত্র সাহেব পাঁচ জনকে হত্যা করে, এজন্য ক্রোধোত্তেজিত ব্রিটিশ সিংহ তর্জ্জনগর্জ্জনে ও ভীম পরাক্রমে ক্ষুদ্র মণিপুর আক্রমণ করাতে ভীতিবিহ্বল রাজা ও প্রজা দূরবর্ত্তী গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণে উপস্থিত ক্রোধানল হইতে আত্মরক্ষা করেন। ক্রমে ক্রোধশান্তি মনে করিয়া রাজা, যুবরাজ, সেনাপতি ও মন্ত্রিবর্গ আত্মসমর্পণ করাতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উহাঁদিগের নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারত-সাম্রাজ্ঞীর বিপক্ষে যুদ্ধ করা, গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারী সাহেবদিগকে হত্যার সহায়তা এবং হত্যাপরাধের অভিযোগ উপ-

স্থিত হওয়াতে উকীল, মোক্তার অথবা ইংরেজীজ্ঞ অন্য লোক অভাবে প্রতিবাদিদিগের পক্ষ সমর্থন জন্য আমাকে প্রতিভূ নিযুক্ত করা হয়, সুতরাং বিচার সময়ে ও পূর্ব্বাপর যে সমস্ত গূঢ় রহস্য অবগত হইয়াছি, তদ্যাবত মণিপুর-প্রহেলিকা প্রবন্ধে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মণিপুর হইতে প্রায় ৩।০ মাইল ব্যবহিত লংথাবাল ছাউনীতে আমি সপরিবারে অবস্থান কালীন ২৪শে মার্চ্চের বিপ্লব-রজনীতে তত্রত্য রক্ষক ৪৩ পল্টনের ৩০ জন সিপাহির সহিত প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করাতে মণিপুরীরা পরদিন আমাকে নিগড়াবদ্ধ করা ও আমার যথাসর্ব্বস্ব সম্পত্তি লুণ্ঠন বিবরণ প্রহেলিকা-গর্ভে বিদিত হইবে। এইরূপ "ন অন্ন ন বস্ত্র ন চ বারিপাত্র" অবস্থায় ৩রা জুন পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে কাল যাপন করিতেছিলাম, এমন সময়ে কোর্ট অব স্পেশিয়াল কমিশন নামক আদালতে অভিযুক্তদিগের পক্ষ সমর্থনে অনুমতি প্রাপ্তে টেকেন্দ্রজিৎ হইতে ১০০০৲, কুলচন্দ্রসিংহ হইতে ১০০০৲ আর আঙ্গোসেনা হইতে ৫০০৲ শত এই মোট ২৫০০৲ টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মণিপুর গমনের পূর্ব্বে নাগাহিলস্থ কহিমাতে আমার ব্যবসায় ছিল। দৈবনিগ্রহে সমূহ ক্ষতি হওয়াতে কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ি। সম্প্রতি রাজপক্ষের প্রদত্ত পারিশ্রমিক প্রাপ্তে ১২৩৫৲ পূর্ব্বঋণ পরিশোধ করি, অবশিষ্ট অর্থ মূলধন সহকারে পুনরায় বাণিজ্য কামনায় পণ্যদ্রব্য জন্য ১২৪৪৲ কলিকাতায় অগ্রীম প্রেরণ করিয়াছিলাম।

রাজপুত্রেরা বিচারে সকলেই প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্তে আপিল করণার্থে আমাকে কলিকাতায় আসিতে অনুরোধ করাতে আমি পুনরায় পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি, কিন্তু রাজপক্ষ নগদ কিছুই না দেওয়াতে আসিতে অসম্মত হইয়া, ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে মিঃ মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার সমীপে টেলিগ্রাফ করি। মিঃ ঘোষ তখন পর-হিত-ব্রত-পরায়ণ সদৃশ বিপন্নের বিপদুদ্ধার কামনায় আর্থিক পুরস্কার অপ্রার্থী; আমাকেও আর আর্থিক

সাহায্য না পাইলেও অবশ্য অবশ্য কলিকাতায় আসিতে মাথার দিব্য দিতে লাগিলেন। অগত্যা মাত্র পাথের প্রাপ্তে রিক্তহস্তে ১১শে জুলাই সপরিবারে মহানগরী কলিকাতায় পৌঁছিলাম। প্রায় একমাস আপিলের গোলযোগে ব্যাপৃত ছিলাম, তাহার পর গভর্ণমেন্টের বিচারে টেকেন্দ্রজিতের প্রাণদণ্ড ও কুলচন্দ্রের নির্ব্বাসন আজ্ঞা প্রাপ্তে আমার কলিকাতার কৃতকার্য্যের পুরস্কার আশা বিলীন হইয়া গেল। মিঃ ঘোষ প্রথমে অর্থপ্রার্থী ছিলেন না, পরে আপিলের মন্তব্যাবেদন মুদ্রাঙ্কন ইত্যাদির ব্যয় এক সহস্র টাকা চাহেন, পরিশেষে চারি সহস্রের কমে এত পরিশ্রম করিতে পারিবেন না বলিয়া ২২শে জুলাই টাকা দিতে না পারাতে আমাকে ও যুবরাজের পক্ষীয় মণিপুরিদিগকে স্বীয় বৃহৎ বাঙ্গলায় চাপরাশী প্রমুখাৎ প্রবেশ নিষেধ করেন, সুতরাং, টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডার যোগে টেকেন্দ্রজিৎ ও কুলচন্দ্রের মাতার নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে যে ৩০০০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ঘোষ মহাশয় স্বয়ং সম্পূর্ণই গ্রাস করিলেন। আমি নিরুপায় হইয়া খরচপত্রের অনাটনে অগত্যা কিছু ঋণ স্বরূপ প্রার্থনা করি। কিন্তু "আমার বাবা ধার দিতে একবারেই বারণ করেছিলেন" এই বলিয়া তিনি দিতে পারিলেন না। কুলচন্দ্রের মাতা কুলচন্দ্রের প্রাণ বাঁচাইতে পারিলে প্রতিশ্রুত পুরস্কার ৫০০ টাকার যে রসিদ দিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ ৫০০ শত টাকা ব্রজমোহন সিংহের নামে টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার যোগে টেকেন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর প্রেরণ করাতে রসিদ দেখিয়াও ঘোষ সাহেব তাহা গ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণ বা দান স্বরূপ মাত্র ১০০ টাকা দিয়াছিলেন।

এদিকে কলিকাতা আসিতে হইবে জানিয়া পণ্যদ্রব্য প্রেরণে নিষেধ করিয়া বিশ্বনাথ লাহা কোম্পানির নিকট ২৫শে জুন টেলিগ্রাফ করা সত্বেও ২৬শে জুন প্রাতে ৭।০ টার সময় উক্ত টেলিগ্রাফ পাইয়া অগ্রীম ১০০০ টাকা হাত ছাড়া হইবার ভয়ে ঐ তারিখে ৩৮ বাক্স ও ২৭শে জুন ৬ বাক্স এই মোট

৪৪ বাক্স মাল তাড়াতাড়ি কাছাড়ে প্রেরণ জন্য জাহাজের গুদামে লাহা কোম্পানী পাঠাইয়া দেয়। আমার অর্ডার অনুসারে ১৩৫৫।৵০ মূল্যের মাল টেলিগ্রাফ পাওয়ার পূর্ব্বেই চালান করিবার কথা মিথ্যা বলিয়া অবশিষ্ট ৩৫৫।৵০ দাবী করে। আমি দিতে অশক্ত হইয়া মাল কাছাড় হইতে জাহাজে ফিরত আনাইয়া দিতে প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও আমার নামে ছোট আদালতে নালিশ করিয়া ডিক্রি করিয়াছে। আমার প্রতিবাদ সমর্থন পক্ষে প্রমাণ প্রয়োগের ক্রটী হয় নাই, কিন্তু কলিকাতা শিক্ষা, সভ্যতা ও সদ্বিচারের গৌরব করিয়া দীপশিখার ন্যায় চতুর্দ্দিকে রশ্মিজাল বিস্তার করে বটে, অথচ "চেরাগকা নীচে আন্ধেরা" এই হেতু ইহার অন্তস্তল দীপ-শিখার নিম্নস্থিত অন্ধকারের ন্যায় অনেক স্থলেই মূর্খতা, অসভ্যতা ও অবিচারপূর্ণ, সুতরাং অত্রস্থ ছোট আদালতে বাৎসরিক প্রায় ২৫০০০ মোকদ্দমা মাত্র পাঁচ জন জজের হস্তে ডিক্রি বা ডিসমিস রায় ভিন্ন অন্য হেতুবাদে বিচার্য্য নহে, এবং তজ্জন্যই পঞ্চম জজ আমার পক্ষীয় প্রেসিডেন্সি পোষ্ট মাষ্টারের প্রদত্ত সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিয়া বাদীর পক্ষেই ডিক্রি দিয়াছেন, ইহা আক্ষেপের হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এইরূপে অনর্থক অর্থের অনাটনে নিপতিত হইয়া উপায়ান্তর অভাবে টেকেন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতার প্রদত্ত একখানা ফটোগ্রাফ হইতে বোরণ ও শেফার্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক ৬২০খণ্ড প্রতিলিপি ২৩২ টাকা ব্যয়ে ধারে মুদ্রিত করাইয়া ভারতের মান্য গণ্য মহারাজ, রাজা, নবাব, জমিদার প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সমীপে আত্ম-অবস্থা বিবৃত পত্রীসহ প্রেরণ করিয়া, উপস্থিত সঙ্কট হইতে উদ্ধারের উপায়াবলম্বনে বাধ্য হইলাম। কেহ কেহ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া যে কিছু কিছু সাহায্য করিলেন, তদ্দ্বারা কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে, কিন্তু অনেকেই গভর্ণমেণ্টের অপ্রীতি-ভীতি-প্রযুক্ত ফিরত দিয়াছেন, আর অনেকেই না-রাম না-গঙ্গা কিছুই না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন,

সুতরাং প্রহেলিকা আগষ্ট মাসে লিখিতে আরম্ভ করিয়া সেপ্টেম্বর মধ্যেই শেষ এবং শারদীয় পূজার ছুটীর পূর্ব্বে প্রকাশিত করিতে প্রয়াস পাইলেও অর্থাভাবে এত দিন কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। বিশেষতঃ ছবি চারি খানি ছাপাইতে যে কি অসম্ভব কালগৌণ, ব্যয়বাহুল্য ও উদ্বেগ পাইতে হইয়াছে, তাহা শীঘ্র বিস্মরণযোগ্য নহে।

পরিশেষে জনৈক সহৃদয় বন্ধুর কথঞ্চিৎ অর্থানুকূল্যে এত দিনে প্রহেলিকা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলাম। ইনি অনুগ্রহ করিয়া যে সাহায্য দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

ন্যূনাধিক পঞ্চ সহস্র বর্ষের প্রাচীন রাজ্যের ইতিহাস লিখিত প্রমাণ অভাবে শ্রুতকথার প্রতি নির্ভর করিয়া, সাধারণ্যে প্রচারিত করা যে কি বিষম ধৃষ্টতা, তাহা উপলব্ধি করিয়াই বিগত বিপ্লবঘটিত অবশ্যজ্ঞাতব্য রহস্য সকল প্রহেলিকা নামে অভিহিত ও প্রকাশিত করিলাম। যাঁহারা "পিঁড়ায় বসে পেঁড়োর খবর" প্রবাদানুরূপ কলিকাতায় বসিয়া রাতারাতি মণিপুরের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সাহসকে ধন্যবাদ, লিপি-চাতুর্য্যে বাহাদুরি, চিত্রাবলীতে জুয়াচুরী, মণিপুরীর দোষ অভাবে গুণ ব্যাখ্যার ছড়াছড়ি না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। মণিপুর-প্রহেলিকার ভাষায়, বর্ণে ও মুদ্রাঙ্কনে বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবরণ অভ্রান্ত, পক্ষপাতশূন্য ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট। পাঠক ইহাতে মণিপুরের আমূল বৃত্তান্ত যথাযথ অবগত হইতে পারিবেন ইহাই আমার দৃঢ়বিশ্বাস, অলমিতি বিস্তরেণ।

শ্রীজানকীনাথ বসাক।

ভবানীপুর—কলিকাতা,
৬ই মার্চ, ১৮৯১।

সূচিপত্র।

মণিপুর-প্রহেলিকা।

পৌরাণিক প্রবন্ধ।

মণিপুর অতীব প্রাচীন ও ঐতিহাসিক হিন্দু রাজ্য। মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারতে দ্বাপর যুগের অবসান ভাগে মহাবীর অর্জ্জুনের অসময়ে দ্রৌপদী-কক্ষে প্রবেশাপরাধে আত্মনির্ব্বাসন ও তীর্থযাত্রা কালীন মণিপুরের গন্ধর্ব্ব রাজ-দুহিতা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ, বীরবর বভ্রুবাহনের জন্ম, তৎকর্তৃক পাণ্ডুপুত্রদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বাবরোধ এবং তদুপলক্ষে যুদ্ধবৃত্তান্ত যেরূপ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে মণিপুর ন্যূনাধিক পঞ্চ সহস্র বৎসরের প্রাচীন রাজ্য। এই রাজ্যের আদিম নিবাসীরা গন্ধর্ব্ব জাতি বলিয়া পরিচিত। ফলতঃ গন্ধর্ব্ব-প্রকৃতিগত বিলাস-প্রিয়তা, পুষ্প, গন্ধ ও মাল্যানুরাগ, সঙ্গীতাসক্তি এবং স্ত্রীস্বাধীনতা মণিপুরীদিগের মধ্যে অতীব প্রবল। ইহারা আপনাদিগকে মিত্রবাক্ বা মৈতায় এবং ভিন্নদেশীয়দিগকে মেরবাক্ বা ময়াং বলিয়া থাকে।

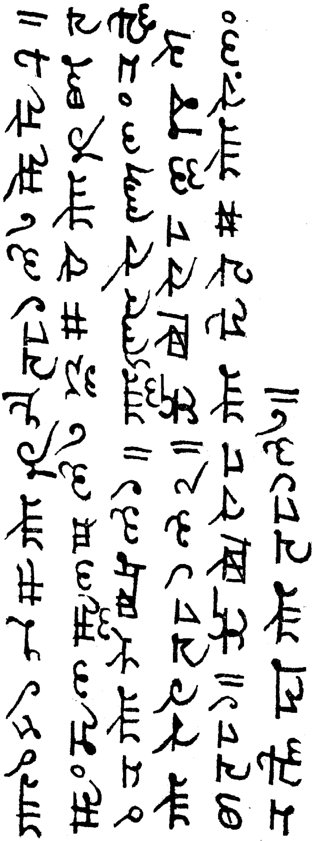
অর্জ্জুনের এই যাত্রায় উলূপী নাম্নী নাগকন্যার প্রণয়াসক্ত হইয়া, কিছুকাল পাতালপুরে অবস্থানের যে বৃত্তান্ত মহাভারতে দৃষ্ট হয়, তদনুসারে নাগাজাতির নিবাসভূমি বর্ত্তমান নাগাপর্ব্বতাবলী এবং উলূপীর জন্ম-স্থান কহিমার সমীপবর্ত্তী থুনমা গ্রাম। বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুন নিহত হইলে, যে সুরঙ্গ-

পথে নাগ-নিবাস পাতালপুরী হইতে মণি অর্থাৎ অমৃত আনয়ন করিয়া, তাঁহাকে পুনঃ সঞ্জীবিত করা হয়, ঐ সুরঙ্গ অদ্যাপি মণিপুরের বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। মণি উদ্ধার হইতেই গন্ধর্ব্ব-নগর মণিপুর নামে খ্যাত হইয়াছে। মহাভারতে ইহার আদিম নাম মহেন্দ্রনগর দৃষ্ট হয়। মণিপুরী ভাষায় অশ্বকে "সাগোল" কহে। যে স্থানে বভ্রু-বাহন যজ্ঞের ধৃতাশ্ব বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন, ঐ স্থানের নাম "সাগোলপন্"। সাগোলপন্ বর্ত্তমান রাজপুরী হইতে এক ক্রোশমাত্র ব্যবহিত।

মণিপুরীরা স্বীয় আদিপুরুষকে পাখাংবা বলিয়া থাকে। পাখাংবার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম 'সনামাহি'। ইহাঁরা উভয়েই দেবাংশ বলিয়া অদ্যাপি পূজিত। পাখাংবা নাগমূর্ত্তি ও অমর, অদ্যাপি মণি-উদ্ধৃত সুরঙ্গ-গর্ভে বিদ্যমান আছেন বলিয়া মণিপুরীদিগের ধ্রুব বিশ্বাস। মণিপুরের বর্ত্তমান্ রাজপুরীর যে মানচিত্র প্রদত্ত হইল, তন্মধ্যে পাখাংবার বাটী ও সুরঙ্গ মুখ দৃষ্ট হইবে। এই সুরঙ্গ-মুখের উপরিভাগে চতুর্দ্দিকে চারিটী ক্ষুদ্র সিংহ-মূর্ত্তির মস্তকে বৃহৎ কাষ্ঠ-ফলকাবদ্ধ আসনের নাম সিংহাসন। পূর্ব্বকাল হইতে ইহা স্থাপিত ছিল। রাজবংশধরেরা রাজ্যাভিষেক সময়ে মস্তকে শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল ও লোহিতবর্ণের পালক, কেয়ূর, বলয় ও কৌপীন পরিধান করিয়া, সর্পের মূর্ত্তিময় কারুকার্য্য-খচিত অঙ্গত্রাণ ও উষ্ণীষ ইত্যাদি নাগাবিভূষণে ভূষিত হইয়া ক্ষণকাল ঐ সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের সিংহাসনে উপবেশন না করিলে রাজা বলিয়া, পরিগণিত হইতেন না, কিন্তু এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সিংহাসনে উপবেশন করিলেই শরীর অবশ ও অধীর হইতে থাকে, তজ্জন্য যিনি যতক্ষণ সিংহাসনে স্থির থাকিতে পারিতেন, সেই উপবেশন-দণ্ড কি দণ্ডাংশের পলানুসারে তাঁহার রাজত্বকালের স্থায়িত্ব-বর্ষ নির্ব্বাচিত হইত।

অতিপূর্ব্বকাল হইতে মণিপুরে অন্য প্রকার লিখন পঠন প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বে ভিন্ন প্রকার বর্ণও ব্যবহৃত হইত। সম্প্রতি ঐ বর্ণ-ব্যবহার বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, সুতরাং অতি অল্প সংখ্যক লোকই ঐ বর্ণে লিখিতে পড়িতে পারে। আদিম বর্ণমালা উচ্চারণে বঙ্গীয় বর্ণমালার ন্যায়, কিন্তু আকৃতিতে

তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নিম্নে প্রদত্ত প্রতিলিপি দৃষ্টে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে দেবনাগর বর্ণমালার অনেক সাদৃশ্য আছে।



আদিম বর্ণমালার প্রতিকৃতি।

মণিপুরীদিগের বর্ত্তমান ধর্ম্মগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি বঙ্গীয় বর্ণমালায় লিখিত হওয়ায়, ক্রমে পূর্ব্ব বর্ণাবলী পরিত্যক্ত হইয়া, লিখনপঠনে বঙ্গীয় বর্ণমালাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কেহই সদ্বিদ্বান্

নাই, অথচ প্রায় সকলেরই অতি সামান্যরূপ বর্ণজ্ঞান আছে। ইহাদিগের পূর্ব্বপ্রচলিত বর্ণে লিখিত মৈতাই পুরাণ নামে এক প্রাচীন ইতিবৃত্ত আছে। ইহাতেও আদি পুরুষ পাখাংবাকে নাগমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণিত দৃষ্ট হয়। যদি নাগকন্যা উলূপীর পূর্ব্বপুরুষ নাগ জাতির বংশধরেরাই বর্ত্তমান নাগা জাতি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে নাগমূর্ত্তিবিশিষ্ট পাখাংবাও যে ঐ বংশসম্ভূত এবং তাঁহার বংশধরেরা কাজে কাজেই নাগা, ইহাতে সংশয় হইতে পারে না। নাগাপর্ব্বতনিবাসীদিগের ন্যায় মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত শৈলশিখরেও বহু সংখ্যক নাগা আছে। ইহারাও বর্ত্তমান উপবীতধারী ক্ষত্রিয় মৈতাই মণিপুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষকে স্ববংশজ নাগা বলিয়া পরিচয় দেয়। ক্ষত্রিয় অর্জ্জুন-নন্দন বভ্রুবাহনের সময় হইতেই মৈতাই মণিপুরীদিগের উপবীত ধারণ করা প্রকাশ। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন নাগা প্রথমে মালা, তিলক ধারণ, অখাদ্য ও অশুচি আচরণ ত্যাগে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, ক্রমে উপবীত-ধারী ক্ষত্রিয় হইতে পারিয়াছে।

মণিপুরের অদূরেই ব্রহ্মদেশ। ইহাই ময়ূরধ্বজ রাজার রাজ্য। মহারাজ থিবর সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশে যে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার এক পৃষ্ঠে একটী ময়ূরের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হওয়াই ইহার বর্ত্তমান প্রমাণ। মহাভারতানু-সারে ময়ূরধ্বজের কন্যা স্বাহা বৈশ্বানরকে পতিত্বে বরণ করাতে, ঐ রাজ্য ব্রহ্মার রক্ষিত বলিয়া, ব্রহ্মদেশ নামে খ্যাত। ব্রহ্মদেশের অদূরেই চীন রাজ্যে মঙ্গোলিয়ান্ জাতির অধিবাস। অনার্য্য মঙ্গোলিয়ান্ জাতি হইতেই ব্রহ্মা, মণিপুরী, নাগা, কুকী, খাসিয়া, গারো, মিশমী, আবর, আকা, ভুটীয়া, ও আসামপ্রদেশের আদিম নিবাসী আহম জাতি উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক এবং তজ্জন্যই এই সকল পার্ব্বত্য জাতিদিগের চক্ষু ক্ষুদ্র, নাসিকা খর্ব্ব, ওষ্ঠাধর স্থূল, বর্ণ পাণ্ডু, আস্য বিস্তৃত, গুম্ফ ও শ্মশ্রুবিহীন। উৎকৃষ্ট জল বায়ুর গুণে মণিপুরীরা অধিকাংশই সবল অথচ নাতিখর্ব্বাকৃতিবিশিষ্ট।

প্রাকৃতিক অবস্থা।

মণিপুর অতি ক্ষুদ্র প্রদেশ। ইহার আয়তন কেবল ৭০০০ বর্গ মাইল, এবং বর্ত্তমান জনসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। *ইহার পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে কাছাড়, উত্তরে নাগাহিল এবং দক্ষিণে লুশাই পর্ব্বতশ্রেণী। ইহা সমুদ্র-তীর হইতে ২৬১৯ ফুট উচ্চ। অনুচ্চ শৈলমালার উপত্যকা ও অধিত্যকা সকল অর্ণব-তরঙ্গের ন্যায় সারি সারি শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতপরিবেষ্টিত সমভূমিতে ধান্যক্ষেত্র এবং স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ হ্রদ ও জলাশয় সকল বন্য হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণে পরিপূর্ণ। কোথাও বা চতুর্দ্দিকে জল আর মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিত্যকা সকল দ্বীপ সমূহের ন্যায় বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট। মণিপুরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুই বৃহৎ উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, পরস্পর প্রায় ১০ মাইল ব্যবধানে প্রাচীরবৎ আর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে অনুচ্চ ক্ষুদ্র পর্ব্বত দ্বয় দ্বারবৎ বিদ্যমান থাকাতে নগরটী প্রাকৃতিক দুর্গ পরিবেষ্টিত বলিয়া বোধ হয়। এই পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তী সমধরাতলের মধ্য দিয়া দুইটী ক্ষুদ্র শৈলনদী প্রবাহিতা। নদীগর্ভে উপলখণ্ড পূর্ণ থাকাতে জল বর্ষাকাল ভিন্ন সকল সময়েই স্বচ্ছ ও নির্ম্মল থাকে।

মণিপুর নগর একটী বৃহৎ গণ্ডগ্রাম মাত্র। ইহার উত্তর দক্ষিণের দৈর্ঘ প্রায় পাঁচ মাইল, এবং পূর্ব্ব পশ্চিমের পরিসর ন্যূনাধিক ৩ মাইল। নগর মধ্যে রাজপুরী ভিন্ন প্রজাদিগের কেবল পাঁচটী ইষ্টকনির্ম্মিত দেবমন্দির আছে। পাকা বাড়ী কাহারও নাই। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে দুই তিন খানি খড়ের ঘর, তবে সম্পন্ন লোকের দশ বার খানি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘর আছে। নগরের মধ্যে কেবল দুইটী প্রকাণ্ড ও বিস্তৃত রাজপথ আছে। পথের উভয় পার্শ্বেই গৃহস্থদিগের বাটী। গৃহস্থালয়ের মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পথ অনেক আছে। বাটীগুলির চতুর্দ্দিকে মাটির উচ্চ প্রাচীর, তদুপরি বংশ, বেতস ও কণ্টক বৃক্ষের দৃঢ় বেষ্টন। গৃহের চতুর্দ্দিকে শাক সবজীর ক্ষুদ্র বাগান। স্থানে স্থানে দুই চারিটী ফলবান বৃক্ষ। সাধারণতঃ পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়, এ জন্য মণিপুরী প্রত্যেক গৃহস্থের বাসগৃহ পূর্ব্ব

পশ্চিমে দীর্ঘ ও পূর্ব্বদ্বারী। গৃহের পূর্ব্বভাগে বারেন্দা ও প্রবেশের একটী মাত্র দ্বার, তদ্ভিন্ন অন্য দ্বার কিম্বা বাতায়ন প্রায় নাই। গৃহের সম্মুখে অঙ্গন। অঙ্গনের মধ্যস্থলে বৃন্দাদেবী (তুলসীবৃক্ষ) এবং এক প্রান্তে অত্যল্প পুষ্প বৃক্ষ। মণিপুরীদিগের গৃহতল ও অঙ্গন অতি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

পূর্ব্বে 'রংথাবাল' (যাহাকে সম্প্রতি সাহেবেরা লংথাবাল বলিয়া থাকেন) নামক স্থানে মহারাজ [illegible] সময় পর্য্যন্ত রাজপুরী বিদ্যমান ছিল। ঐ স্থান ব্রহ্মদেশের আততায়ীদিগের আক্রমণ ও উপদ্রব প্রযুক্ত পরিত্যাগ করিয়া, মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ প্রায় ৩।০ মাইল উত্তরে আদিপুরুষ পাখাংবার আদিম নিবাস সুরঙ্গ সমীপে নূতন রাজপুরী নির্ম্মাণ করেন। পরিত্যক্ত রাজবাটীতে প্রাচীন ফলবান্ বৃক্ষশ্রেণী, পুষ্করিণী, পথ, প্রাচীর, দীর্ঘিকা ও ভগ্ন পুরীর দ্বার দুই একটী দৃষ্ট হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ আক্রমণ সময়ে আসামের ৪৪ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের শিবির লংথাবালে সন্নিবেশিত হয়। নগরের পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বতোপরি নুংমাইজিং মহাদেবের স্থান। লংথাবালের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে দুই মাইল ব্যবধানে কামাখ্যা দেবীর মন্দির। বাৎসরিক দুর্গোৎসবের অষ্টমী তিথি উপলক্ষে রাজা প্রজা সকলেই কামাখ্যা দর্শন করিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন প্রতি পূর্ণমাসী ও অমাবস্যার দিন কুমারী কন্যারা দলে দলে দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া বর প্রার্থনা করে।

নগরের মধ্যে রাজবাটীর দক্ষিণ দিকে মহাবলী নামক হনুমানের মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। ঐ স্থানে নদী মণ্ডলাকারে পরিক্রমণ করিয়া প্রবাহিত হওয়াতে, যে প্রায়দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে অতি ঘন আরণ্য বৃক্ষাবলীর নাম মহাবলী বন। মহাবলীর অনুচর বহু সংখ্যক বানর ঐ স্থানে পুরুষানুক্রমে পুত্র কলত্র সহকারে আনন্দে বাস করিতেছে। পথিক ক্ষণকাল নদীতীরে দণ্ডায়মান হইলেই মহাবলী বন মধ্যে কপিকুলের কলহ দর্শন ও কোলাহল শ্রবণে ঐ স্থানে অঞ্জনানন্দন মহাবলী হনুমানের অধিষ্ঠান অনুভব করিতে পারিবেন।

নগরের মধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র নদী দুইটী উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত। উহার প্রায় বিংশতি মাইল ব্যবধানে এক গভীর ও বিস্তৃত হ্রদের প্রাকৃতিক শোভা অতি রমণীয়। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে প্রায় ৩০

মাইল বিস্তৃত সুনীল হ্রদহৃদয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুচ্চ শৈলনিকর, কোনটী মণ্ডলাকৃতি, কোনটী অণ্ডাকৃতি আর কোন কোনটী নীরনিমগ্ন বৃহৎ মাতঙ্গাকৃতি। স্থানে স্থানে রাজহংস, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষী জলে ও স্থলে বিহার করিতেছে। এরূপ মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারতের অন্যত্র বিরল। নগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর কোন কোনটী ৫০০০ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। উহারা মস্তকে মেঘমালা ধারণ করিয়া, শুভ্রকেশ নগঋষির ন্যায় যুগ যুগান্তকাল অচল ও অটল ভাবে যেন বিশ্বস্রষ্টার ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বেগবতী স্রোতস্বতী সকল শৈলের শীর্ষ হইতে উল্লম্ফনে পদমূল পর্য্যন্ত নিপতিত হওয়াতে, বিচিত্র দর্শন জল-প্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে। প্রপাতস্থলে শৈলজার ভীম গর্জ্জন ও ফেণোদ্গার দর্শনে যেরূপ চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইতে হয়, স্থলান্তরে কুলবালার ন্যায় তাহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণে সেই উল্লম্ফিনী তরঙ্গিণীকেই মরালগামিনী অর্ণব-কামিনী জানিয়া দর্শক-হৃদয়ে ভীতির পরিবর্ত্তে প্রীতি উৎপন্ন হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশের জলবায়ু স্বভাবতই অতীব রমণীয় ও স্বাস্থ্যকর। মণিপুরে সম্বৎসরে ষড় ঋতুর মধ্যে বসন্ত, বর্ষা, শরৎ ও শীত, এই ঋতু চতুষ্টয়মাত্র অনুভূত হয়। ফাল্গুন মাসের শেষার্দ্ধ হইতে জ্যৈষ্ঠের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থির বসন্ত। গ্রীষ্মের উষ্ণতা মাত্রই এ দেশে অনুভূত হয় না। পর্ব্বত, কন্দর, বন, প্রান্তরে তরুলতায় নব পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া মন্দ মন্দ সমীর সঞ্চালনে যেন হর্ষভরে হাস্য করিতে থাকে, আর দিঙ্মণ্ডল গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠে। তখন বনবিহঙ্গেরা ফুলকুলের হাস্য দেখিয়াই যেন আহ্লাদে মধুর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করে। ভ্রমর ও ঝিল্লিদলের ঐকতানিক ঝঙ্কারে বনস্থল রণিত হইয়া উঠে। এ দেশে বৌকথা-কও পাখীই অধিক। কোকিল দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় মণিপুরী অঙ্গনাগণের কম কণ্ঠনাদে লজ্জিত হইয়াই পিক কস্মিন্ কালেও এ দেশে পদার্পণ করে না। জ্যৈষ্ঠের শেষার্দ্ধেই বর্ষা ঋতু আরম্ভ হইয়া, ভাদ্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সরসী, হ্রদ, দীর্ঘিকাদি জলাশয়ে স্থলপুষ্পের দেখাদেখিই যেন কমল, কুমুদ, কহ্লার, নীল ও রক্তোৎপল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের জলপুষ্প সকল বিকশিত হইতে থাকে। আশ্বিন মাসে শরৎ ঋতু সমাগত হইয়া,

পদ্মবীজ চর্ব্বণ করিতে করিতে হেমন্তের হস্ত ধারণে পরিপক্ক ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, দেশান্তরে চলিয়া যায়, আর অগ্রহায়ণের প্রারম্ভেই ভয়ানক শীতকাল উপস্থিত হইয়া প্রবল বায়ুপ্রবাহে বৃক্ষের শীর্ণপত্রপুঞ্জ হ্রাস ও তুষারকুজ্ঝটিকায় তৃর্ণ পর্য্যন্ত নাশ করিয়া, প্রকৃতি দেবীর শোচনীয় বার্দ্ধক্য দশা ঘটাইয়া দেয়।

মণিপুরীরা স্বীয় রাজধানীকে ইম্ফাল্ বলিয়া থাকে। রাজধানী হইতে কাছাড় ১৩২ মাইল, কহিমা, ১০৫ মাইল, এবং তামু প্রায় ৭০ মাইল ব্যবধানে স্থিত। কাছাড়, কহিমা ও তামু হইতে তিনটী প্রবেশ পথ আছে, তদ্ভিন্ন পার্ব্বত্য পথেও যাতায়াত করা যায়। পথে ১০ কি ১২ মাইল অন্তরে অন্তরে রাজপক্ষের থানা ও সাহেবদিগের অবস্থান গৃহ আছে। ক্রমাগত পর্ব্বতে আরোহণ ও অবরোহণ করিতে হয় বলিয়া এক দিনে এক আড্ডার অধিক গমনাগমন করা দুঃসাধ্য। পথে খাদ্য সামগ্রী কিছুই পাওয়া যায় না, কচিৎ দুই এক খানি নাগা ও কুকী গ্রাম ভিন্ন কুত্রাপি লোকালয় দৃষ্ট হয় না। পর্ব্বতে স্বভাবজাত আরণ্য চা বৃক্ষ প্রচুর আছে। দেবদারুজাতীয় গন্ধবিরজা, দারুচিনি, আম্র, পনস, লিচু, কুচিলা প্রভৃতি বৃক্ষও বিস্তর দেখা যায়। স্থানে স্থনে অশ্বির পত্রের ন্যায় মনোহর গন্ধযুক্ত কাসজাতীয় এক প্রকার তৃণ জন্মিয়া থাকে। শীতকালে এই তৃণ বিশুষ্ক হইলে মূল উত্তোলন করিয়া উৎকৃষ্ট তামাকের মসলা প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু মণিপুরীরা ইহা ব্যবহার করে না।

উৎপন্ন ও পণ্যদ্রব্য।

ধান্যই মণিপুরীদিগের পরমধন ও জীবনাধার, এবং তজ্জন্যই প্রকৃতিপ্রসাদে ধান্য এদেশে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ভূমি সর্ব্বত্রই অতীব উর্ব্বরা। কৃষকেরা অতি সামান্যরূপ হলাকর্ষণে ভূমি কর্দ্দমময় করিয়া, আর্দ্র ও অঙ্কুরিত ধান্যবীজ বপন করিয়া দেয়। তাহার পর চতুর্দ্দিকে গোনিবারক বেড়া প্রস্তুত করিয়া দিলেই চাষের কার্য্য সমাধা হইয়া যায়। রোপণপ্রথা ও নিড়ান আবশ্যক হয় না, অপিচ বঙ্গ ও আসাম অপেক্ষায় মণিপুরে ধান্যের উৎপত্তি অধিক। পূর্ব্বে এক

টাকাতে ৬ সাংবাই (৩০ ত্রিশ সের পরিমাণ বাঁশের টুক্‌রি) পাওয়া যাইত। ইহাতে ন্যূনাধিক ৪।০ সাড়ে চারি মণ ধান্য হইত। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট যে দেশে পদার্পণ করেন, মা লক্ষ্মী সে দেশ হইতে অচিরেই অন্তর্হিত হয়েন, আর সারদা দীন সভ্যতা সহকারে অধিকার করিয়া বসেন। লংথাবালে পল্টনের ছাউনি হওয়া অবধি ধান্য, চাউল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী ক্রমে মহার্ঘ হইতে আরম্ভ হয়। সম্প্রতি ধান ৩৲ টাকা ও চাউল ৭৲ টাকা মণ হইয়াছে; সময়ে আর কি হয় বলা যায় না। দুর্ভিক্ষ শব্দ এ দেশে পূর্ব্বে কেহই জানিত না, এক্ষণে ইহা ভোগ করিতে বসিয়া, অর্থ কি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছে। অনেক নিরন্ন লোক কদলী, কুষ্মাণ্ড, কচু প্রভৃতি ফল মূল খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। এ দেশে তৈলের প্রয়োজনীয়তা অতি অল্প। তৈল গাত্রে প্রায় কেহই ম্রক্ষণ করে না। ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থের ব্যবহারও অতি অল্প। রজনীতে গৃহে আলোকপ্রদানপ্রথা বড় নাই। কাষ্ঠ প্রাচুর্য্যে সকলেই গৃহে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রাখে, তদ্ভিন্ন দেবদারু জাতীয় গন্ধবিরজা বৃক্ষের তৈলজ সসার কাষ্ঠখণ্ড জ্বালাইয়াও দীপের কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তবে সম্প্রতি কেরোসিন আমদানী হওয়াতে নাগরিকেরা প্রায় অনেকেই, অল্প মাত্রায় ইহাও ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। তৈলব্যবহারের অল্পতা হেতু তিল ও সর্ষপ অতি অল্পই জন্মে। তাম্রকূট মণিপুরীদিগের প্রধান সেব্য। বাল, বৃদ্ধ, বনিতা প্রত্যেকেরই এক একটি হুঁকা সম্বল। অনেক বীরপুরুষ পথে পদব্রজে, চতুর্দ্দোলে বা অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে হুঁকারূপী আগ্নেয়াস্ত্রযোগে ধূম্রবাণ বর্ষণ করিয়া থাকে। ফলতঃ হুঁকাই মণিপুরীদিগের জীবনসখা, এ জন্য ঘরে ঘরেই তামাকের আবাদ আছে, কিন্তু কৃষিপ্রণালীর অজ্ঞতা প্রযুক্ত উৎকৃষ্ট প্রকার তামাক এ দেশে জন্মে না। অতিক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট তামাকই অধিক জন্মিয়া থাকে এবং ইহার মূল্যও প্রায় মণকরা ১০৲ টাকা। কাছাড় হইতে যে সকল রঙ্গপুর অঞ্চলের বৃহৎপত্র তামাক আমদানী হয়, তাহার মূল্য মণকরা ৩৫৲ হইতে ৪০ টাকা। মটর, মুগ, কলাই, ইক্ষু, পলাণ্ডু, আর্দ্রক, আলু, বেগুণ, হরিদ্রা, লঙ্কা, চিনাবাদাম, কচু, কুষ্মাণ্ড, বার্ত্তাকু ও শাক সবজী প্রচুর জন্মে। গোধূম, চণক, তিসি, অরহর, মসুর এদেশে জন্মে না, জন্মিলেও ইহার রীতিমত আবাদ নাই। ফলবান্ বৃক্ষের মধ্যে আম, আনারস,

কাঁঠাল, গোলাপজাম, কুল, জলপাই, কামরাঙ্গা নেবু, তেঁতুল, বেল, কদলী ও নারঙ্গ পাওয়া যায়, কিন্তু নারিকেল, খর্জ্জুর, তাল একবারেই নাই। ইক্ষু এ দেশে প্রচুর জন্মে। ইক্ষুরস হইতে ইহারা গুড় প্রস্তুত করিতে পারে, গুড়কেই এ দেশে চিনি কহে, গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিতে জানে না, ইক্ষুরস হইতে গুড় প্রস্তুত করা মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের কার্য্য, হিন্দুরা গুড় প্রস্তুত করিতে জানে না এবং প্রস্তুত করিবার পদ্ধতিও নাই। এ দেশে মুসলমানেরা অহিফেনের আবাদ করিয়া থাকে। টাকাতে ৩ হইতে ৫ তোলা পর্য্যন্ত অহিফেন বিক্রয় হয়। ভাঙ্গের গাছ হইতে বাছিয়া লইয়া কলিদার পাতাগুলি গাঁজা নামে ৷৷০ আনা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত সের বিক্রয় করিয়া থাকে। নাগারা তণ্ডুল হইতে দেশীয় সুরা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত, ব্যবহার ও বিক্রয় করিয়া থাকে। সাধারণ মদ টাকাতে ৮ বোতল, উত্তম ধান্যেশ্বরী ৪ বোতল হিসাবে বিক্রীত হয়। মণিপুরীরা সুরাপায়ী নহে, গাঁজা ও অহিফেন কেহ কেহ সেবন করিয়া থাকে। এ দেশে আবকারী মহালের মাশুল নাই। মা ভবানী ও বাবা ভোলানাথের চেলাদিগের এ দেশে বড়ই সুবিধা।

মণিপুর প্রদেশে স্বভাবজাত বন্য চা বৃক্ষের উদ্যান স্থানে স্থানে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মণিপুরীরা চা ব্যবহার করে না, প্রস্তুত করিতে জানে না, সুতরাং ইহার আবাদও কেহ করে না। সম্প্রতি কাছাড় অঞ্চলের চা-করদিগের প্রয়োজনীয় বিধায় লাভ দেখিয়া আরণ্য চা বৃক্ষের বীজ সংগ্রহ করিয়া প্রতি মণ ৭০।৮০৲ টাকা দরে বিক্রয় করে। এ দেশে রেসমের বড় আদর, অথচ মণিপুরীরা আসামের ন্যায় মুগা ও এরি (এরণ্ডবৃক্ষপত্রজাত) নামক রেসম আবাদ ও প্রস্তুত করিতে জানে না। হস্তিদন্ত, মোম, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রবর প্রচুর পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল দ্রব্যের রীতিমত সংগ্রহ প্রথা নাই। নাগা ও কুকীরা যখন যাহা পায়, কুড়াইয়া আনিয়া, রাজসরকারে উপস্থিত করে। পারিতোষিক অথবা উৎসাহ অভাবে এই সমস্ত মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য ও রপ্তানী প্রায় হইত না।

মণিপুরের পূর্ব্ব দিকে লবণাক্ত জলকূপ অনেক আছে। ঐ সকল কূপের জল তুলিয়া জ্বাল দিয়া এক প্রকার লবণ প্রস্তুত করিয়া, মণিপুরীরা

তাহাই আহার ও ঔষধরূপে ব্যবহার করে। চূণের পাথর, পাথরিয়া কয়লা, লৌহ ও স্বর্ণ এ দেশের পর্ব্বত মধ্যে পাওয়া যায়। গন্ধকের খণি স্থানে স্থানে আছে, তাহা হইতে মণিপুরীরা আবশ্যক মত গন্ধক প্রস্তুত করিয়া লইত।

অরণ্য মধ্যে মেথন (বন্য মহিষ ও গোসংযোগে উৎপন্ন) মহিষ, হরিণ, হস্তী, ভল্লুক, ব্যাঘ্র বিস্তর আছে। হস্তী ধরিবার খেদা বা ফান্দাই প্রথা নাই। মাটির মধ্যে বৃহৎ গর্ত্ত করিয়া, তৃণ পত্র আবরণে চতুর্দ্দিক্ হইতে হস্তীর গমনাগমনের পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিত। হস্তিযুথ গমনাগমন সময়ে দুই একটী অকস্মাৎ গর্ত্তে পড়িয়া যাইত, এইরূপ কলে কৌশলে রাজপক্ষ হইতে বৎসরে অল্প সংখ্যক হস্তী ধৃত হইত। হস্তীর ব্যবহার অল্প এবং ক্রয় বিক্রয় অধিক হইত না। অশ্ব মণিপুরীদিগের প্রিয় বাহন। অশ্বারোহণে প্রায় সকলেই পটু এবং ইহার রক্ষণেও ইহারা বিশেষ যত্নবান্। মণিপুরী ঘোড়া অতি বৃহৎ ও উচ্চ হয় না, কিন্তু বেগশীল, ক্লেশসহিষ্ণু ও সুন্দর আকৃতি। ১০ হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত বিবিধ বর্ণ ও আকৃতির উত্তম উত্তম ঘোড়া পাওয়া যায়। মণিপুরে গরু অনেক আছে। মণিপুরীরা অশ্বের ন্যায় গো জাতির প্রতি কোন যত্নই করে না। গোজাতি মাঠের ঘাস জল ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য পায় না, অবস্থানের অতি সামান্য গোময়পূর্ণ পঙ্কিল পর্ণকুটীর, ইহাও আবার অনেকের নাই, সুতরাং দারুণ শীতের সময়েও গরুগুলি মাঠে ঘাটে, পথে বা বৃক্ষতলে দলবদ্ধ হইয়া রাত্রি যাপন করে। দুগ্ধদোহন বড় বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে, সেবা শুশ্রূষা অভাবে গাভীর দুগ্ধও কম হয়। দুগ্ধে জল মিশাইয়া বিক্রয় করা মণিপুরের অনিবার্য্য প্রথা। গরুর প্রধান কার্য্য হল-যোজনা, এ জন্য ইহারা গাভীকে ও লাঙ্গলে যোজিত করিয়া হলাকর্ষণ করিয়া থাকে।

মণিপুরীরা আমিষভোজী নহে, কিন্তু মৎস্য তাজা, পচা, শুষ্ক, দগ্ধ সকল প্রকারই প্রচুর ভক্ষণ করে। এ দেশে কর্দ্দমজ মদ্গুরজাতীয় মৎস্য ভিন্ন রুই, ইলিস, চিতল, দেখিতে পাওয়া যায় না; চিংড়ি, পুঁটি, পাপতা অতি ক্ষুদ্রাকৃতির প্রচুর পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র মৎস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রীত হয়। মণিপুরীরা গুগ্‌লি ব্যাঙের ছাতা আদরের সহিত ভক্ষণ করে।

বস্ত্রবয়ন মণিপুরী স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য্য, পুরুষেরা বস্ত্র বয়ন করিতে

জানে না। অতি পুরু খেস হইতে সূক্ষ্ম উড়ানী পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁসার ঘটী বাটী তৈজস পত্র ঢালাই প্রস্তুত হয়, কিন্তু মণিপুরীরা কাঁসা পিটিয়া থালা প্রস্তুত করিতে জানে না, হস্তিদন্তনির্ম্মিত চিরুণী, খেলনা, পাশী ও ছড়ি প্রস্তুত করিতে জানে। মখমলের উপর জরির কারুকার্য্য করা সুন্দর পাদুকা প্রস্তুত করিয়া সম্পন্ন ঘরের স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করে। ঐ জুতার তলায় সোলা ও পুরু কাপড় সূতায় সেলাই করিয়া লয়, চর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। মণিপুরীরা ঘোড়ার জীন এক অদ্ভুত প্রকারে প্রস্তুত করিয়া লয়। জীনের দুই পাশে দুই খণ্ড বৃহৎ চর্ম্ম আবদ্ধ থাকাতে পথের কর্দ্দম, ধূলা ও অশ্বের গাত্র নিঃসৃত ঘর্ম্ম আরোহীর জঙ্ঘায় লাগিতে পারে না, অথচ দৌড়িবার সময় দুই-খানি পাখার ন্যায় পটাপট শব্দ হইতে থাকে। পক্ষযুক্ত সামুদ্রিক ঘোটকের যে গল্প শুনা যায়, তাহা এই বিচিত্র গঠন মণিপুরী জীনের চর্ম্ম পক্ষ হইতে উত্থিত হওয়াই সম্ভব।

এ দেশীয় ক্ষুদ্র নদীর উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বৃহৎ বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ সারাংশ পরিত্যাগ করিয়া, কদলীবল্কলের ন্যায় নৌকার গঠনপ্রণালী বশতঃ ইহাতে লৌহ কিলকের কোন প্রয়োজন হয় না। একমাত্র বহিত্র যোগেই নৌকা চালনা হইয়া থাকে। সুবাতাস পাইলেও পাইল তুলিয়া মণিপুরীরা নৌকা চালাইতে পারে না।

শকট এ দেশে নাই, গমনাগমনের উপযোগী পথও নাই। মণিপুরীরা দুই-খানি বক্রাগ্র বাঁশের উপর কতিপয় বংশখণ্ড আড় করিয়া বান্ধিয়া, তদুপরি চারি পাঁচ মণ ভার স্থাপন করে, এবং হলাকর্ষণের ন্যায় দুইটী গরুর দ্বারা আকর্ষিত করে, ইহাতে চাকার প্রয়োজন হয় না। ইহাই মণিপুরের একমাত্র রথ, শকট বা স্থলযান।

আধুনিক রীতিপদ্ধতি ও দেশাচার।

মণিপুর রাজ্যে ক্ষত্রিয় মৈতাই-মণিপুরী, থোংজাই, তাংখুল প্রভৃতি নাগা, চাসাদ, কোয়রেং, কামহাউ বা সুতি ইত্যাদি কুকী, এবং মুসলমান দিগের

অধিবাস। হিন্দুমণিপুরী পুরুষেরা বঙ্গবাসীর ন্যায় ধুতি, কোট, কামীজ, আর হিন্দুস্থানীর ন্যায় মস্তকে উষ্ণীষ ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত রেসমের চারু কারুকার্য্য করা পরিষ্কৃত পাড়যুক্ত ৫ হাত দীর্ঘ ও ২৷৷০ হাত প্রস্থ ফণিক নামক স্থূলবস্ত্র বক্ষঃ পর্য্যন্ত আঁটিয়া পরিধান এবং গাত্রে অতি সূক্ষ্ম ওড়না ব্যবহার করে। ইহাদিগের মস্তক ও আনন অনাবৃত, অবগুণ্ঠনপ্রথা এ দেশে নাই। স্ত্রীলোক, পুরুষ সকলেরই কেশ বিন্যস্ত, কর্ণে স্বর্ণ (অধিকাংশই-গিল্টী) মুদ্রিকা, কপালে সুন্দর রসকলী কাটা তিলক, কবরীতে পুষ্পগুচ্ছ, দাঁতে মিশি আর গলায় তুলসীর মালা। কেবল পুরুষদিগের গাত্রেই রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত ছাপা, স্ত্রী-লোকেরা ছাপ ব্যবহার করে না। হিন্দু মণিপুরীরা পরম বৈষ্ণব। ইহা-দিগের প্রত্যেকেরই এক এক খানি নামাবলী আর এক একটী কুঁড়াজালী আছে। কুঁড়াজালীর মধ্যে জপের মালা, গোপীচন্দন, ছাপা ইত্যাদি রাখা হয়। স্ত্রীলোকের ন্যায় অনেক পুরুষেও মস্তকে দীর্ঘ কেশধারণ করে। স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সধবার চিহ্ন কোনরূপ অলঙ্কার নাই। মণিপুরী স্ত্রীলোকমাত্রেই রৌপ্যাভরণ ধারণ করিতে ঘৃণা বোধ করে। সম্পন্ন স্ত্রীলোক-দিগের স্বর্ণহার ও কেয়ূর আছে। রাজমহিলা ভিন্ন অন্য কেহই স্বর্ণাভরণ প্রকাশ্যরূপে ব্যবহার করিতে পারিত না। পুষ্প, গন্ধদ্রব্য ও মাল্যধারণে ইহাদিগের বিশেষ অনুরাগ। ইহারা শৌচাচমনশীল। প্রায়শঃ ত্রিসন্ধ্যা স্নান ইহাদিগের নিত্যকর্ম্ম, কিন্তু উলঙ্গ হইয়া মলত্যাগ করিবার অসভ্যপ্রথা দেশ-ময় ব্যাপ্ত, অপিচ প্রতিবার মলত্যাগের পর সকলেই গাত্র ধৌত করিয়া থাকে। অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকা স্ত্রীলোকদিগের নিয়ম নহে। স্ত্রীস্বাধনতা দেশময় প্রচলিত থাকাতে স্ত্রীলোক মাত্রেই যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে। রাজ-মহিলা ভিন্ন প্রায় সকল স্ত্রীলোকই হাট বাজারে যাতায়াত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে নগর মধ্যে দোকান খুলিবার প্রথা ছিল না। সর্ব্বপ্রকার পণ্য দ্রব্যই হাটে ক্রয় বিক্রয় করা হইত। দিবাভাগে স্থানে স্থানে অনেক হাট বসিত। রাজবাটীর সম্মুখে বড় হাট সন্ধ্যার প্রাক্কালে আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকাতে প্রায় অন্ধকারেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করা হইত। হাটকে মণিপুরী ভাষায় "কাইথেন" বলিয়া থাকে। কোন হাটেই ঘর বা

কোনরূপ আবরণ নাই। বাঁশের যষ্টি পুতিয়া, তদুপরি পত্র নির্ম্মিত ছত্র স্থাপন করিয়া, বিক্রেতারা পসরা খুলিয়া বসিয়া থাকে।

এ দেশে স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই গান করিতে পারে। গান বাদ্য মণিপুরীদিগের জাতীয় ব্যবসায়। প্রত্যহই ইহাদের স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, বালিকারা কতক সময় নৃত্য, গীত, বাদ্যে অতিবাহিত করিয়া থাকে। ইহাদিগের সঙ্গীতে হরিগুণ গানই অধিক। পুরুষেরা মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও করতাল বাজাইয়া ধুয়া ধরিয়া দেয় আর স্ত্রীলোক ও বালক বালিকারা চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া গান করিতে থাকে। গানগুলি সকলই বঙ্গদেশীয় কীর্ত্তন ও মনোহরসাইজাতীয়, উচ্চারণদোষে আংশিক অপভ্রংশ হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের প্রযত্নে বঙ্গ ও হিন্দুস্থানের কতিপয় সঙ্গীত ব্যবসায়ী মণিপুরে আনীত হওয়াতে, অনেক মণিপুরী উহাদিগের নিকট ওস্তাদি ধরণে সুন্দর টপ্পা, খেয়াল, ধ্রুপদ, তেলেনা গাইতে এবং মৃদঙ্গ, তবলা, পাখোয়াজ, সেতার, এসরার, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্র বাজাইতে শিখিয়াছে, কিন্তু সঙ্গীত অধ্যাপক ও বীণবাদক এ দেশে কেহই নাই। বেহালা ভিন্ন প্রায় অন্য সমস্ত বাদ্য যন্ত্রই ইহারা প্রস্তুত করিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে গায়কদিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হওয়াতে খেমটাওয়ালী ও বাইজীধরণে গান-বাদ্য করিয়া, ইহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। উপযুক্ত উপদেষ্টা অভাবে ইহারা এ পর্য্যন্ত তৌর্য্যত্রিকের ভাবাঙ্গ নৃত্যক্রীয়া সম্যক্ শিক্ষা করিতে পারে নাই।

এ দেশীয় স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই নৌকা চালনায় সক্ষম। পুরুষদিগের কোন সাহায্য ব্যতিরেকে কেহ বহিত্রবাহিনী, কেহ বা কর্ণধারিণী হইয়া স্ত্রীলোকেরা নৌকাপথে যথেচ্ছা গমনাগমন করিয়া থাকে। পুরুষদিগের প্রধান কার্য্য গৃহনির্ম্মাণ, নৌকাগঠন ও হলচালন, তদ্ভিন্ন প্রায় সমস্ত কার্য্যই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। ধান্যরোপণ ও ছেদন প্রভৃতি কৃষিকার্য্যেও স্ত্রীলোকদিগকে যোগ দিতে হয়। মাছধরা স্ত্রীলোকেরই কাজ, বস্ত্রবয়ন পুরুষেরা কিছুমাত্র জানে না, সুতরাং ইহা স্ত্রীলোকের আয়ত্ত। হাট-বাজারে পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা স্ত্রীলোকের ব্যবসায়। পুরুষেরা ক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু বিক্রয় করিতে লজ্জাবোধ করে। গৃহমার্জ্জন, বস্ত্রধৌতকরণ, রন্ধনাদি সমস্তই স্ত্রীলো-

কের জাতীয় কর্ত্তব্য। পুরুষেরা সাজিয়া গুজিয়া দৈনিক একবার রাজবাটীতে যাতায়াত করিয়া, বৃথা গল্প করিয়া আর মুহুর্মুহুঃ তামাক খাইয়া সময় নষ্ট করে। খাদ্য ও পরিধেয় সুলভ অথবা গৃহজাত হইলে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অল্প হয়। মনুষ্য চিন্তা ও উদ্যমহীন হইলেই বিলাসপ্রিয় ও অলস হইয়া থাকে। মণিপুরের পুরুষ মাত্রেই অলস, শ্রমবিমুখ এবং নিশ্চিন্ত।

মণিপুরে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, তজ্জন্যই প্রত্যেক পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং এই কারণেই এ দেশে ব্যভিচার দোষ অধিক। স্ত্রীলোকেরা যেন তেন প্রকারে উপার্জ্জন করিয়া স্বামিপ্রতিপালন করে, স্ত্রীপ্রতিপালন স্বামীর কর্ত্তব্য নহে। পরিচ্ছদ দৃষ্টে সধবা বিধবার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিবাহপ্রথাও নাম মাত্র প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকাতে, স্বামীর স্ত্রীত্যাগ করিবার যে স্বাধীনতা আছে, তদনুসারে স্ত্রীও স্বামিপরিত্যাগে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ অনেক স্ত্রীলোক অপত্যপরিত্যাগেও পত্যন্তরগামিনী হইয়াছে। পূর্ব্বে মণিপুরে ব্রাহ্মণ ছিল কি না প্রমাণ নাই। প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণই বৈদেশিক পিতার পরিচয় দেয়। ভিন্ন দেশাগত ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় কন্যার পাণিগ্রহণ করাতে তাহাদিগের বংশধরেরা বর্ত্তমান ব্রাহ্মণমণ্ডলীরূপে পরিণত হইয়া অদ্যাপিও পূর্ব্ব প্রথানুরূপ ক্ষত্রিয়কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এই সকল ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করে না। মণিপুরীরা সকলেই এক বংশসম্ভূত বিধায় ইহাদিগের পরস্পর জাত্যভিমান নাই। অবস্থা ও কার্য্য ভেদে ঐনাম, থাংজেবা, কুমেন থেম্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে। রাজপুত্রেরা এই কারণেই, যে কোন সম্প্রদায়ের সুন্দরী কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং রাজকন্যারাও যাহাকে ইচ্ছা পতিত্বে বরণ করিতে পারেন।

এ দেশে মহারাজের এক ঘর ধোপা ভিন্ন ব্যবসায়ী রজক আর নাই। কদলীবৃক্ষজাত ক্ষারযোগে মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব পুরজনদিগের বস্ত্র ধৌত করিয়া লয়। ক্ষৌরপ্রথা একবারেই নাই, সুতরাং নরসুন্দর মণিপুরে একটীও নাই। মণিপুরীরা সোন্না বা ক্ষুদ্র সাঁড়াসী দিয়া, স্ব স্ব গুম্ফ ও শ্মশ্রু উৎপাটন করিয়া, মাকুন্দ-মূর্ত্তি ধারণ করে। মস্তকমুণ্ডন ক্ষুদ্র দাত্রযোগে

নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। একাবধি অষ্টমবর্ষবয়স্কা কুমারী কন্যাদিগকে এ দেশে চাওবী বলিয়া থাকে। চাওবীদিগের মস্তক প্রায় সম্পূর্ণই মুণ্ডিত, কেবল পশ্চাদ্ভাগে এক গুচ্ছ কেশ আজন্ম রক্ষিত হইয়া থাকে। নবম বর্ষ হইতে ঊর্দ্ধ বয়স্কা কিশোরীদিগকে লাইসাবী কহে। লাইসাবীদিগের মস্তকে কেশ রক্ষিত হইলেও, কপালের সম্মুখে মণ্ডলাকারে কাটিয়া দেয়, ইহাই একমাত্র পরিচয়। বর অভাবে অনেক লাইসাবীকে বিশ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিতে হয়। লাইসাবীরা কবরী বন্ধন করে না। পরিণীতা হইলে আর কপালের সম্মুখের চুল কাটে না।

মণিপুরের আদিম নিবাসী নাগা ও কুকীরা অদ্যাপিও ঘোর শোচনীয় অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে পুরুষেরা একমাত্র কৌপীন পরিধান করে, স্ত্রীলোকেরা স্থূল বস্ত্রখণ্ড বক্ষঃ পর্য্যন্ত জড়াইয়া রাখে। তাংখুল নামক এক প্রকার নাগা সম্প্রদায় সম্পূর্ণই উলঙ্গ থাকে। ইহাদিগের পুরুষেরা স্ব স্ব জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে হস্তিদন্তনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক প্রবিষ্ট করিয়া রাখে, ইহাই তাহাদিগের এক মাত্র পরিধেয়। স্ত্রীলোকেরা সামান্য কৌপীনবৎ সংকীর্ণ বস্ত্রখণ্ড কটীতটে রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন কোন প্রকার বক্ষের আবরণ ব্যবহার করে না। ফলতঃ লজ্জা কি তাহা ইহারা জানে না। মণিপুরে ক্ষত্রিয়, নাগা, কুকী সকলেরই কর্ণবেধপ্রথা অনিবার্য্য। নাগা ও কুকীরা সছিদ্র বংশখণ্ড অথবা তদনুকরণে পিত্তল ও রৌপ্যনির্ম্মিত বৃহৎ মুদ্রিকা কর্ণে ক্রমশঃ প্রবিষ্ট করাইয়া রাখে, সময়ক্রমে চর্ম্মচ্ছেদ হইলেই চরিতার্থ জ্ঞান করে। ইহারা অশ্ব, গো, মহিষ, শূকর, কুকুর, মার্জ্জার, বানর, প্রভৃতি পশু, এবং কাক, শকুনি, চিল ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার পক্ষী সজীব বা মৃত প্রাপ্তমাত্র ভক্ষণ করে। শৌচাচমনস্নানবিহীন অশুচি রাক্ষসপ্রকৃতিস্থ নাগা কুকীরা উলঙ্গ ও অসভ্য হইলেও ইহাদিগের মধ্যে এক কালীন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ প্রায় দৃষ্ট হয় না, অথবা স্ত্রীলোকেরাও ব্যভিচারিণী নহে। তবে পতি অভাবে বা ত্যাগে পত্যন্তর গ্রহণ ইহাদিগের মধ্যেও প্রচলিত আছে। ইহারা পর্ব্বতশিখর ভিন্ন সমভূমিতে বাস করিতে ভালবাসে না। সুরাপান ইহাদিগের জাতীয় প্রথা। স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই উদর পরিপূর্ণ করিয়া সুরাপান করিয়া থাকে। ইংরেজী পাইপের

অনুকরণে নির্ম্মিত বাঁশের পাইপে তামাকপত্র চূর্ণ করিয়া ধূম্র পান করে; কিন্তু গাঁজা কিংবা আফিম ইহারা ব্যবহার করে না। বঙ্গদেশের শ্রীহট্ট, কাছাড়, কমিল্লা প্রভৃতি স্থান হইতে মুসলমানেরা সুন্দর স্থল-জল-প্রাপ্তে দলে দলে মণিপুরে দীর্ঘকাল অবস্থান করাতে বঙ্গদেশজাত বাঙ্গাল শব্দের ব-কার স্থলে প-কার উচ্চারিত বিধায় ইহাদিগের সাধারণ নাম 'পাঙ্গাল'। পাঙ্গালেরাই এ দেশে উত্তম কৃষক, প্রায় যাবতীয় খাদ্য সামগ্রীই ইহারা উৎপন্ন করিয়া থাকে। সম্প্রতি মণিপুরী-ভাষাই ইহাদিগের মাতৃভাষা হইয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক মুসলমান অশুদ্ধ হিন্দি ও শ্রীহট্টপ্রদেশীয় বাঙ্গালা কথা বলিতে পারে। হিন্দুদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য সকল আচরণেই ইহারা হিন্দুদিগের তুল্য।

মণিপুরী প্রজারা রাজকর আর্থিক কিছুই দিত না। তৎপরিবর্ত্তে মাসিক ১০ দিন প্রতি গৃহস্থ লালুপ বা অবৈতনিক রাজসেবা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ রাজাকে অর্পণ করিয়া ভূমি ভোগ করিত। লালুপ খাটিতে অশক্ত হইলে তৎপরিবর্ত্তে ছয় আনা নগদ পয়সা দিতে হইত। এ দেশে অর্থশীল লোকের সংখ্যা অতি অল্প, নিরন্ন লোকের সংখ্যাই অধিক। ১০৲ হইতে ৫০৲ টাকা মূল্যে দাস দাসী ক্রয়বিক্রয়প্রথা প্রচলিত ছিল; সুতরাং নিরন্ন লোকেরা সম্পন্ন দিগের দাসত্বেই জীবন যাপন করিত। যাহার শত মুদ্রা সম্বল আছে, সে দুই একটী দাস দাসী ক্রয় করিয়া সংসারব্যয়ের দায়ে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে দিন কাটাইতে পারে। প্রতি দাস দাসীকে চারি পাঁচ টাকা মূলধন দিলে সে সাংসারিক কাজ কর্ম্মের পরে দৈনিক হাট বাজারে কোন প্রকার পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় দ্বারা প্রায় ছয় আনা নগদ উপার্জ্জন করিয়া দিতে বাধ্য। ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা মূল্যের দুইটী বলদ ক্রয় করিয়া দিলে, সে ধানের চাষ আবাদে সংবৎসরের খাদ্য উৎপন্ন করিয়া দিবে। ২০।২৫৲ টাকা মূল্যের এক খানি নৌকা ক্রয় করিয়া দিলে নৌকার দৈনিক ভাড়া তিন আনা ও লোকের আজুরা তিন আনা আয় করিতে পারে। মিতব্যয়ী লোকেরা গাভীর দুধ, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী ও গৃহজাত বস্ত্র ব্যবহারে মাসিক দুই এক টাকা বাজে খরচ করিয়া মণিপুরে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিত।

উৎকৃষ্ট জল বায়ুর গুণে ব্যাধি-পীড়া এখানে বড় বিশেষ হয় না। পীড়া হইলেও মণিপুরীরা ডাক্তারি ঔষধ প্রাণান্তেও ব্যবহার করে না। এদেশীয় ওঝাদিগকে 'মাইবা' বলিয়া থাকে। ইহারা জ্বর, প্লীহা, শূল, আমাশয় প্রভৃতি আন্ত্রিক পীড়া পেটটিপিয়াই আরোগ্য করে। ক্ষত, উপদংশ ও বাতাদি পীড়াকে লতা, পাতা, মূল প্রয়োগে ভাল করিতে পারে; কিন্তু ওলাউঠা, বসন্ত ইত্যাদি মড়ক উপস্থিত হইলে, ইহারা প্রতিকার করিতে পারে না। তখন অচিকিৎসায় বহুলোক অকালে প্রাণত্যাগ করে।

বিদ্যালোচনা-অভাবে মণিপুরীরা প্রায় সকলেই ঘোর মূর্খ। মূর্খের অশেষ দোষ এবং তজ্জন্যই ইহারা ধূর্ত্ত, ধৃষ্ট, শঠ ও মিথ্যাবাদী। কথায় কথায় মহারাজের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নাম উচ্চারণে শপথ করিয়া থাকে। সর্ব্বত্রই উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোক দৃষ্ট হয়; মণিপুর এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত না হইলেও বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ও ভদ্রতা অজ্ঞাত-বিধায় এ দেশে অধম-শ্রেণীস্থ লোকের সংখ্যাই অধিক। জুয়া খেলা, চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা ও ব্যভিচার এ দেশে অধিক। দানশীলতা, অতিথিসেবা পরোপকার ইহাদিগের অভ্যাস নাই। যাচিঞা করিতে কেহই কুণ্ঠিত হয় না। আত্মগর্ব্ব ও পরনিন্দা অম্লানবদনে করিয়া থাকে। ইহারা ভীরু, অলস ও আত্মম্ভরি। ইহাদিগের সদ্গুণ প্রায় কিছুই নাই। পরমবৈষ্ণব কিন্তু মৎস্য-ভোজী। তথাপি ধর্ম্মভীরু, ব্রতপরায়ণ ও শুদ্ধাচারী বলিয়া ইহারা প্রসংশনীয় আর একতা ইহাদিগের একমাত্র সদ্গুণ।

ধর্ম্মপ্রণালী ও ভাষা।

আদিম অবস্থায় মণিপুরীদিগের মধ্যে কিরূপ ধর্ম্মপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল, প্রকাশ নাই। প্রায় একশতাব্দীপূর্ব্বে এ দেশে হিন্দুধর্ম্মের এক সম্প্রদায়-নায়ক রামানন্দ স্বামীর রামানন্দী মত প্রচলিত ছিল। মহারাজ জয়সিংহ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া একদা বিমর্ষমনে ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে

নিদ্রাভিভূত হইয়া নিশাবসানসময়ে এক অদ্ভুত স্বপ্নদর্শনে জাগরিত হইয়াছিলেন। পীতাম্বর-পরিহিত, বনমালাবিভূষিত, মস্তকে শিখিপুচ্ছচূড়া; কর্ণে মকরকুণ্ডল ও করে মনোহর বংশী শোভিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দিব্যমূর্ত্তিতে মহারাজ জয়সিংহকে স্বপ্নাদেশ করেন যে, "কাইনা নামক পর্ব্বতোপরি যে বৃহৎ প্রাচীন পনসবৃক্ষ আছে, তদ্দ্বারা স্বপ্নদৃষ্ট বিগ্রহমূর্ত্তি প্রস্তুত ও প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা করিলেই মহারাজের ভাগ্য প্রসন্ন ও রাজ্যলাভ হইবে।" এতদনুসারে স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চনা করাতে ব্রহ্মরাজ তাঁহার সহিত প্রীতিস্থাপনে হৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই জয়সিংহের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছিল বলিয়া মণিপুরীদিগের কর্তৃক তিনি ভাগ্যচন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তদবধি রাজানুকরণে সমস্ত হিন্দু মণিপুরীরাই বৈষ্ণবমতাবলম্বী হইয়াছে। কালক্রমে মুর্শিদাবাদের সমীপবর্ত্তী সয়দাবাজনিবাসী শান্তিপুরের মহাপ্রভু-বংশধর গোস্বামী প্রভুরা মণিপুর-রাজবংশকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুনিয়মানুসারে প্রতিপালিত হইতেছে। কেবল ইহাদিগের একমাত্র মৎস্যাহার ব্যভিচার লক্ষিত হয়। কিন্তু গৌর ধর্ম্মাবলম্বী মণিপুরীরা গৌর-দর্শীয় মৎস্যাহার প্রথার দোহাই দিয়া দগ্ধ, শুষ্ক, পক্কাপক্ক সকল প্রকার মৎস্যই ভক্ষণ করিয়া থাকে। মণিপুরীরা মস্তকে শিখা, গলায় হরিনামের মালা যজ্ঞোপবীত, কপালে তিলক, গাত্রে রাধাকৃষ্ণ নামের ছাপা ও নামাবলী ধারণ করে। একাদশী প্রভৃতি ব্রতোপবাস, দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ ক্রিয়া ও উৎসব করিয়া থাকে। রাসলীলা ইহাদিগের মহামহোৎসব। তরুণবয়স্ক কৃষ্ণবর্ণ সুন্দর বালককে কৃষ্ণ, এবং কিশোরী সুন্দরী কুমারীদিগকে শ্রীরাধিকা অষ্টসখী ও অন্যান্য ব্রজাঙ্গনা সাজাইয়া মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া নৃত্য-গীত-বাদ্যে পর্ব্বপালন করে। রাজপাটের মধ্যে গোবিন্দজীর মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে রাসমণ্ডল নামক রমণীয় স্থান ছিল, সম্প্রতি শোভমান বকুলবৃক্ষাবলী ছেদন ও নির্ম্মূল করিয়া এই স্থানে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের জেল প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

মণিপুরীরা স্বীয় আদি পুরুষ পাখাংবার অনুজ সনামাহিকে দেবাংশ জ্ঞানে তাঁহার পাষাণ-মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকে। রাজপাটের অদূরে দক্ষিণ দিকে সনামাহির মন্দির, মন্দিরের সমীপবর্ত্তী পল্লীর নাম সনামাহি লিকাই।

মণিপুরী ভাষাতে আদিম শব্দের সহিত হিন্দি, বাঙ্গালা ও ব্রহ্ম ভাষার কতিপয় শব্দ মিলিত হইয়া ইহা ইংরেজীর ন্যায় এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ইসিং জল, সিং কাঠ, হি নৌকা, ইয়ুম গৃহ, চেং চাউল, ইত্যাদি আদিম শব্দ আও স্থলে লাও, চলো নিমিত্তার্থে মরম, বঙ্গীয় তূর্ণ স্থলে থুন্, অধুনা স্থলে অহুনা, কোথায় স্থলে কদাই, পান চুণ শব্দের হসন্ত বর্জ্জিত হইয়াছে, গুবাক শব্দের অপভ্রংশ গুয়া স্থলে কোয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। মণিপুরীরা বর্গের প্রথম বর্ণ স্থলে তৃতীয় আর তৃতীয় স্থলে প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করাতে দাদা স্থলে তাদা, বাবা স্থলে পাবা, ও স্থলে বো, কি স্থলে গি, ব্যবহার করে।

নংগি নামিং করি কোয়ে,

তোমার নাম কি কয় বা কহে,

এস্থলে নং তুমি আদিম শব্দসহ হিন্দিবিভক্তিচিহ্ন কি স্থলে গি যোজিত হইয়াছে, নাম স্থলে নামিং, কি স্থলে করি, এবং কহে শব্দের অপভ্রংশ কয় স্থলে কোয়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদিগের ভাষাতে সামান্য সম্বোধন বাহুল্যরূপে প্রচলিত যথা—কমৃদৌ রে কেমন রে, থাংদ্রে বুঝিনাই রে, পিদ্রে দেয় নাই রে, পুরঃ অর্থে আনয়ন কর, বোধ হয় পূর্ণ বা পূরা কর স্থলে, পুরঃ শব্দের ভাবান্তর পরিগৃহীত হইয়াছে। নাগা ও কুকীদিগের কথা মৈতাইদিগের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মণিপুরী ক্ষত্রিয়েরা তাহা বুঝিতে পারে না। মণিপুরী নাগাদিগের কথার সহিত কহিমাস্থ নাগাদিগের কথার অনেক সাদৃশ্য আছে, 'বা' আছে উভয় স্থানেই সমান। হিন্দুস্থানের ভোজপুর অঞ্চলে, পুরবিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বদেশবর্ত্তী হিন্দুস্থানীরা হিন্দি হায় স্থলে বা কহিয়া থাকে, নাগাদিগের বা উচ্চারণে ও অর্থে পুরবিয়াদিগের বা হইতে অণুমাত্রও বিভিন্ন নহে। কুকীদিগের ভাষা নাগাভাষা হইতে স্বতন্ত্র। নাগাদিগের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা পৃথক্ পৃথক্, তবে সামীপ্যহেতু কোন কোন শব্দের সাদৃশ্য থাকা বিচিত্র নহে।

নাগা ও কুকীরা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা স্থির করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। ইহারা যে হিন্দু নহে, তাহা প্রমাণ করিতে হইবে না। বৌদ্ধ নহে, কারণ অহিংসার স্থলে হিংসাই ইহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম; মহম্মদীয় নহে, কারণ সুন্নৎ প্রথা

অভাবে কর্ণবেধ প্রচলিত আছে। ব্যাধি-উপশম-জন্য ইহারা কুক্কুটডিম্ব দ্বারা পূজা করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে বৃহৎ প্রস্তর বা উপলখণ্ডকে দেবতা-জ্ঞানে মদ্যমাংস দ্বারা অর্চ্চনা করে। শৌচাচমনবিহীন মদ্যমাংস বা সর্ব্ব-ভোজী রাক্ষসপ্রকৃতিস্থ নরাকার পশুবুদ্ধিসম্পন্ন পার্ব্বত্য অসভ্য জন্তুদিগকে অনার্য্য ভিন্ন অন্য কোন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না।

মণিপুরীদিগের কোন গতিকে জাতিপাত হইলে কিছুকাল নাগান্ন-ভোজনে আদিমত্ব স্থাপিত করিয়া পুনরায় হিন্দু হইতে পারিবার প্রথা আছে। জাতিভেদ ইহাদিগের মধ্যে অতীব শিথিল। হিন্দু যে কোন সম্প্রদায়ের লোক সদাচারী বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইলেই ক্রমে মৈতাই সমাজভুক্ত হইয়া উপবীত-ধারণে ক্ষত্রিয় হইতে পারে। এই জন্য ক্ষত্রিয় পাকা ও কাঁচা দুই প্রকার। যাহারা বংশ-পরম্পরায় ক্ষত্রিয়, তাহারা পাকা; আর যাহারা আধুনিক, তাহারা কাঁচা ক্ষত্রিয়। শ্লথজাতিভেদ প্রযুক্ত যে যাহার ইচ্ছা কন্যা গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য অনেক দাসকন্যাও রাজমহিষী হইয়াছে এবং অনেক রাজ-কন্যাও দাসবংশ উজ্জ্বল করিয়া অপত্যদিগকে সামান্য লোক হইতে শ্রেষ্ঠ "হেবঙ্গীয়" শব্দের অপভ্রংশ "ইবুঙ্গ" বা মহাশয় আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন।

মণিপুরীরা মৃতদিগের অন্ত্যেষ্টি—খোল করতাল বাজাইয়া চিতার উপরি-ভাগে চন্দ্রাতপ সাজাইয়া অতি সমারোহ-সহকারে করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধেও হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ রীতিপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত আছে। মণিপুরীরা সর্ব্বাংশেই হিন্দু, তবে নবত্ব প্রযুক্ত হিন্দুত্ব কিছু অধিক। ইহারা ভিন্নদেশীয় হিন্দুদিগের জল গ্রহণ করে না; এমন কি, গাত্র স্পর্শ করিতে দেয় না। নিজেরা পবিত্র ও ভিন্ন দেশীয়দিগকে অপবিত্র-অস্পৃশ্য জ্ঞানে সংস্পর্শ সময়ে "ছুকনো" অর্থাৎ ছোও কেন বলিয়া থাকে। ছুকনো শব্দের প্রচলিত অর্থ ছুইও না। আদিম অবস্থা হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এত দূর উন্নতি লাভ করিলেও বিংশ শতাব্দীতে ইহারা বৈদেশিক সভ্যতাপ্রভাবে ভারতীয় অন্যান্য জাতি হইতে কোন অংশে ন্যূন হইবে না, কারণ বঙ্গবাসীর ন্যায় ইহারাও নিতান্তই অনুকরণপ্রিয়।

রাজনীতি ও বিচারপদ্ধতি।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, মণিপুরে ভূমির করপ্রদানপ্রথা না থাকিলেও তৎ পরিবর্ত্তে প্রজাদিগকে মাসিক ১০ দিন অবৈতনিক লালুপ বা বেগার খাটিতে হইত আর উৎপন্ন শস্যের অংশ রাজসরকারে দিতে হইত। রাজস্ব-সংগ্রহপ্রথা না থাকাতে হিসাব পত্র লেখা পড়ারও প্রয়োজন ছিল না। লেখা পড়া সম্যক্ না জানাতে রাজকার্য্যে লিখনপঠন অল্পই ব্যবহৃত ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবের নিকট যে সকল পত্রাদিপ্রেরণে লেখাপড়ার আবশ্যক হইত, তাহা মণিপুরী ভাষায় লিখিত ও মহারাজের অনুমোদিত হইলে কেরানী দ্বারা ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়া মণিপুরী ভাষায় লিখিত মূল সহকারে প্রেরিত হইত। মহারাজের একজনমাত্র বাঙ্গালী কেরানী ছিল। কেরানী বাবু মাসিক ৪০্ টাকা বেতন ও বাৎসরিক খাদ্যোপযোগী ধান পাইত। এত দূরদেশে এই সামান্য বেতনে কেরানী বাবু যে কিরূপ উপযুক্ত লোক ছিল, তাহা অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কেরানী বাবু ভিন্ন বেতনগ্রাহী অন্য কোন লোক মহারাজের কার্য্যকারক ছিল না। যাবতীয় রাজকার্য্যই অবৈতনিক মণিপুরী লোকদিগের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। সাহিত্যের ন্যায় মণিপুরীরা অঙ্কশাস্ত্রেও সম্পূর্ণই অজ্ঞ। ইহারা সূক্ষ্ম রজ্জুতে গ্রন্থি দিয়া অথবা সূক্ষ্ম বেত্র বা বংশশলাকা ক্ষুদ্রাংশে ভগ্ন করিয়া ভগ্নাংশ হইতে ক্রমিক দশ দশটী হিসাবে দশমিক সংখ্যায় গণনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অনেক সময়ে ভূমিতে রেখাপাত করিয়া অথবা শস্যবীজ-যোগে রেখাগণিত ও বীজগণিতের সমস্যা পূরণ এবং হলাকর্ষণে পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বীকার্য্যানুসারে ক্ষেত্র-তত্ত্বের সংজ্ঞা ব্যাখ্যায় সমর্থ।

লেখাপড়া অভাবে রাজনীতিসম্বন্ধে কোনরূপ গ্রন্থ বা নিয়মাবলী ছিল না। বংশপরম্পরা-প্রচলিত রীতি, যাহাকে মণিপুরীরা "চলন" বলিয়া থাকে, তদনুসারে প্রজাবর্গের বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইত। আইন ছিল না।

কিন্তু আদালত দুই চারিটী স্থাপিত ছিল। চারাতগারদ অথবা ফৌজদারী আদালত, তোপগারদ বা হাইকোর্ট, তাহার পর মহারাজের প্রিভিকাউন্সেল। তোপ রাখিবার ঘরে প্রধানতম বিচারালয় স্থাপিত হওয়াতে উহার নাম তোপ-গারদ হইয়াছিল। আইনশূন্য আদালতের সংখ্যা অল্প হইলেও বিচারকের সংখ্যা কম ছিল না। চারাত ও তোপ-গারদ নামক দেওয়ানী আদালতের প্রধান অধ্যক্ষ যুবরাজ। যুবরাজের অধীন ও অধস্তক্রমে আঙ্গামনিংথৌ, ওয়াঙখাইরাকপা, লোয়াংনিংথৌ, মৈরাংনিংথৌ, খুরাইরাক্পা, খোওয়াইরাক্পা, ইয়াস্কুললাক্পা, মন্ত্রী, পুথ্রবা, নোংথোনবা, লাইফাম্লাক্পা, খাচংলাক্পা, আহালুপ্লাক্পা, নাহারুপ্লাক্পা, দেওয়ান, সংলেন্লাক্পা, কাইরুংবা অহেল, সেলুং বা অহেল, পানাহাজারি, রাজখাওয়া ইহারাই প্রধান কার্য্যকারক। সৈনিকবিভাগে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি, জর্ণেল, কর্ণেল, মেজর, পয়লা, সাজর, সুবেদার, জমাদার, হাওলদার, আমলদার, বহুসংখ্যক ছিল। পদাতিকদিগের প্রধান ব্যক্তিকে লালুপচিংবা বলিত। ইহারা প্রত্যেক পল্লীতেই এক এক জন নিযুক্ত ছিল। কোন্ সময়ে কাহার কি কি কর্ত্তব্য তাহাই বিধান করা লালুপচিংবার কার্য্য। মণিপুরী ভাষায় নিংথৌ শব্দে রাজাকে বুঝায়। কুকী ও নাগাদিগের মধ্যেও চাসাত নিংথৌ, মোনবি নিংথৌ, সংগাং নিংথৌ ইত্যাদি নিংথৌদিগের উপরে শ্রীযুত অর্থাৎ মহারাজ।

মণিপুরের রাজকার্য্যকারকেরা কেহই বেতন পাইত না বরং পদ গ্রহণ সময়ে নির্দ্দিষ্ট প্রণামী দিতে হইত। কোন অর্থী-প্রত্যর্থী হইতে ছলে-বলে-কৌশলে যে যাহা পারিত আদায় করিয়া লইত। এইরূপে যে ব্যক্তি যে কোন উপায়ে যাহা কিছু হস্তগত করিত, তাহার খোজ খবর ছিল না। এ দিকে খাজনা না থাকিলেও বাজনা ছিল। মনুষ্যের জন্ম মৃত্যু বিবাহ সময়ে নির্দ্দিষ্ট রাজকর ভিন্ন পর্ব্বোপলক্ষে মাগন বা চাঁদা আদায় করা হইত। গোরু মরিলেও কিছু কিছু সংগ্রহ হইত, মণিপুরী ঘোটক বিক্রয়ের উপর এক মোহর বা তম্মূল্য ২২ টাকা শুল্ক আদায় হইত; স্ত্রীলোক, গাভী, চাউল, এই তিন দ্রব্য ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার রপ্তানী ও আমদানী দ্রব্যের উপর নির্দ্দিষ্ট মাশুল আদায় হইত। গবর্ণমেন্টপ্রদত্ত তামুর পারিতোষিক বাৎসরিক

৩০০০৲ টাকা। কাছাড়, কহিমা ও তামু পর্য্যন্ত ডাকবহনের ভার রাজসরকারের প্রতি অর্পিত থাকাতে মাসিক প্রায় ৭০০৲ টাকা আয় হইত। জলকর বাৎসরিক প্রায় ৭০০০৲ টাকা আয় ছিল। হস্তিদন্ত, মোম, রবর প্রভৃতি বিক্রয়ে লাভ হইত। গবর্ণমেণ্টের ব্রহ্ম ও লুশাই উপপ্লব কার্য্যে নাগাকুলী সরবরাহ করাতে গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত কুলীদিগের বেতনের অর্দ্ধাংশ রাজসরকারে জমা হইত, তদ্ভিন্ন দূরবর্ত্তী কুকী ও নাগা প্রজারা প্রতিঘরে দুই এক টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দেওয়াতে বিস্তর আয় হইত। শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলে যে ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতেও আয় অল্প হইত না, সর্ব্ব মোট লক্ষাধিক টাকা আয় ছিল, কিন্তু হিসাব কিতাব না থাকাতে মহারাজ ইহার অল্পই পাইতেন। ইহার আর এক কারণ এই রাজভ্রাতা ও মন্ত্রিবর্গের মধ্যে যখন যাহার হস্তে যে কোন টাকা পড়িত, তিনি তাহা প্রায় সমস্তই আত্মসাৎ করিয়া বসিতেন। সুনিয়ম অভাবে রাজত্বের সকল কার্য্যই বিশৃঙ্খল ছিল।

মণিপুরীদিগের চারাত ও তোপগারদে রাজকুমার ও মন্ত্রিবর্গের উপবেশনের নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল, সামান্য মাদুরের উপর লালবনাতের একখানি চাদর পাতিয়া এক একটী ক্ষুদ্র তাকিয়া অবলম্বনে রাজকুমারেরা বসিতেন, আর প্রধানেরা ঐরূপ আসন নিজ নিজ বাটী হইতে বহিয়া আনিয়া উপবেশন করিত। তদ্ভিন্ন অর্থীপ্রত্যর্থী ও প্রজাবর্গের কাহারও আসনে বসিবার প্রথা ছিল না, সকলেই ভূমিতে বসিয়া করযোড়ে থাকিত। রাজকুমারদিগকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থানপ্রথার পরিবর্ত্তে মণিপুরীরা হাঁটু গাড়িয়া মাটীতে বসিত এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিত। বিচার সময়ে উকিল মোক্তারের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ব্যবসায়ী উকীল মোক্তার না থাকিলেও অর্থীপ্রত্যর্থীর পক্ষে মুখপাত্র অনেকে উপস্থিত হইত, সকল সময়ে ন্যায়সঙ্গত বিচার হইত না; বিচারশেষে দণ্ডাজ্ঞা অর্থদণ্ডই অধিক হইত, কারণ বিচারকেরা সকলেই অর্থের জন্য লালায়িত ছিলেন। অর্থ অভাবে দণ্ডিতদিগকে রাজার জেলখানাতে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত। কয়েদীরা নিজ নিজ বাটী হইতে খাদ্যসামগ্রী আনিয়া আহার করিত। নিকটবর্ত্তী পল্লীনিবাসী কয়েদীরা গৃহে যাতায়াত করিয়া আহার করিতে পারিত, অনেকে নিজ গৃহেও রাত্রিবাস করিত, অনেকে স্ত্রীসহকারে জেলখানাতেই রাত্রিবাস করিতে

পারিত, এইরূপ অল্পকাল হইতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ সময়ে কোন প্রকারে কিছু টাকা দিতে পারিলে, মহারাজের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারেও অনেক কয়েদী কারামুক্ত হইত। অতি গর্হিত অপরাধ ভিন্ন প্রাণদণ্ড হইত না; প্রাণদণ্ডে গবর্ণমেণ্টের স্পষ্ট অনুমতি না হইলেও অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল, সুতরাং ইহা অতি অল্পই হইত এবং হইলেও নিতান্ত গোপনে সাধিত হইত। প্রাণদণ্ডে ফাঁসী দিবার নিয়ম ছিল না; লামি অর্থাৎ ঘাতুকেরা দাত্রাঘাতে হনন করিত। গর্হিত অপরাধীর নির্ব্বাসন বা কালাপানীপ্রথাও ছিল। মণিপুরের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ হ্রদের মধ্যে যে সকল দ্বীপবৎ ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, তথায় কয়েদীদিগকে কিছুদিনের খদ্য সামগ্রী দিয়া ফেলিয়া আসিত, তাহাদিগের অবস্থানের জন্য সামান্য পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইত। খাদ্য সামগ্রী শেষ হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনরায় তাহা পৌছাইয়া দিত। কয়েদীরা টাকা দিতে পারিলে কালাপানী হইতেও মুক্ত হইতে পারিত। কয়েদীদিগের অপরাধের গুরুত্বানুসারে কাহারও উভয় পদে শৃঙ্খল, কাহারও বা এক পদে একটী লৌহবলয় পরাইয়া দিত এবং অনেকে শৃঙ্খলশূন্যও থাকিত। ব্যভিচার অধিক হইলেও ব্যভিচারিণীদিগকে দণ্ডিত করিবার প্রথা ছিল; উহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া গালে চূণ কালী মাথাইয়া ক্ষুদ্র মলিন বস্ত্রখণ্ড পরাইয়া হাটের মধ্যে বাঁশের উচ্চ বেদী প্রস্তুত করিয়া তদুপরি দণ্ডায়মান করিত, আর চতুর্দ্দিকে দর্শকেরা করতালী দিতে থাকিত; ইহাই তাহাদের বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত বিধান।

রাজবংশাবলী।

বভ্রুবাহনের জন্ম হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মণিপুরের রাজবংশাবলী এত অধিক যে, এ গ্রন্থে তাহার সমগ্র নামাবলী সন্নিবেশিত করা পণ্ডশ্রম মাত্র। মণিপুরের রাজবংশাবলীর বিবরণ, যাহা পুরুষানুক্রমে নৃপপরম্পরা-লিপিবদ্ধ হইয়া রাজপাটে ও প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের গৃহে রক্ষিত হইয়াছিল, তদনুসারে মোংইয়াম্বার রাজত্ব সময়ে সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজ জাতির সহিত

মণিপুরীদিগের পরিচয় হয়। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ইষ্টইণ্ডিয়ান কোম্পানির সহিত সন্ধিসূত্রে মণিপুর মিত্ররাজ্যরূপে পরিগণিত হওয়াতেই মণিপুরীরা আপনাদিগকে মিত্রবাক্ বলিয়া পরিচয় দেওয়া সম্ভব। ইহাদিগের সাধারণ নাম মৈতাই মিত্র শব্দের অপভ্রংশ মিতা শব্দ হইতে উৎপন্ন হওয়াও বিচিত্র নহে। বিখ্যাত পাম্‌হাইবা, মোংইয়াম্বার পুত্র কি না প্রকাশ নাই, কিন্তু ইনি উত্তরাধিকারীরূপে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দক্ষতার সহিত প্রতিবাসী আততায়ী ব্রহ্মাদিগকে ক্রমান্বয়ে নিরস্ত ও পরাস্ত করত ক্রমে ৪০ বৎসর অবাধে রাজত্ব করেন। পাম্‌হাইবা স্বীয় অবিবেক রাজ্যলোলুপ জ্যেষ্ঠ পুত্র অগতশাহ কর্তৃক ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নিহত হয়েন। পাম্‌হাইবার অন্যতর নাম গর্ব্বিওয়াজ অথবা গরীবনেওয়াজ। বোধ হয়, এই যাবনিক নাম ভারতের তদানীন্তন মুসলমান সম্রাটের প্রদত্ত হইবে এবং তজ্জন্যই তৎপুত্রদিগের নামের অন্তে শাহ পদবী যোজিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। পিতৃহন্তা অগতশাহ অচিরেই রাজভক্ত প্রজাবর্গের প্রকোপপ্রভাবে রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হওয়াতে তদনুজ ভরতশাহ সর্ব্ববাদিসম্মত রাজা হইয়াছিলেন। অতি অল্পকাল রাজত্বের পরেই ইঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুশান্ রাজা হয়েন, গুরুশানের রাজত্ব সময়ে ১৭৫৫ হইতে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশীয় আততায়ীদিগের বিখ্যাত নেতা আলম্‌পোড়ার দ্বারা মণিপুর পুনঃপুনঃ আক্রমিত হয়। নির্ব্বাসিত অগতশাহ রাজ্যমধ্যে বিপ্লব উপস্থিত দর্শনে উৎসাহিত হইয়া রাজ্যলালসায় ইংরেজদিগের সহিত মিলিত হন। এ দিকে মহারাজের ভ্রাতা জয়সিংহ, যাঁহার অন্যতর নাম ভাগ্যচন্দ্র, সুযোগ বুঝিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন; কিন্তু ইনিও ব্রহ্মার উপদ্রবে রাজ্যচ্যুত হয়েন। বহু বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, অগত্যা আনুগত্য স্বীকারে ব্রহ্মরাজ হইতে মণিপুর ভিক্ষাপ্রাপ্তে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করেন। জয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার আট পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বরিচন্দ্র রাজা হইয়া অনুজ মধুজিৎ কর্তৃক নিহত হয়েন। মধুজিৎ রাজা হইয়াও অল্পকালমধ্যে নিহত হইলে চৌরজিৎ বা সুরজিৎ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। মধুজিতের অনুজ মারজিৎ স্বয়ং রাজ্যলোভে সুরজিতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাতে পরাজিত হইয়া ব্রহ্মদেশে পলায়ন করেন। তথায় ব্রহ্মরাজের

শরণাগত হওয়াতে তিনি মধ্যস্থ হইয়া ভ্রাতৃবিরোধ মীমাংসা করিয়া দেন। উভয় ভ্রাতার মধ্যে অল্পকাল বাহ্যিক সৌহৃদ্য লক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু অস্থভরি ও অস্থিরপঞ্চক মারজিৎ রাজ্যলোভে পুনরায় ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিয়া বহু অপচয়সহ পরাজিত হইয়া অল্পসংখ্যক সৈন্য-সমভিব্যাহারে ব্রহ্মার রাজধানী আভানগরে পলায়ন করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রহ্মরাজের শরণাপন্ন থাকিয়া ক্রমে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং তৎসাহায্যে মণিপুর আক্রমণে চৌরজিৎকে রাজ্যচ্যুত ও বিদূরিত করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়া ৭ বৎসর দক্ষতার সহিত রাজত্ব করেন। মারজিৎ বারংবার উপকৃত হইলেও ব্রহ্মরাজের নিকট আনুগত্য স্বীকার অসহ্য বোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মিত্রতার পরিবর্ত্তে শত্রুতা ঘটিয়া উঠিল, উভয় পক্ষের যুদ্ধারম্ভে মারজিৎ বহু কষ্টেও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পলায়নপূর্ব্বক কাছাড়ে স্বীয় অগ্রজ স্বরজিৎ ও অনুজ নরজিৎ, গম্ভীর সিংহ প্রভৃতি ভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হয়েন। এই সময়ে ব্রহ্মারা কাছাড় পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, তদানীন্তন স্বীয় শেষ সীমা-রক্ষায় ব্যস্ত হইয়া গম্ভীর সিংহের সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করেন। গম্ভীর সিংহ বহু সৈন্যের নায়ক হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ব্রহ্মাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে করিতে মণিপুর-রাজ্যের সীমা হইতে বিদূরিত করিয়া দেন। তিনি বাহুবলে রাজ্য উদ্ধার করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়া ৮ বৎসর কাল নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করেন। গম্ভীর সিংহ শীর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনন্যপ্রতাপ-ভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী সঞ্জোকরাজ ও কহিমার আঙ্গামী নাগারা নিয়তই ভীত ও সশঙ্কিত ছিল। গম্ভীর সিংহ, আঙ্গামী নাগাদিগকে পরাস্ত করিয়া, কহিমা পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য-বিস্তার করেন এবং ঐ স্থানে স্বয়ং গমন করিয়া ১৭৫৪ শকাব্দার মাঘ মাসে এক বৃহৎ প্রস্তর-ফলকে দণ্ডায়মান হইয়া তদুপরি যে পদচিহ্ন স্থাপন করেন, তাহা অদ্যাপি কহিমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার অল্পকাল পরেই গম্ভীর সিংহের মৃত্যু হওয়াতে তৎপুত্র, ২ বৎসর মাত্রবয়স্ক কুমার চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। গম্ভীর সিংহের সহোদর নরজিৎ সিংহ এই সময়ে সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের মাতার চরিত্রদোষ দর্শনে অভিভাবকের ন্যায় শাসন করাতে রাণী তাঁহার শত্রু হইয়া উঠেন। একদা গোবিন্দ-

জীর পরিক্রম সময়ে রাণীর প্ররোচনায় কোন ব্যক্তি নরজিৎ সিংহকে হত্যা করিতে মনঃস্থ করিয়া তরবারি আঘাত করে, ভাগ্যক্রমে আঘাত সাংঘাতিক না হওয়াতে নরজিৎ আহত হইয়াও রক্ষা পাইলেন। এ দিকে রাণীর ষড়যন্ত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়াতে তিনি ভীত হইয়া কুমার চন্দ্রকীর্ত্তি সহকারে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ে পলায়ন করেন, সুতরাং নরজিৎ স্বয়ং রাজা হয়েন। ৭ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তদনুজ দেবেন্দ্র সিংহ মণিপুরের রাজা হইয়া ছিলেন।

এ দিকে কুমার চন্দ্রকীর্ত্তি, বয়োবৃদ্ধি সহকারে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পৈতৃক রাজ্য বাহুবলে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ সময়ে কাছাড়স্থ ব্রিটিশ প্রতিনিধি ভবিষ্যৎ বিগ্রহ পরিহার মানসে চন্দ্রকীর্ত্তি ও তাঁহার মাতাকে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য ধৃত করেন, কিন্তু চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ উৎকোচবলে প্রহরী-দিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া মণিপুরে প্রস্থান করেন। ক্রমে তাঁহার পক্ষে বহু প্রজা মিলিত হইতে আরম্ভ হইল, তদ্দর্শনে দেবেন্দ্র সিংহ হীনবল হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া কাছাড়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দেবেন্দ্র সিংহ ও অন্যান্য রাজকুমারেরা তাঁহার বিরুদ্ধে বারংবার অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ খুল্লতাত দেবেন্দ্র সিংহকে মণিপুর হইতে বিদূরিত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যুবরাজ এবং তদনুজকে সেনাপতিপদে বরণ করেন। এইরূপে চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়া ৩৬ বৎসর রাজত্বের পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। ইনি লুসাই ও ব্রহ্ম বিপ্লবের সময়ে সৈন্য, খাদ্য ও কুলি দ্বারা ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ে নাগা পর্ব্বতাবলীর শেষ সীমা দয়াং ও ধনসরী নদীর মধ্যবর্ত্তী বন পর্য্যন্ত মণিপুরের শেষ সীমা ছিল। আঙ্গামী নাগারা সময়ে সময়ে আসামের প্রান্তবর্ত্তী চা-কর ও প্রজাবর্গের প্রতি উৎপীড়ন করাতে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সামুগুটিং নামক নাগা-পর্ব্বতোপরি স্বীয় অধিকার স্থাপন করেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া কহিমা নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে খুনুমার নাগারা পলিটিকেল্ এজেণ্ট ডেম্যাণ্ট সাহেবকে হত্যা করে এবং কহিমাস্থ ক্ষুদ্র

কিল্লাস্থিত ব্রিটিশ কার্য্যকারক সিপাহি ও প্রজাদিগকে আক্রমণ করে। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ, মণিপুরের পলিটিকেল্ এজেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বীয় পুত্র সুরচন্দ্র সিংহ যুবরাজ ও টেকেন্দ্রজিৎ বীরসিংহ সহকারে ২০০০ দুই সহস্র মণিপুরী সৈন্য প্রেরণ করিয়া আটজন ব্রিটিশ কার্য্যকারক ও ৫৩৮ জন প্রজার প্রাণরক্ষা করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রীত হইয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহকে সি, এস্, আই, উপাধি প্রদান করেন। চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ রাজকার্য্যে অতি বিচক্ষণ ছিলেন। শিল্প, সঙ্গীত ও কৃষি বিষয়ে উহাঁর বিলক্ষণ উৎসাহ ছিল; কিন্তু নিজে বিদ্যাবান্ ছিলেন না, সুতরাং স্বীয় পুত্র ও প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা-সম্বন্ধে কোনরূপ সদুপায় অবলম্বন করেন নাই। ইহাঁর ১১ জন মহিষী ছিলেন, তাঁহাদিগের গর্ভে সুরচন্দ্র, কুলচন্দ্র, ঝলকীর্ত্তি, টেকেন্দ্রজিৎ, থাম্বোসিংহ, পাকাসিংহ, আঙ্গোসিংহ, গান্ধারসিংহ, গোপালসেনা এবং জিলাকুম্বা (যাঁহার অন্যতর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ) এই দশ পুত্র ও নয়টী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। ঝলকীর্ত্তি ও গান্ধার-সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তে বিবাহের পর মৃত্যু হইয়াছে। নিম্নে অবশিষ্ট আট পুত্রের নাম, বয়স, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণের সংখ্যা প্রদত্ত হইল। ইহাঁরা স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর ক্রমে মহারাজ, যুবরাজ, সেনাপতি, সামুহাঞ্জোবা (হস্তিতত্ত্বাব-ধায়ক) সাগোলহাঞ্জোবা (অশ্বতত্ত্বাবধায়ক) দুলারহাঞ্জোবা (চতুর্দ্দোলতত্ত্বাব-ধায়ক) প্রভৃতি পদ প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বকনিষ্ঠ ২জন অপ্রাপ্তবয়স্ক বিধায় কোন রাজপদে বৃত হয়েন নাই।

নাম	বয়স	স্ত্রী	পুত্র	কন্যা
সুরচন্দ্রসিংহ	৪১	৯	১	৪
কুলধ্বজসিংহ	৩৮	৭	১	২
টেকেন্দ্রজিৎবীরসিংহ	৩৫	৭	৫	১
থাম্বোসিংহ	৩২	৪	২	১
পাকাসিংহ	২৮	২	০	১
আঙ্গোসিংহ	২৭	১০	১	০
গোপালসেনা	২১	৩	০	০
জিলাকুম্বা	১৭	২	০	০

মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তিসিংহ ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুক্ সহ কাছাড়ে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। সন্দর্শনের পর মণিপুরে প্রত্যাগমন করিয়া নবপ্রসূত শেষ পুত্রকে (জিলা হইতে প্রত্যাগত হইয়া দর্শন করেন এজন্য) জিলাকুম্বা নামে অভিহিত করেন। কাছাড়কে মণিপুরীরা জিলা বলিয়া থাকে।

রাজপাট ও রেসেডেন্সি।

মণিপুরীরা রাজবাটীকে "কম্বুং" বা পাট কহে। পাঠক! পাটের যে চিত্র দর্শন করিতেছেন, ইহা কম্পাসের মাপ অনুসারে অঙ্কিত হয় নাই। পাট, দীর্ঘ প্রস্থে প্রায় সমান; ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কত হাত দীর্ঘ, তাহা অবগত নহি; কিন্তু উভয় প্রান্তস্থিত মনুষ্য, পরস্পর দেখিতে পাইলেও চিনিতে পারে না, সুতরাং ইহার আনুমানিক দৈর্ঘ্য অর্দ্ধ মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক হওয়া সম্ভব। চতুর্দ্দিকে বিংশতিহস্ত-পরিমিত পরিসর ও প্রায় দশহস্ত গভীর দীর্ঘিকা, তাহার চতুর্দ্দিকে প্রায় পঞ্চবিংশতি-হস্ত-পরিসর রাজবর্ত্ম। দীর্ঘিকার পরেই ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। চারিদিকে চারিটী প্রবেশদ্বার আছে; তন্মধ্যে পশ্চিম দিক্স্থ প্রধান দ্বারের নাম সেনাথোং। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরা এই কাষ্ঠনির্ম্মিত টীনের আবরণযুক্ত ত্রিতল সুন্দর সেনাথোং ভগ্ন করিয়া ইহার ইষ্টকময় ভিত্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে। পাটের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে দক্ষিণ প্রবাহিণী নদীর নাম ইয়ুম্ফাল্, ইহার জল অতি নির্ম্মল। পুরীর মধ্য দিয়া ইয়ুম্ফাল চক্রাকারে প্রবাহিত হওয়াতে স্থানে স্থানে রাজপুরাঙ্গনারা নদীতে স্নানাবগাহন করিতে পারেন। মহারাজের প্রাসাদ উচ্চস্থানে প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। বহুকাল পূর্ব্বে একবার ভয়ানক ভূমিকম্পে গোবিন্দজীর মন্দির ভগ্ন হইয়া পড়াতে অভ্যন্তরস্থ বিগ্রহের অঙ্গভঙ্গ হয়; তদবধি রাজপুরীর কোন গৃহই সম্পূর্ণ ইষ্টকনির্ম্মিত হইত না। প্রাচীর ইষ্টকনির্ম্মিত হইলেও ছাদ টীনের প্রস্তুত হইত। মহারাজের বাসগৃহের সম্মুখে বৈঠকখানার মধ্যে তোপ রাখা হইত। ইহার উভয় পার্শ্বে রাজপরিবার দিগের

অবস্থানের জন্য টীনের ও খড়ের ছাউনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি ঘর ছিল। ইহার চতুর্দ্দিক্ ইষ্টকনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ছিল। দক্ষিণ দিকে গোবিন্দজীর পূর্ব্বদ্বারী মন্দির ও সম্মুখে বৃহৎ মণ্ডপ আছে। মন্দিরের অদূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অস্ত্রাগার বা মেগ্‌জিন্ ছিল। সম্প্রতি ঐ স্থানে গবর্ণমেণ্টের কারাগার প্রস্তুত হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে পশ্চিমে রাসলীলার রাসমণ্ডল নামক বকুলবৃক্ষাবলী-শোভিত বেদিকা ছিল। ইহার অল্প উত্তরে এবং রাজপুরীর সম্মুখে পশ্চিমদিকে তোপগারদ নামক প্রধান বিচারালয় ছিল। তোপগারদের পশ্চিমবর্ত্তী দ্বার পার হইলেই যে দ্বিতল গৃহ দৃষ্ট হইবে, তাহার অধস্তলে মহারাজের ব্যাণ্ড্ বাদ্যযন্ত্রালয় এবং ঊর্দ্ধতলে সাহেবদিগের সহিত দরবার করিবার দিব্য সজ্জিত দরবারগৃহ আছে। দরবারগৃহের উত্তরে পাখাংবার বাটী, ইহার সম্মুখে পশ্চিম দিকে যে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত দুইটী বৃহৎ সিংহমূর্ত্তি পরস্পর ১০।১২ হস্ত ব্যবধানে অবস্থিত ছিল, তথায় গত ২৪ শে মার্চ্চ রাত্রিযোগে সাহেবদিগকে হত্যা করা হয়। সম্প্রতি ইষ্টক-সিংহদ্বয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করত বারুদ পূরিয়া অগ্নিপ্রদানে ধ্বংস করা হইয়াছে। এই স্থানের সম্মুখবর্ত্তী উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ প্রশস্ত পথে কিঞ্চিৎ উত্তর মুখে গমন করিলে যে দ্বার পার হইতে হয়, তাহার সম্মুখে ক্ষুদ্র প্রান্তরের পরেই যুবরাজের বাটী। বাটীর মধ্যে খড়ের ছাউনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ২০।২৫ খানি ঘর ছিল, মধ্যস্থলে বৃন্দাবনচন্দ্রের পাকা মন্দির এবং সম্মুখে টীনের বৃহৎ মণ্ডপ। যুবরাজের বাটীর সংলগ্ন উত্তরে সেনাপতির বাসস্থান এবং তদুত্তরে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ জিলাকুম্বা অবস্থান করিত। এই বাটীত্রয়ের সম্মুখে প্রশস্ত পথ মণিপুর হইতে কহিমা সড়কের সহিত মিলিত হইয়াছে। পাটের মধ্যে ন্যূনাধিক দুইশত বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গৃহ ছিল। দরবারগৃহের সম্মুখ-বর্ত্তী প্রশস্ত পথ পশ্চিমাভিমুখে রাজপুরী ও হাট পার হইয়া কাছাড় সড়কে মিলিত হইয়াছে। সেনাথোং নামক পশ্চিমস্থ প্রধান দ্বারের অল্প পূর্ব্বদিকে আর একটী দ্বার পার হইলে সৈন্তদিগের কার্য্য-বিভাগের বিজয়াগারদ নামক বৃহৎ টীনের ঘর। সম্প্রতি এই ঘরে গবর্ণমেণ্টের কমিসেরিয়েটের রসদগুদাম হইয়াছে। অন্তঃপুরের পূর্ব্বদিকে ইয়ুমৃফাল নদীর উপরে একটী সুন্দর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতু আছে; এই সেতু পার হইয়া পূর্ব্বমুখে অল্প গমন করিলেই

পাটের পূর্ব্বদ্বার পাওয়া যায়। মহারাজের বাসগৃহের পশ্চাদ্‌ভাগে একখানি টীনের ঘরে অনেক গোলা গুলি রাখা হইত। গত ২৬শে এপ্রিল রাজপক্ষ, ব্রিটীশভয়ে পলাইয়া চাসাদ অঞ্চলে যাওয়াতে রাত্রিযোগে মণিপুরীদিগের মশাল জ্বালিয়া প্রাসাদ লুণ্ঠন কালে অনবধানতা বশতঃ অকস্মাৎ ঐ গৃহস্থিত বারুদে আগুন লাগিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত ঘরগুলি ভস্মীভূত হইয়া যায়। তজ্জন্যই সম্প্রতি রাজগৃহের চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই। তদ্ভিন্ন ইংরেজ কর্ম্মচারীরা ক্রমে অধিকাংশ জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য গৃহ সকল ভগ্ন করিয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়াছেন। পাট প্রকৃতপক্ষে লণ্ডভণ্ড হইয়াছে। গোবিন্দজীর মন্দির সম্প্রতি রমগুদাম হইয়াছে। সম্মুখস্থ মণ্ডপে কোর্ট অব্‌ স্পেসিয়াল কমিসন্‌ নামক বিচারালয়ে মহারাজ, যুবরাজ ও সেনাপতি প্রভৃতির বিচার হইয়াছিল। মহারাজের মেগ্‌জিন বা অস্ত্রালয়ে জেলখানা হওয়াতে, মহারাজ কুলচন্দ্র সিংহকে তথায় রাখা হইয়াছিল। রাজপক্ষের জেলখানায় গবর্ণমেণ্টের গোশালা হইয়াছে। অন্তঃপুরের রন্ধনালয়ে টেলিগ্রাফের আপিস হইয়াছে। পাখাংবার বাটীতে চিপ্‌পলিটিকেল্‌ এজেণ্ট্‌ বাস ও আপিস করিতেছেন। অশ্বশালায় সম্প্রতি তোপখানার খচ্চরশালা হইয়াছে। যুবরাজ ও সেনাপতির বাটীতে ৪৩ পল্‌টনের গারদ হইয়াছে। যুবরাজ টেকেন্দ্রজিৎ এই গারদে হস্তপদে নিগড় ও কটিতে রজ্জুবদ্ধাবস্থায় ছিলেন। পাটের উত্তর-পশ্চিম কোণস্থিত মিঙ্গুথোং নামক সেতুর সমীপবর্ত্তী পল্লীতে ২ নং গোরখা পল্‌টনের গারদ ছিল। সেনাপতি আঙ্গোসিংহ ইহাতে আবদ্ধ ছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ জিলাঙ্গম্বা পাটের মধ্যে নজরবন্দী অবস্থায় আছেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া ইঁহার প্রতি দোষারোপ, বিচার বা দণ্ডবিধান করা হয় নাই। পাটের উত্তর-পশ্চিম কোণস্থিত ভগ্ন প্রাচীরপথে ২৪শে মার্চ্চ প্রত্যূষে ব্রিটিশসৈন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ক্রমিক বিন্দু চিহ্ন দ্বারা ঐ পথ প্রদর্শিত হইল।

পাটের সম্মুখে পশ্চিমদিকে ক্ষুদ্র প্রান্তরে বড় হাটের স্থান। হাট এখনও বসিয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর লোকারণ্য হয় না। নবাগত ব্যক্তিরা বর্ত্তমান ভাঙ্গা হাট দেখিয়াই অবাক্‌ হইতেছেন। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বপ্রকার খাদ্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য সাজাইয়া সারি সারি বসিয়া বিক্রয় করে। ক্রেতারা

সময় পাইয়া কেহ বলে, কেহ ছলে, অনেকেই ভুলিয়া এক টাকার মালে চৌদ্দ আনা, আর অনেক স্থলে বার আনার দ্রব্যটীকে পাঁচ সিকা দিয়া বিদায় হয়।

কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষুদ্র কাংস্য খণ্ডের নাম শেল। শেল মণিপুরের একমাত্র মুদ্রা। টাকাতে চারিশত শেল, সুতরাং এক পয়সায় ৬টী শেল পাওয়া যাইত। ২।৩ পয়সার সামগ্রী হইলেই সামান্য লোকের দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। গবর্ণমেন্টের টাকা, আধুলি, সিকি, দু-আনি প্রভৃতি রৌপ্য মুদ্রা সকলই চলিত ছিল, কেবল তাম্রমুদ্রা (পয়সা) এতদিন প্রচলিত ছিল না, সম্প্রতি চলিতেছে।

হাটের সংলগ্ন পশ্চিম-দক্ষিণ কোণস্থিত ক্ষুদ্র প্রান্তরে "পলো" খেলিবার স্থান। এক ইঞ্চ পরিমিত স্থূল পাঁচফুট দীর্ঘ বেত্রযষ্টির এক প্রান্তে ঐরূপ স্থূল একফুট দীর্ঘ রুলের মত সুগোল কাষ্ঠখণ্ড, আঁক্‌সির ন্যায় ঈষৎ বক্রভাবে আবদ্ধ করিয়া অশ্বারোহণে বৃহৎ বাঁশের মূল দ্বারা বলসদৃশ গোলক বা অণ্ডকে আঘাত করিয়া খেলিবার নাম ইংরেজী ভাষায় "পলো"। মণিপুরীরা ইহাকে 'কাংজী' খেলা বলিয়া থাকে। হাট ও কাংজী-ক্রীড়া ভূমির দক্ষিণে রেসিডেন্সি; ইহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র দীর্ঘিকা ও মাটির তিন হাত উচ্চ প্রাচীর, এবং তদুপরি খড়ের ক্ষুদ্র চাল, মধ্যস্থলে রেসিডেন্সি-বাংলায় ব্রিটিশ প্রতিনিধি পলিটিকেল্ এজেণ্ট বাস করিতেন। বাংলার দক্ষিণে আস্তাবল, বাবুর্চিখানা, মুর্‌গি খানা ও ভৃত্যাদির ঘর। বাংলার সম্মুখে পূর্ব্বদিকে ভূতপূর্ব্ব পলিটিকেল্ এজেণ্ট কর্ণেল জনষ্টোন সাহেবের অর্থসাহায্যে স্থাপিত ইংরেজি-বঙ্গ-বিদ্যালয়গৃহ। তৎপার্শ্বে উত্তরদিকে রেসিডেন্সি হস্‌পিটাল, তাহার অদূরেই প্রবেশদ্বার। প্রবেশদ্বার একখানি দ্বিতল গৃহের মধ্যে ছিল; গৃহের নিম্নতল ইষ্টকনির্ম্মিত। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে ট্রেজরি, উত্তর প্রকোষ্ঠে প্রহরী-দিগের স্থান, উপরে তক্তার ছাদ, তদুপরি খড়ের চাল। এই উর্দ্ধ-তলের দক্ষিণদিকে অর্থাৎ ট্রেজরির উপরিভাগে পলিটিকেল্ এজেণ্টের আপিস। উত্তরদিকে অর্থাৎ ট্রেজরিগার্ড প্রকোষ্ঠের উপরে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ্ আফিস ছিল। ইহার উত্তরে রেসিডেন্সি গারদের উপরে ৬০ জন সিপাহি ও একজন নেটিব আফিসরের বাটী ছিল। রেসিডেন্সির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে পলিটিকেল্ এজেণ্টের কেরানী, ডাক্তার ও পোষ্ট-মাষ্টারের বাসা

ছিল। রেসিডেন্সির পশ্চাৎভাগে পশ্চিমে নাগা ও মুসলমান চাপ্রাসী প্রভৃতি রেসিডেন্সির লোক বাস করিত। রেসিডেন্সির মধ্যে স্থানে স্থানে ৩।৪টী পুষ্করিণী ছিল, ইহার একটী অন্যগুলি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ ও নির্ম্মল জলে পূর্ণ ছিল, সহস্রাধিক বন্য হংস এই পুষ্করিণীতে পলিটিকেল্ এজেন্টের রক্ষণাবেক্ষণে পালিত হইতেছিল। রেসিডেন্সির সম্মুখবর্ত্তী দীর্ঘিকায় বর্ষার সময়ে শ্বেত ও রক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিত। রেসিডেন্সির মধ্যে দেশী ও বিলাতী ফুল ও ফলের গাছ অনেক ছিল, ফলতঃ স্থানটী অতিরমণীয় ছিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল সাহেবদের মণিপুরে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাদের কবর রেসিডেন্সির মধ্যে ছিল। ২৪শে মার্চ্চ যুদ্ধের রজনীতে মৃতাবশিষ্ট ব্রিটিশ সৈন্য ও সাহেবেরা গ্রিমউড্ সাহেবের মেমকে সঙ্গে লইয়া কাছাড় প্রস্থান করিবার পর মণিপুরীরা জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া রেসিডেন্সির ট্রেজরি হইতে নগদ ১,৬০,০০০ এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকা ও ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের নোট ও ষ্ট্যাম্প, বাংলাস্থিত সমস্ত মাল, আসবাব, হাতিয়ার, বন্দুক, ঘোড়া, গরু প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া ঘরগুলি জ্বালাইয়া দেয়। সাহেবেরা কবরের মধ্যে মৃতদিগের সহিত টাকা প্রোথিত করিয়া দেয় ভাবিয়া অর্থলোলুপ মণিপুরীরা পরদিন কবরগুলি পর্য্যন্ত খনন করিয়াছিল।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মণিপুরের সম্বন্ধ ও সন্ধি।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ পামহাইবার সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার নিয়মাবলী রাজপক্ষ ও ইংরেজপক্ষ কর্ত্তৃক রক্ষিত না হয়াতে এ স্থানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মাদিগের কর্ত্তৃক মহারাজ মারজিৎ পরাজিত ও বিদূরিত হইয়া, কাছাড়ে ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইলে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে গম্ভীর সিংহের অনুচর ৫০০ শত মণিপুরী সৈন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বেতনগ্রাহী সিপাহি নিযুক্ত হয়। মহারাজ গম্ভীর সিংহ ব্রিটিশ

গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে স্বীয় সৈন্যদল সহকারে আততায়ী ব্রহ্মাদিগকে মণিপুর হইতে দূর করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ৫০০ শত মণিপুরী সৈন্যদল, ২০০০ সিপাহি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া কাপ্তান্ গ্রাণ্ট সাহেবের অধীনে মণিপুরলেভি নামে অভিহিত হয়। মণিপুরলেভির বেতন, পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দিতেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টসহ তদানীন্তন আভার রাজার সন্ধি-সূত্রে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে গম্ভীর সিংহ মণিপুরের রাজা বলিয়া অভিহিত হয়েন। ইহার অল্পকাল পরেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মণিপুরলেভির বেতন দিতে ক্ষান্ত হইয়া, রাজ্যরক্ষার জন্য মহারাজকে ৩০০০ হাজার বন্দুক এবং তদুপযুক্ত গুলি ও বারুদ দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিক ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ তারিখে মণিপুর সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার মর্ম্ম এই—"বিগত আভাযুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রিটিশ-অধিকার ও মণিপুরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর বিষয় আমরা কিছুই অবগত ছিলাম না, এই প্রদেশের উৎ-পন্ন দ্রব্য সম্বন্ধেও আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। ব্রহ্মার এক দল সৈন্য মনিপুরের পথে ও অপর দল আসামের পথে একদা উপস্থিত হওয়াতে কাছাড় ও শ্রীহট্টের উত্তর ও পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীরা ভীত হইয়া পলায়ন করাতে যে কোন উপায়ে হউক মণিপুরের শান্তি স্থাপন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে; আমাদিগের এজেণ্ট মিষ্টার স্কট সাহেবের মতে ব্রিটিশ রাজ্যের পূর্ব্ব-প্রান্ত, স্বীয় চিরশত্রুর উপদ্রব-নিবারণে বাধ্য জাতি, (যাহাদের রাজ্যের উর্ব্বরতার অতীব রঞ্জিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে) সহযোগে রক্ষা করাই সর্ব্বতো-ভাবে শ্রেয়ঃ, অধিক সুগম ও সুবিধাজনক। আভারাজ্য অপেক্ষা আমা-দের অধিকার হইতে অতীব দুর্গম পর্ব্বতাবলী দ্বারা বিচ্ছিন্ন এই ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বার্থের সহিত আমাদের সহানুভূতির প্রশ্ন পূর্ব্বে উত্থাপিত হইয়াছিল কি না অবগত নহি। মণিপুরের সহযোগিতা বিষমসমস্যা, দৃষ্ট হওয়াতে তৎপ্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা যাইবেক।

"অনুসন্ধানে বিদিত হইয়াছে যে, গত ৭ বৎসর নির্ব্বিঘ্নে শান্তি রক্ষিত হইলেও এই ক্ষুদ্র রাজ্য অদ্যাপি ব্রহ্মার প্রতিযোগিতায় উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ। ইহার সমগ্র জনসংখ্যা ৩০,০০০।৪০,০০০

হাজারের অধিক নহে এবং বাৎসরিক রাজস্ব ৪০০০ কিংবা ৫০০০ হাজার মাত্র। ইহার চতুর্দ্দিক্ পর্ব্বতবেষ্টিত, বাণিজ্যের সুবিধাজনক নহে। সবিশেষ অবস্থাপরিজ্ঞাত কার্য্যকারকগণ কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট-সমীপে যে বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, তদনুসারে কৃষির উৎকর্ষসাধনেও অক্ষম। লেভি, (যাহাতে ৩০০০ হাজার সৈন্য থাকা প্রকাশ) অযোগ্য কর্ম্মচারীদিগের পর্য্যবেক্ষণ দোষে সুশিক্ষিত নহে। বর্ত্তমান সময়ে ইহারা অস্ত্রপ্রাপ্তে তৎসংখ্যক ব্রহ্মাদিগের সমকক্ষ হইলেও যুদ্ধঘটনা সময়ে সুশিক্ষিত সৈন্যের প্রতিযোগী হইতে পারিবে না।

"অতএব এই আশ্রিত রাজ্যের সহিত যদি আমাদিগের সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার অত্যল্প প্রজার বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে সৈনিক কার্য্যে আবদ্ধ রাখা অপেক্ষা আমাদের একটী ক্ষুদ্র সৈন্যদল রাখাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি এবং স্থায়ীরূপে এরূপ ক্ষুদ্র সৈন্যদল স্থাপিত দেখিলে, মণিপুরবাসীদের মনে নিরাপদ্ ভাব যে বলবৎ হইবে, ইহাতে সংশয় হইতে পারে না। এই প্রণালী কার্য্যতঃ অসম্পূর্ণ হইলেও আমি কোন স্থায়ী উপায় অনুমোদন করিতে ইচ্ছুক নহি।" পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য অনুসারে ১৮৩৩ ও ৩৪ খৃষ্টাব্দে মণিপুররাজের সহিত দুইটী সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে জিরী নদী ও রবাকের পশ্চিম পর্য্যন্ত রাজাকে ছাড়িয়া দিয়া নিম্নলিখিত নিয়মাবলী (যাহা বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল) স্থাপিত করা হয়।

১ম। উপদেশ অনুসারে রাজা স্বীয় থানা চন্দ্রপুর হইতে অগৌণে উঠাইয়া জিরি নদীর পূর্ব্ব তীরে স্থাপিত করিবে।

২। উভয় রাজ্যমধ্যে মুসলমান ও মণিপুরী ব্যবসায়ীদিগের বাণিজ্যে রাজা কোন প্রাকারে বাধা করিবে না, অত্যধিক শুল্ক লইবে না এবং কোন এক সামগ্রী নিজে একায়ত্ত করিবে না।

৩। কালা নাগা ও মুন যাই পার্ব্বত্য নাগাদিগের উৎপন্ন আর্দ্রক, কার্পাস, লঙ্কা ও অন্যান্য দ্রব্য কাছাড়ের সমভূমি বাঁশ কান্দী ও উধার বন বাজারে উহাদের রীত্যনুসারে বিনিময় বা বিক্রয় করিতে রাজা নিষেধ করিবে না।

৪। জিরী নদীর পূর্ব্বতীর হইতে আরম্ভ করিয়া কালানাগা এবং কাউ-ছম্ হইয়া মণিপুর পর্য্যন্ত সড়ক সমাধা হইলে রাজা মেরামত করত ভারবাহী বলদ শীত ও শুষ্ক মৌসমে যাতায়াতযোগ্য রাখিবে, অধিকন্তু সড়ক প্রস্তুতে যদি পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ জন্য ব্রিটিশ কর্ম্মচারী প্রেরিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্মচারীর যে কোন প্রস্তাবে রাজা সম্মত হইবে।

৫। ব্রিটিশরাজ্যসহ মণিপুররাজ্যের যে সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহা বর্দ্ধিত হইলে রাজার ও রাজ্যের বিশেষ মঙ্গলজনক হইবেক। অতএব এরূপ সম্বন্ধবৃদ্ধি শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইলে রাজা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনা অনুসারে সড়ক প্রস্তুত জন্য একদল নাগা সরবরাহ করিবে।

৬। ব্রাহ্মার সহিত যুদ্ধ ঘটিলে মণিপুররাজ্য রক্ষার জন্য অথবা নিংথির বাহিরে অগ্রসর হইবার জন্য সৈন্যপ্রেরণ প্রয়োজনীয় হইলে রাজা গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনানুসারে সেই সকল সৈন্যের গুলি ও সরঞ্জাম বহনার্থে ভারবাহী সরবরাহ করিবে।

৭। ব্রিটিশ রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে কোন গোলযোগ ঘটিলে রাজা স্বীয় সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবে।

৮। গবর্ণমেণ্ট হইতে যে বারুদ ও গুলি রাজা প্রাপ্ত হয়, তাহার এক মাসিক ব্যয়ের হিসাব লেভির কার্য্যকারক সমীপে দাখিল করিবে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে কভো ভ্যালি অর্থাৎ তামু, যাহা মণিপুররাজ্যের অধীন ছিল, তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ৬০০০ টাকা রাজাকে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ দিয়া গ্রহণ করেন। ইহার পর লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের আর এক মন্তব্যানুসারে মণিপুরে সর্ব্ব-প্রথমে মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে লেপ্টেনেণ্ট গর্ডন সাহেব পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হয়েন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে গম্ভীর সিংহ মহারাজের মৃত্যুর পর মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের সময় পর্য্যন্ত যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহের সময় চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ মহারাজ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গম্ভীর সিংহ মহা-রাজকে ৩০০০ বন্দুক ও প্রাচীন প্রণালীর ৯টী তোপ দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মণিপুরে পলিটিকেল এজেণ্ট রাখা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ প্রদান করেন। এই আদেশ প্রাপ্তে মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করাতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট যে মত প্রকাশ করেন, তদনুসারে মণিপুরে পুনরায় পলিটিকেল এজেণ্ট প্রেরিত হয়েন; এতদিন এই কার্য্যকারক বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ ছিলেন, কিন্তু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসামে চিপ কমিসনার নিযুক্ত হওয়াতে মণিপুর আসামের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রত্যুপকার জন্য মণিপুরের মহারাজ ১৮৫৭ সালের সিপাহি-বিদ্রোহ কালীন ১৮৭৭ সালের লুশাইবিদ্রোহে এবং ১৮৭৯ সালের নাগাবিদ্রোহে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই লুশাই ও কহিমা সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ চারিটী তোপ গবর্ণমেণ্ট হইতে মণিপুরের মহারাজ প্রাপ্ত হয়েন।

মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহের রাজত্ব।

মহারাজ সুরচন্দ্রসিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যের কোন প্রকার উন্নতি বিধান করেন নাই। শিক্ষাসম্বন্ধে ইনি নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। রাজ্য-মধ্যে কিংবা রাজধানী মণিপুর-নগর-মধ্যে একটীও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের কিছুমাত্র উন্নতিসাধন করেন নাই। সঙ্গীতে ইহাঁর সবিশেষ অনুরাগ না থাকাতে, এই জাতীয় ব্যবসায় ক্রমশ অবনতি প্রাপ্ত হইতেছিল। ইনি সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ ও দেবভক্ত বলিয়া মণিপুরে প্রসিদ্ধ। নিয়তই ব্রত ও দেবার্চ্চনায় মগ্ন থাকিতেন, কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ দয়া ও তজ্জনিত অতিথিসৎকার প্রথা ইহাঁর সময়ে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ইনি রাজকার্য্যেও সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন না। রাজ্যমধ্যে অনিয়ম রহিত করিয়া সুনিয়ম স্থাপিতও করেন নাই। রাজত্বের আয়বৃদ্ধি ইহাঁর

সময়ে কিছুই হয় নাই। পিতৃপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুমোদনে প্রচলিত রাজ্য-শাসন-প্রণালী অনুসারে রাজকার্য্য যেরূপ বিশৃঙ্খলভাবে চলিয়া আসিতেছিল, তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম করেন নাই। ইনি প্রজাবৎসল ছিলেন এবং প্রজারাও ইহাঁকে অন্তরের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত; কিন্তু ইনি ভীরু ও সম্যক্ রাজদণ্ডবিধানে অপটু ছিলেন বলিয়া লোকে ইহাঁকে ভয় করিত না এবং তজ্জন্যই ইহাঁর অনুজ সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা প্রশ্রয়প্রাপ্তে স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাঁকে হীনবীর্য্য জানিয়া নরসিংহ মহারাজের পুত্র বড়চাওবা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কাছাড় সমীপবর্ত্তী বহুসংখ্যক মণিপুরী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মণিপুর আক্রমণের উপক্রম করেন। বড়চাওবা প্রকাশ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য পথে অবাধে মণিপুর পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; এবং ব্রিটিশ সৈন্য প্রতিরোধ না করিলে ইনি সুরচন্দ্রের সৈন্যবল পরাজিত করিয়া রাজ্যাধিকার করিয়া বসিতেন। টেকেন্দ্রজিৎ সুরচন্দ্রের নির্ব্বীর্য্যতার বিষয় জানিতেন এবং তজ্জন্যই ইহাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। টেকেন্দ্রজিৎ সৈন্যের অধিনায়ক, ইহাঁর অনভিমতে সৈন্যেরা সুরচন্দ্র সিংহের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে না। বড়চাওবা এ বিষয় জানিয়া, গোপনে টেকেন্দ্রজিতের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সাহস প্রাপ্তে মণিপুর আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আত্মরক্ষায় অসমর্থ সুরচন্দ্র সিংহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইয়া সে যাত্রায় আততায়ী বড়চাওবার অক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের বলাবল বড়চাওবা সবিশেষ অবগত ছিলেন। তাঁহার প্রতিরোধার্থ সমাগত ব্রিটিশ সৈন্যের সম্মুখীন হইবা মাত্রই তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেন ও ধৃত হয়েন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে তদবধি হাজারী বাগে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

আর এক সময়ে যোগেন্দ্র সিংহ নামক কাছাড় সমীপবর্ত্তী মণিপুরী বংশের এক জন রাজকুমার কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শৌর্য্যহীন সুরচন্দ্র সিংহকে পরাস্ত করত রাজ্যাধিকার-মানসে মণিপুর হইতে ১২ মাইল ব্যবহিত বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এ সময়েও সুরচন্দ্র সিংহ আত্মসৈন্যবলের প্রতি নির্ভর করিতে না পরিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সৈন্য যুদ্ধার্থ বিষ্ণুপুরের প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া

যোগেন্দ্র সিংহকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করে। যোগেন্দ্র সিংহ, ব্রিটিশ সৈন্যের এই অনর্থক প্রতিবাদের অবৈধতা উল্লেখে ব্রিটিশ সেনানায়ককে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করেন; কিন্তু অনুরোধ অরণ্যে রোদন মাত্র সার হইয়াছিল, ব্রিটিশ সৈন্য কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে। তখন যোগেন্দ্র সিংহ মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া বীরপুরুষের ন্যায় বহুক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইনি নিহত হইলে ব্রিটিশ সৈন্যনায়ক ৪৪ পল্টনের লেপ্টেনেণ্ট রো সাহেব ইহাঁর মস্তকে পদাঘাত করেন। মণিপুরের রাজপক্ষ লেপ্টেনেণ্ট সাহেবের এই গর্হিতাচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া বিষম অন্দোলন করিয়াছিলেন এবং পরিণামে লেপ্টেনেণ্ট রো সাহেবও যথোচিত অপ্রতিভ হইয়াছিলেন।

রাজবাটীর পশ্চিম দিকে জনৈক রাজকুমার বাস করিতেন। ইনি বহুকাল হইতে রাজসরকারে ওয়াংক্ষাইরাক্পা অর্থাৎ প্রধান বিচারপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি অস্ত্রবিশারদ, সাহসী, বীর্য্যবান্ ও বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইনি গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র-সংগ্রহে যুদ্ধ-সজ্জা করিতেছেন বলিয়া ইহাঁর শত্রু লোকেরা সুরচন্দ্র সিংহের নিকট কুৎসা করে। অপরিণামদর্শী সুরচন্দ্র সিংহ লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া ওয়াংক্ষাইরাক্পাকে নির্য্যাতনে কৃতসংকল্প হয়েন। একদা ওয়াংক্ষাইরাক্পা ব্রতোপলক্ষে পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধকার্য্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছিলেন, এমন সময় কতিপয় রাজদূত অগৌণে মহারাজ সমীপে উপস্থিত হইবার আদেশ জ্ঞাপন করে। ওয়াংক্ষাইরাক্পা ব্রাহ্মণ ভোজনে ব্যস্ত বিধায় রাজ-আদেশপালনে অসমর্থ হওয়াতে সুরচন্দ্র সিংহ এককালীন পঞ্চাশ জন পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করেন। সৈন্যেরা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধৃত করিতে উদ্যত হইলে ওয়াক্ষাইরাকপা ও তৎপুত্র কেবল মাত্র জলপাত্র (ঘটী) দ্বারা উহাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভগ্নদূত মহারাজসমীপে এই সংবাদ প্রকাশ করা মাত্র বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রতি যুদ্ধাদেশ প্রচার করা হয়। ওয়াক্ষাইরাক্পা স্বীয় ভ্রাতা, পুত্র ও অনুচরবর্গ সহকারে রাজসৈন্যদিগকে এবারও পরাস্ত করিয়া দিলেন। তখন রাজপাট হইতে তোপ চলিতে আরম্ভ হইল। ক্রমে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ব্রিটিশ সৈন্য কোন পক্ষে সহায়তা করিল না, দূরে দণ্ডায়মান হইয়া এই সিংহ-শিবার

যুদ্ধ-কৌতুক দর্শন করিতে লাগিল। দিবা অবসান সময়ে ওয়াঙ্কাই-রাক্‌পা দুই হাতে দুইখানি তরবারি ধারণে অকুতোভয়ে রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকেই অসি-আঘাতে ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন। রাজপুরীমধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সুরচন্দ্র সিংহ স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। পুরীরক্ষক বহুসংখ্যক লোক নিহত হওয়াতে সকলেই ভয়ে পলাইয়া গেল। তখন ওয়াংঙ্কাইরাক্‌পা পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজা হইলেন। তাঁহার কতিপয় অনুচর উপস্থিত হওয়াতে রাত্রিমধ্যেই ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল। যেমন পিতা, তেমনই পুত্র হওয়াই স্বাভাবিক। পিতৃ-অনুকরণে ওয়াঙ্কাইরাক্‌পার পুত্র, অসিহস্তে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইয়াছিলেন। প্রভাত সময়ে বৃদ্ধ ওয়াঙ্কাই-রাক্‌পা পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে শোকে অধীর হইয়া রাজ্যভোগের অসারত্ব বুঝিতে পারিয়া বিপক্ষদিগকে বলিলেন "আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বীর পুত্র নিহত হইয়াছে, আমি বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোক হৃদয়ে ধারণ করিয়া অসার রাজ্য-ভোগ বিড়ম্বনা মাত্র জ্ঞান করি। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলাম, তোমরা আমার প্রাণ রক্ষা বা হত্যা যাহা ইচ্ছা কর।" তখন কাপুরুষ রাজানুচরেরা এক কালীন ১০।১২টী বন্দুকের গুলিতে এই বীরশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক বৃদ্ধের প্রাণসংহার করিল। সুরচন্দ্র সিংহের এ কলঙ্ক কালের কৃষ্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কস্মিন্ কালেও অপনোদিত হইবার নহে।

ভ্রাতৃবিরোধ।

সূত্রপাত।

বহুবিবাহপ্রথা যে কি ভয়ানক বিষময়-ফল প্রসব করে, তাহা শিক্ষিত সমাজ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু অশিক্ষিত মণিপুরীরা ইহার গর্হিতত্তা এতদিন উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান ভ্রাতৃবিরোধ ও তন্নিবন্ধন রাজ্য, ধন ও প্রাণনাশ দর্শনে বোধ হয় ইহাদিগের জ্ঞানচক্ষু কিঞ্চিদুন্মীলিত

হইয়া থাকিবে। পরস্পরের প্রতি স্বভাবত অসূয়া-সম্পন্না সপত্নীদিগের অপত্যেরাও মাতৃ-অনুকরণে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের প্রতি জন্মাবধি হিংসান্বিত হয়। মণিপুরের বর্ত্তমান আট ভ্রাতার মধ্যে সুরচন্দ্র সিংহ তদনুজ থাঙ্গৌ সিংহ, পাকাসিংহ ও গোপালসেনা সহোদর; আর কুলচন্দ্র, টেকেন্দ্রজিৎ, আঙ্গৌসিংহ ও জিলাকুম্বা প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ বিমাতার গর্ভজাত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা; সুতরাং বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা পরস্পরের প্রতি বাল্যাবধি ঈর্ষ্যান্বিতছিলেন। রাজভ্রাতাদিগের প্রত্যেকেরই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুচর বা দাস আছে, ইহারাও স্ব স্ব প্রভুদিগের অনুকরণে একদল অন্যদলের প্রতি বিদ্বেষান্বিত। আটজন রাজভ্রাতার বহুসংখ্যক অশিক্ষিত নীচ-প্রকৃতিস্থ অনুচরদিগের মধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই বিবাদ-বিসংবাদ ঘটিত। সৌহৃদ্য-বিহীন অবিবেচক রাজভ্রাতারাও অনেক সময়ে স্ব স্ব অনুচরদিগের কার্য্য-কলাপে অনুমোদন করাতে নিচাশয় সামান্য দাসবর্গ প্রশ্রয়প্রাপ্তে উৎসাহান্বিত হইয়া ক্রমশঃ মৌখিক বিতণ্ডা হইতে যষ্টি ও অস্ত্রচালনা পর্য্যন্ত করিতে প্রবৃত্ত হইত। হিন্দুস্থানে কুক্কুটযুদ্ধ অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, মণিপুরে অবিকল সেইরূপ কুক্কুটপরিবর্ত্তে কপোতযুদ্ধ হইয়া থাকে। বাজি রাখিয়া দুই পক্ষের দুইটী কবুতর বৃহৎ বংশনির্ম্মিত পিঞ্জরমধ্যে ছাড়িয়া দিলেই উহারা পরস্পরে যুদ্ধারম্ভ করে, আর নিষ্কর্ম্মা অলস নাগরিকেরা হুঁকাহস্তে চতুর্দ্দিকে দলে দলে বেষ্টন করিয়া কৌতুক দেখিতে থাকে। একদা পাকাসিংহের একদল অনুচরের সহিত টেকেন্দ্রজিতের কতিপয় অনুচর, কপোতযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই ক্রীড়া উপলক্ষে উভয়পক্ষে প্রথমে গালাগালি ও পরে মারামারি আরম্ভ হয়। পাকাসিংহের অনুচরসংখ্যা অধিক থাকাতে, টেকেন্দ্রজিতের অনুচরেরা প্রহারিত ও অপমানিত হইয়া স্বীয় প্রভুর নিকট অভিযোগ করে। টেকেন্দ্রজিৎ সবিশেষ অনুসন্ধানে সুবিচার ক্রমে পাকাসিংহের অনুচরদিগের দোষ সপ্রমাণে যে দণ্ড বিধান করেন, তাহা পাকাসিংহের পক্ষে অপমান-জনক বিবেচিত হওয়াতে পূর্ব্ব আন্তরিক বিচ্ছেদ ভাব দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়।

আর এক সময়ে পাকাসিংহের দুই জন দাস টেকেন্দ্রজিতের একটী সুন্দর প্রিয় ঘোটক অপহরণ করিয়া স্থানান্তরে লুক্কায়িত করিয়া রাখে। বহু অনুসন্ধানে ঘোটক প্রাপ্ত হইয়া টেকেন্দ্রজিৎ, অপহারক দাসদ্বয়ের দণ্ডবিধান

করাতে পাকাসিংহ মর্ম্মাহত হয়েন। এইরূপে পাকাসিংহ ও টেকেন্দ্রজিতের মধ্যে বৈরভাব বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের বিদ্যমান সময়ে সুরচন্দ্র সিংহ যুবরাজ ছিলেন, এবং টেকেন্দ্রজিৎ তখন কোতোয়ালপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পিতৃ-বিয়োগ সময়াবধি সুরচন্দ্র সিংহ মহারাজ, কুলচন্দ্র সিংহ যুবরাজ ও টেকেন্দ্র-জিৎ সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হয়েন। তদবধি টেকেন্দ্রজিৎকে মণিপুরীরা সাধারণত কৈরেং সেনাপতি বলিয়া জানিত। কৈরেং ইহার আদরের নাম, টেকেন্দ্রজিৎবীরসিংহ রাশিনাম। যুবরাজ কুলচন্দ্র স্থূলকায়, পক্ষপাত-শূন্য ও ভ্রাতৃবিরোধবিহীন। ইনি স্বীয়পদের মূল কার্য্য দেওয়ানী, ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার প্রায় তিন বৎসর কাল দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করেন। পাকাসিংহ মহারাজের সহোদর, সাগোলহাঞ্জেবা বা অশ্বতত্ত্বাবধায়ক পদেনিযুক্ত থাকিয়া কেবল মাত্র ঘোড়ার পাশ মোহর প্রদান করিবার সামান্য কার্য্যে তৃপ্ত থাকা অসম্ভব। পাকাসিংহের তাল ও বেতালরূপী মণিলাল দে ও ইবেমাচাওবী ওরফে রসরাজ শর্ম্মা নামক দুইটী সাংলাকৃপা অর্থাৎ বিদূষক বাহাল আছে। মণিলালের মাতা মণিপুরনিবাসিনী ও পিতা বঙ্গবাসী। ইহার ভ্রাতার নাম দুর্লভ সিংহ ও ভগিনী পলিটীকেল এজেন্টের পূর্ব্বতন কেরানী ব্রাহ্মণ ভুবন বাবুর প্রণয়াসক্তা হইয়া যে পুত্র প্রসব করেন, তাহার নাম লালগোপাল শর্ম্মা। এইরূপ ত্রিজাতিসম্বন্ধীয় ত্রিগুণচরিত্র বিশিষ্ট মণিলাল কিছুকাল কলিকাতায় অবস্থানে বাঙ্গালা ও হিন্দি কথা মাত্র শিখিয়া বাহ্যিক চতুরতা সকল প্রকারই লাভ করিয়াছে। কিন্তু লেখা পড়া রীতিমত না জানাতে মানসিক উন্নতিলাভে শিক্ষাচাতুর্য্য কিছুই অব-গত হইতে পারে নাই। "ন বিদ্যা সঙ্গীতপরা" বচনানুসারে মণিপুরীরা লেখা পড়া শিক্ষার নির্দ্দিষ্ট সময় বাল্যকালে স্বজাতীয় বিদ্যা সঙ্গীতই শিক্ষা করিয়া থাকে। পাকাসিংহের অন্য পারিষদ রসরাজ শর্ম্মা বাল্যাবধি নৃত্য গীত শিক্ষা করিয়া সঙ্গীতে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। মণিপুরী ভাষায় "চাওবা" অর্থে কুমার, "চাওবী" কুমারী। "ইবেমা" ভদ্রস্ত্রীলোকের সম্বোধন। বাল্যকালে রসরাজ চাওবী সাজিয়া নৃত্য করাতে সঙ্গীতপ্রিয় মহারাজ চন্দ্র-কীর্ত্তি সিংহ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে "ইবেমা চাওবী" এই পদবী প্রদান করেন

এবং তদবধি রসরাজ এই নামেই মণিপুরে পরিচিত। রসরাজ নামস্বাক্ষর ভিন্ন লেখা পড়া প্রায় কিছুই জানে না। রাজপুত্রেরা আটজনেই সম্পূর্ণ নিরক্ষর না হইলেও অশিক্ষিত। অতি সামান্যরূপ লিখন পঠন জানাতে বিদ্যা শুভকরীর পরিবর্ত্তে বরং "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" প্রবাদানুরূপ; তদ্দ্বারা কু ফলই ফলিয়াছে। পাকাসিংহ বাহানদ্বয়ের গুণে প্রথমে গানবাদ্যে ও আমোদপ্রমোদে দিন যাপন করিতেছিলেন, কিন্তু উপার্জ্জন বা অর্থাগম অভাবে পাকাসিংহের সময়ে সময়ে অর্থের অনাটন ঘটিতে লাগিল। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে শকুনি বাহান দ্বয়ের মন্ত্রণায় জুয়া খেলাতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ঋণ-গ্রস্ত হইয়া উঠিলেন। পয়সার কাজ যুবরাজের হাতে। তিনি লোকের বিচার করিতেন, নজর যাহাকে ঘুস বলে, টাকাটা সিকেটা হইতে শতাবধি পর্য্যন্ত যাহা কিছু হস্তগত হইত, যুবরাজ তাহার কিছুই ছাড়িতেন না। পাকাসিংহ এই পয়সার পথ দেখিতে পাইলেন এবং প্রকারান্তরে অভীষ্ট-সিদ্ধির এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। স্বরাজ্যমধ্যে মহারাজ ক্ষমবান্ হইলেও পলিটিকেল এজেন্টকে হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা স্বীকার করিয়া পাকাসিংহ তদানীন্তন পলিটিকেল এজেন্ট গ্রিমউড্ সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন, এবং "নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ" স্তোত্রে তাহার আরাধনা আরম্ভ করিলেন। পাকা-সিংহ গ্রিমউড্ সাহেবের নিকট ইংরেজী, আর গ্রিমউড্ পাকাসিংহের নিকট মণিপুরী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সৌহৃদ্যবৃদ্ধি হইয়া উঠিল, উভয়ের মধ্যে মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড (আমার প্রিয়বন্ধু) পাঠ চলিতে লাগিল, এবং এই সময় হইতেই যুবরাজের বিচারপদ্ধতির দোষ পরিলক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। মণিপুরে অর্থী গবর্ণমেণ্টের প্রজা প্রত্যার্থী মণিপুরীর নামে পলিটিকেল এজেন্ট সমীপে অভিযোগ উপস্থিত করিলে তাহার বিচার-ভার রাজপক্ষের প্রতি অর্থাৎ যুবরাজের হস্তে অর্পিত হইত। আর অর্থী মণিপুরী প্রত্যার্থী ব্রিটিশ প্রজার নামে যে অভিযোগ রাজসরকারে উপস্থিত করিত, তাহার বিচার পলিটিকেল এজেন্ট করিতেন। যুবরাজের বিচার কার্য্যে পলিটিকেল এজেন্ট ক্রমশঃ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদা অকস্মাৎ গ্রিমউড্ সাহেব কর্ত্তৃক মহারাজ সমীপে সুপারেশ হওয়াতে পাকা সিংহ বিচার জর্ণেল নামক এক অভিনব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুব-

রাজের হস্ত হইতে বিচারভার কাড়িয়া লইয়া তোপ গারদে বসিয়া রৌপ্যের বিচি আহার করিতে লাগিলেন। যুবরাজ কুলচন্দ্র হতভম্ব হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। বটে কিন্তু সুরচন্দ্র সিংহ যে পাদিয়া সাপ খেলাইলেন, তাহা আর মণিপুরে কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। মর্ম্মাহত কুলচন্দ্র সিংহ পাকা সিংহের চাতুর্য্য বুঝিতে পারিয়া মনে মনে প্রতিকারকল্পনা করিতে লাগিলেন। পাকা সিংহের বাহন মণিলাল ও ইবেমাচাওবী বিচার জর্নেলের বিচার কার্য্যে সহায়তা উপলক্ষে ইহারাও বিচারপতি হইয়া উঠিল। একদা পাকা সিংহ বাঘশীকার করিতে নগর বহির্ভাগে গমন করাতে একটীং বিচারপতি মণিলাল কোন নিরপরাধী ব্রাহ্মণের প্রতি উৎকোচ লালসায় অত্যাচার করাতে সুযোগ বুঝিয়া যুবরাজ মণিলালকে অপরাধী সপ্রমাণে কারারুদ্ধ করেন, তদবধি মণিলালের বিচারপতিত্ব ঘুচিয়া যায়, কিন্তু ইহাতে ভ্রাতৃবিরোধ বৃদ্ধি পাইয়া উঠে।

আঙ্গৌ সিংহ ডুলারহাঞ্জোবা অর্থাৎ চতুর্দ্দোলতত্ত্বাবধারক বাল্যাবধি টেকেন্দ্রজিতের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি গোপনে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া সেনাপতি টেকেন্দ্রজিতের সাহায্যে মহারাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের আয়োজন করিতেছেন এরূপ জনরব পাকাসিংহের প্ররোচনায় উত্থিত হয়। ফলতঃ এই সময়ে রাজভ্রাতারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব দলবলের পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং জীর্ণ অস্ত্রাদিরও সংস্কার করাইতেছিলেন, কিন্তু পরস্পরের যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইবার কোন সম্ভবনা ছিল না। অপিচ মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহ সন্দিহান হইলেন এবং আঙ্গোসিংহকে নিরস্ত্র করিবার মন্ত্রণা স্থির করিলেন।

সর্ব্বকনিষ্ঠ তরুণবয়স্ক সুন্দরমূর্ত্তি জিলাকুম্বার সহিত কোন রাজমহিলার আসক্তির বিষয় রাষ্ট্র হওয়াতে প্রকারান্তরে তাঁহার দণ্ডবিধানে কৃতসংকল্প রাজপক্ষ এক যুক্তি উদ্ভাবন করিলেন। জিলাকুম্বা এ পর্য্যন্ত রাজত্বের কোন পদবী প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহার বহির্গমনে বিগুল ধ্বনিত হওয়া অসঙ্গত ও মহারাজের অবমাননাজনক প্রকাশে একদা পাকাসিংহ তাহাতে বাধা জন্মাইয়াছিলেন। মণিপুরের রাজকুমারেরা রাজপাট হইতে বহির্গমন করিলে বিগুলধ্বনির প্রথা ছিল। জিলাকুম্বার পক্ষে এ সম্মান রহিত হওয়া অসঙ্গত বলিয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। মণিপুরের অদূরবর্ত্তী বন জঙ্গলে

দৈবাৎ ব্যাঘ্র উপস্থিত হওয়ার সমাচার প্রাপ্ত হইলে সেনাপতি বা তাঁহার অধঃস্থ পদবীপ্রাপ্ত রাজকুমার ভিন্ন অন্য লোকের ঐ ব্যাঘ্র মারিবার প্রথা ছিল না। কেহ মারিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইত। একদা নগরের বহির্ভাগে ব্যাঘ্র-অবস্থানসংবাদ প্রাপ্তে সেনাপতি টেকেন্দ্রজিৎ অসুস্থতা প্রযুক্ত শীকার করিতে যাইতে না পারিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ স্নেহভাজন জিলাকুম্বাকে পাঠাইয়াছিলেন। মণিপুরে বাঘমারা অতি আমোদজনক কার্য্য। প্রায় সহস্র লোক দীর্ঘ বংশখণ্ডের অগ্রভাগে দেড়হস্তপরিমিত দীর্ঘ ও চতুরঙ্গুলি পরিসর উভয়প্রান্ত তীক্ষ্ণ ইস্পাতনির্ম্মিত জাঠী হস্তে ব্যাঘ্র অবস্থিত স্থানের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হয়। শীকারী রাজপুত্র বন্দুক লইয়া হস্তী-আরোহণে ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করেন। গুলির আঘাতে নিহত না হইলে ব্যাঘ্র পরিত্রাণজন্য ধাবিত হইলে, জাঠীধারী অনুচরেরা পলায়নোন্মুখ ব্যাঘ্রকে এককালীন শত শত জাঠী দ্বারা বিদ্ধ করে। অকস্মাৎ এরূপে হত্যা করিতে না পারিলে জাঠীধারী দিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী বৃহৎ রজ্জুনির্ম্মিত জাল দ্বারা সজীব ব্যাঘ্র আবদ্ধ করা হয়। জিলাকুম্বা এই যাত্রায় ব্যাঘ্র শীকার করাতে রাজপক্ষ তাঁহার পদবীবিহীনতা উল্লেখে ব্যাঘ্র-শীকারের অবৈধতা নির্দ্দেশে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, সুতরাং ইহাও ভ্রাতৃবিরোধের এক কারণ হইয়া উঠিল।

রাজসভায় যুবরাজ, সেনাপতি, সামুহাঞ্জোবা, সালালহাঞ্জোবা প্রভৃতি ভ্রাতাদিগের বয়স ও পদমর্য্যাদানুসারে নির্দ্দিষ্ট উপবেশনস্থান ছিল। একদা মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহের দশবৎসরবয়স্ক নাবালক পুত্র সেনাচাওবা বোধ হয় লোকের মন্ত্রণায় যুবরাজের আসনে উপবেশন করিয়া প্রকাশ করেন যে, "মহারাজের পুত্র আমিই যুবরাজের স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং ইহা আমারই নির্দ্দিষ্ট আসন বিধায় উপবেশন করিলাম।" যুবরাজ জনপরম্পরায় ভ্রাতুষ্পুত্রের এরূপ বাক্য শ্রবণে মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং কৌশলে তাঁহার পদ পর্য্যন্ত রহিত হইতেছে বুঝিতে পরিলেন, সুতরাং ইহাও ভ্রাতৃবিরোধের আর এক কারণ।

মণিপুরের রাজভ্রাতারা প্রত্যেকেই প্রত্যহ নিয়মিতরূপে মহারাজকে প্রণাম করিতেন। এক দিন টেকেন্দ্রজিৎ মহারাজকে প্রণাম করিতে যাইয়া মহারাজকে শয্যায় নিদ্রিত জানে প্রণাম করিয়াছিলেন। এমন সময়

শয্যাশায়িত ব্যক্তি মুখের বস্ত্রাবরণ উদ্ঘাটিত করাতে দৃষ্ট হইল যে, রাজ-শয্যায় মহারাজ নহেন, তাঁহার সাংলাকৃপা বা পারিষদ ময়রাংনিংথৌ শয়ন করিয়াছিল। টেকেন্দ্রজিৎ, ময়রাংনিংথৌকে দেখিবা মাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক মুষ্টি ও পদাঘাতে রাজশয্যায় শয়নাপরাধের দণ্ড বিধান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে মহারাজ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া টেকেন্দ্রজিৎকে সান্ত্বনা করিলেন। ধৃষ্ট ময়রাংনিংথৌ রাজশয্যায় শয়ন করিয়া রাজভ্রাতা সেনাপতির ও রাজপুত্রদিগের প্রণাম গ্রহণ করা অবশ্যই গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিল, সুতরাং মহারাজ মৌখিক কিছু না বলিলেও স্বীয় অভিন্নহৃদয় সখার অপমানে আন্তরিক রুষ্ট হইয়াছিলেন; এজন্য ইহাও ভ্রাতৃবিরোধের এক অঙ্গ স্বরূপ গণনা করা যাইতে পারে।

মণিপুরী প্রত্যেক রাজপুত্রেরই এক একটী সাংলাকৃপা বা সখা ছিল। ইহারা প্রত্যেকেই দ্বিতীয় রাজপুত্র; রাজপুত্রের বিশ্বাসভাজন ও বয়স্য। বাল্যাবধি একত্র শয়ন, ভোজন, ক্রীড়া কৌতুক করাতে ইহারা প্রশ্রয় প্রাপ্তে দুর্ব্বিনীত ও ধৃষ্ট হইয়া উঠে। সুতরাং হীনবুদ্ধিসম্পন্ন সাংলাকৃপা ময়রাং-নিংথৌর মহারাজের আসনে বা শয্যায় শয়ন করা অসম্ভব কথা নহে।

মণিপুরীদিগের মধ্যে হিয়াং অর্থাৎ নৌকা-যাত্রা অতি আমোদজনক বাৎসরিক পর্ব্ব। রাজপাটের চতুর্দ্দিকে যে সজল পরিখা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে ভাদ্র মাসে সপ্তাহ পর্য্যন্ত নৌকা-যাত্রা হইত। পাটের দক্ষিণ-দিকস্থ দ্বার সমীপ হইতে পশ্চিমস্থ সেনাথৌং পর্য্যন্ত নৌকা বাইচ হইত। এক নৌকায় শ্রীগোবিন্দজী, প্রায় ৬০।৭০ হস্ত দীর্ঘ রঞ্জিত অন্যনৌকায় মহারাজ স্বয়ং কর্ণধার হইয়া নৌকা চালাইতেন, প্রতি নৌকায় শতাধিক লোকে তালে তালে বটে মারিতে থাকিত। মণিপুরের রাজ-ভাণ্ডারের ও প্রজা-বর্গের যাহার যেরূপ ঐশ্বর্য্য, আসবাব, পরিচ্ছদ হিয়াং উপলক্ষে বাহির হইত। পার্শ্ববর্ত্তী সড়কে সৈন্য-সজ্জা, বাদ্য, হস্তী অশ্ব, চতুর্দ্দোল, বাজী প্রভৃতি প্রদর্শন হইত। কাংজিক্ষেত্রে সামুহাঙ্গোবা জোড়া হাতীর উপর সিংহাসন উপস্থিত করিবামাত্র মহারাজ নৌকা হইতে চতুর্দ্দোলে তীরে পৌছিয়া একটী ক্ষুদ্র হস্তীপৃষ্ঠে পদ স্থাপনে জোড়া হাতীতে উঠিতেন তখন সামুহাঙ্গোবা মাহুতের কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া মহারাজকে কাংজিক্ষেত্রে পৌছাইয়া দিতেন। মহারাজ

আবোহণের ন্যায় অবরোহণ করিয়া উপবেশন গৃহে বসিয়া কাংজি খেলা দেখিতেন এ খেলাতে সমস্ত রাজভ্রাতা, রাজ কুমারেরা ও প্রধানেরা স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রদর্শণ করিতেন। এইরূপে সপ্তাহকাল অপরাহ্ণ ৩টার সময় হইতে আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত ক্রীড়া কৌতুক হইত। মহারাজ পাট হইতে বহির্গমন সময়ে একটীও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে আর একটী তোপধ্বনি করা হইত। এ নিয়ম সর্ব্বদাই কেবল মহারাজের জন্য মাত্রছিল, অন্যান্য ভ্রাতাদিগের জন্য বিগুলধ্বনি প্রচলিত ছিল। বাৎসরিক হিয়াং উপলক্ষে যে কাংজি খেলা হইত, তাহার জয়-পরাজয়ের দ্বারা মহারাজ বাৎসরিক শুভাশুভ নির্ব্বাচন করিতেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের হিয়াং মহারাজ সুরচন্দ্রের পক্ষে জয়লাভ হওয়াতে মহারাজের ভ্রাতারা পরাজিত টেকেন্দ্রজিতের পক্ষকে ব্যঙ্গ করে, সুতরাং ইহাও ভ্রাতৃ বিরোধের আর এক বিশেষ কারণ।

মন্ত্রণা।

এই সময়ে আর এক ঘটনা হয় এবং তাহাই ভ্রাতৃবিরোধের শেষ ফল সুরচন্দ্র সিংহের রাজ্যচ্যুতির প্রধান কারণ। পলিটিকেল এজেণ্টের কেরানী রসিকলাল কুণ্ড কাছাড়ে ৩০্ টাকা বেতনে পব্লিকওয়ার্কে মহরের ছিল। ইংরেজী লেখাপড়া রীতিমত না জানিলেও হাতের লেখা অতি সুন্দর দর্শনে তদানীন্তন পলিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল জনষ্টোন সাহেব ইহাকে মাসিক ৫০্ টাকা বেতনে কেরানী নিযুক্ত করিয়া মণিপুরে আনয়ন করেন। ক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসর এই কার্য্যে থাকাতে ৫০্ হইতে ১৫০্ টাকা পর্য্যন্ত ইহার বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে। দীর্ঘকাল অবস্থান প্রযুক্ত রাজভ্রাতা বিশেষতঃ মহারাজের সহিত বিশেষ পরিচয় ও প্রণয় হওয়াতে রসিকলাল কাছাড় হইতে নানারূপ পণ্যদ্রব্য আনাইয়া মহারাজের মাশুল না দিয়া বিক্রয় করিত। এরূপ বাণিজ্যে বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইতেছিল। রাজদত্ত দাস দাসী ও ভূসম্পত্তি ভিন্ন পর্ব্বোপলক্ষে পার্ব্বণী সিধা-সামগ্রী পাঁচ রকম আয় ছিল, কিন্তু "তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ" রসিকলাল ক্রমশই আয়বৃদ্ধির পথ দেখিতে লাগিল। পাকাসিংহ ব্রহ্ম হইতে বন্য চা-বীজ পাঁচ সাত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া বেগার নাগাযোগে কাছাড় পৌছাইয়া চা-করদিগের নিকট ৭০।৮০্

টাকা দরে প্রতি মণ বিক্রয়ে বাৎসরিক ১৩।১৪ হাজার টাকা লাভ করেন দেখিয়া রসিকলালের লোভ বাড়িয়া গেল। নিবাস শ্রীরামপুর হইতে স্বীয় অনুজ হীরালাল ও সম্পর্কীয় মাতুল শিবকৃষ্ণ দত্তকে মণিপুরে আনাইয়া পাকাসিংহ হইতে চা-বীজ-গ্রহণে কাছাড়ে বিক্রয় করিতে পাঠায়। বিক্রয় করিয়া মণকরা কিছু আত্মসাৎ করাতে পাকাসিংহ তাহা জানিতে পারিয়াও তৎসম্বন্ধে প্রকাশ্যে কিছুই বলেন নাই। তিন চারি মাস পরে পরবৎসরের চা-বীজ হস্তগত করিতে মনঃস্থ করিয়া শিবকৃষ্ণ দত্ত পাকাসিংহসমীপে প্রার্থনা করেন। পাকাসিংহ, রসিকলালের অনুরোধে বীজ সংগ্রাহিত হইলে দিবেন বলিয়া উত্তর দেন। পাকাসিংহের এই মৌখিক বন্দোবস্তের প্রতি নির্ভর করা অযৌক্তিক ভাবিয়া শিব বাবু তাঁহাকে লিখিত একরারনামা দিতে বলেন। পাকাসিংহ নিজ বাক্যের প্রতি বিশ্বাসহীনতাবশত লিখিত একরার নামার প্রার্থনা শ্রবণে তাহা দিতে অসম্মত হয়েন। তাহার পর শিবকৃষ্ণ নিজেই ব্রহ্মা হইতে বীজ আনয়ন করিতে সমর্থ, এরূপ দম্ভ করাতে পাকাসিংহ স্বীয় অনুচর দ্বারা তাহাকে বাহির করিয়া দেন। শিবকৃষ্ণ দত্ত অপমানিত হইয়া স্বীয় ভাগিনেয় রসিকলালের নিকট সবিশেষ বলাতে রসিকলাল, পাকাসিংহের অহিতসাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, বিপক্ষ যুবরাজ, সেনাপতি, আঙ্গৌসিংহ এবং জিলাকুম্বার সহিত মিলিত হইল। জিলাকুম্বার সহিত রসিকলালের কিছু সম্বন্ধ আছে। জিলাকুম্বার ভগিনী রাজকুমারী অমুসেনার সহিত রসিকলালের স্ত্রীর সখ্যভাব ছিল, সুতরাং সখীভ্রাতার ইষ্টসাধন রসিকলালের সৌহৃদ্যপরিচায়ক হইয়া উঠিল। পলিটিকেল এজেন্টের আপিসে ১৪ বৎসর কেরানীগিরি করিয়া পলিসী (যুক্তি) রসিক বাবু অনেক প্রকার অবগত, সুতরাং পাকাসিংহের অনিষ্টসাধন জন্য এক পলিসী খাটাইতে প্রবৃত্ত হইল।

মর্ম্মাহত বা বিপদাশঙ্কিত ব্যক্তিকে অভয়বাক্যে আশ্বস্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শনে বিশ্বস্ত করিলেই বিপন্ন লোক প্রসন্ন হয়। বৈমাত্রেয় রাজপুত্রদিগের স্বার্থের ব্যাঘাত জন্মিতেছিল, বিবাদও তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়াছিল, এমন সময়ে রসিকলাল মনের মত কথা বলিয়া, প্রথমে তাঁহাদিগের কান্না কাঁদিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাকাসিংহ কর্ত্তৃক স্বীয় মাতুলের অবমাননার কথা ব্যক্ত করিল।

পরস্পরে সহানুভূতি প্রদর্শনে যুক্তি স্থির হইল, যে কোন প্রকারে গ্রিমউড সাহেবকে হস্তগত করিতে পারিলেই সুবিধা ঘটিবে এবং তজ্জন্যই সাহেবকে বশীভূত করিবার মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ আরম্ভ হইল।

গ্রিমউডচরিত্র।

গ্রিমউড সাহেব শ্রীহট্টের অন্তর্গত করিমগঞ্জের এসিষ্টাণ্ট কমিসনরী হইতে মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়া, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে মিঃ গ্রিম্রোজ সাহেবের নিকট চার্জ্জ গ্রহণ করেন। মণিপুরে কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে হইত না। ছয় মাস রেসিডেন্সি বাঙ্গলায় বসিয়া বসিয়া পেনসন ভোগ করিতেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে আসাম বিভাগের ডিপুটীসার্জ্জন জেনেরাল ইটীসন সাহেব মণিপুরে পল্টন পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পথে স্থানে স্থানে পুল না থাকাতে বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিয়া মণিপুরে পৌছামাত্র পর্য্যবেক্ষণ অভাবে পথের অতীব শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে গ্রিমউড সাহেবের বিরুদ্ধে যে রিপোর্ট করেন, তদনুসারে গ্রিমউড মণিপুরে নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় ও অকর্ম্মণ্য বিবেচিত হইয়া আসামের জোরহাটের এসিষ্টাণ্ট কমিসনরপদে বদলী হইয়াছিলেন এবং পলিটীকেল এজেণ্টপদে গারোহিলের একটীং ডিপুটী কমিসনর মিঃ হিত সাহেব ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি কার্য্য গ্রহণ করেন। রাজসরকার হইতে ঘোড়ার দানা, জ্বালানী কাট, আণ্ডা, হাঁস, কবুতর, মুর্গী, চাউল নানাপ্রকার উপঢৌকন মিলিত, জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর, স্থান রমণীয়, কাজ কর্ম্ম কিছুই করিতে হয় না, বেতনও অন্যপদাপেক্ষা অধিক, সুতরাং মিঃ গ্রিমউড্ মণিপুরের প্রতি আন্তরিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই মণিপুর পরিত্যাগ সময়ে অশ্রুপাত করিতে করিতে যাত্রা করেন। হিত সাহেব দুর্ভাগ্যক্রমে ১৪ই ফেব্রুয়ারি উদরাময় পীড়াক্রান্ত হইয়া ৪ঠা এপ্রিল মানবলীলা সংবরণ করেন। রেসিডেন্সি হাস্পাতালের নেটীভ ডাক্তার লছমনপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কোন চিকিৎসক হিতের চিকিৎসা করিতে পারেন নাই। নিদানকালে কহিমার সিভিলসার্জ্জনের জন্য টেলিগ্রাফ করা হয়, কিন্তু সিভিলসার্জ্জন পৌছিবার পূর্ব্বরজনীতেই হিতের মৃত্যু হয়, সুতরাং ডাক্তার সাহেব মৃতের কবর দেওয়া ভিন্ন অন্য

কিছুই করিতে পারেন নাই। এ দিকে গ্রিমউড্ জোরহাটে পৌঁছামাত্র তাঁহার মেম, শিলংশৈলবিহারে যাত্রা করেন। শিলং আসামের বর্ত্তমান রাজধানী। গ্রীষ্মের সময় সাহেবগণ সশীবন্ধেবনে উপস্থিত হইয়া আমোদ আহ্লাদে দিন কর্ত্তন করেন। তথায় গ্রিমউড্পত্নী সাহেবদিগের সহিত পিরীতপ্রণয় জন্মাইয়া হিতের মৃত্যুর পর গ্রিমউড্ সাহেবকে পুনরায় মণিপুরে পূর্ব্বপদে নিয়োগে সহায়তা করেন। অধিকন্তু মণিপুর হইতে প্রিন্স পাকাসিংহের অনুরোধে তাঁহার পরম বন্ধু গ্রিমউডের জন্য মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহ আসামের চিপকমিসনর সমীপে সানুরোধ টেলিগ্রাফ করেন, সুতরাং সোনায় সোহাগা মিলিল; গ্রিমউড মে মাসে পুনরায় মণিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এতদ্ভিন্ন দুইমাস পূর্ব্বে অযোগ্য বিবেচিত বিধায় অপসৃত হইয়াও অকস্মাৎ কোনগুণে গ্রিমউড মণিপুরে পুনঃ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর। মেমসাহেব ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে ডিসেম্বর এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২৪ মাসের মধ্যে ১৯ মাস স্বামী পরিত্যাগে শিলংশৈলবিহারে থাকিয়া, একাকিনী শীতল হইতেছিলেন, আর এ দিকে সাহেব একাকী মণিপুরে কাজ কর্ম্ম অভাবে মণিপুরীভাষা শিক্ষা, ফটোগ্রাফে ছবি তুলিতে অভ্যাস ও নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকে লিপ্ত থাকিয়া রঙ্গরসে কালকর্ত্তন করিতেছিলেন। মৃত গ্রিমউড সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই সঙ্গত, কিন্তু মণিপুর প্রহেলিকাভেদ সময়ে স্বকপোলকল্পিত কোন অলীক রটনা যেমন দূষণীয় হইবে, তেমনই কোন প্রকৃত ঘটনা গোপন বা উল্লেখ না করাও দোষাবহ জ্ঞানে যথার্থ কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। রসিকলালের পলিসী অনুসারে সাহেবকে সন্তুষ্ট ও বশীভূত করণাশয়ে টেকেন্দ্রজিৎ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবী অমঙ্গলের সূত্রপাত ও স্বীয় স্বার্থের ব্যাঘাতজনক জ্ঞানে পাকাসিংহ নিবারণ-জন্য যত্ন পাইতে লাগিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এক দিন সেনা-পতি টেকেন্দ্রজিৎ কতিপয় অপ্সরীর সহিত একনৌকাতে আর একদল বিদ্যাধরী সহকারে গ্রিমউড সাহেব অন্য নৌকায় রেসিডেন্সির সরোবরে যে প্রকাশ্য জলক্রীড়া করেন, তাহা অনেকেই দেখিয়াছিল। একদিন গ্রিমউড সাহেব স্বীয় বাঙ্গলার মধ্যে নির্জ্জন কামরায় কতিপয় রমণীর বিচিত্র ফটোগ্রাফ

চিত্র তুলিয়াছিলেন। কার্য্যসমাধান্তে সুন্দরীরা রেসিডেন্সি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পথে পাকাসিংহের বাহন ইবেমাচাওবী কর্ত্তৃক ধৃত ও অবরুদ্ধ হয়। সাহেব সমাচার প্রাপ্তে স্বীয় চাপরাসী সহযোগে উহাদিগকে সেনাপতির সমীপে পাঠায়া দেন এবং এই উপলক্ষে পাকাসিংহ ও গ্রিমউডের মধ্যে কথান্তর ও মনান্তর ঘটে। ব্রিটিশ প্রতিনিধির সহিত মনান্তর হইলেই সে রাজ্যকক্ষার শনি রন্ধ্রগত হইয়া উঠেন, সুতরাং গ্রিমউড সাহেবের সহিত মনান্তর ঘটনাই সুরচন্দ্র সিংহের রাজ্যচ্যুতির মূল। রসিকলালের পলিসী খাটিল, টেকেন্দ্রজিতের মোহিনীমন্ত্র লাগিল, গ্রিমউড টেকেন্দ্রজিতের অভিন্নহৃদয় বন্ধু হইয়া উঠিলেন, মণিপুর-রাজ্যের ভিত্তি টলিল এবং সুরচন্দ্র সিংহ বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

শেষ ফল।

এইরূপে পূর্ব্বাপর সমস্ত কারণে ভ্রাতৃবিরোধ ক্রমে দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। সুরচন্দ্র সিংহ ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া এক সদুপায় অবলম্বন করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ই তারিখ মহাবলী বনমধ্যে বিগ্রহ মহাবলীর সমক্ষে সমস্ত ভ্রাতাদিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ও মনোমালিন্য পরিত্যাগ জন্য সকলকেই মহারাজ অনুরোধ করিলেন। ভ্রাতারাও সম্মিলনে সম্মত হইয়া স্ব স্ব তরবারী গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, বিনা কারণে কেহই প্রথমে ভ্রাতৃবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না। সকলেরই দীর্ঘকাল-নিহিত মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়া গেল। ভ্রাতাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রণাম আশার্ব্বাদ, সম্ভাষণ ও কোলাকুলির ধুম লাগিয়া গেল। সকলে সম্প্রীতমনে একত্রে ভোজন করিয়া পাটে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সম্মিলনের ঘোষণাসূচক পাঁচটী তোপধ্বনি হইল। কিন্তু পাকাসিংহের মন তৃপ্ত হইল না, তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের নানারূপ ষড়যন্ত্রের কাল্পনিক বিভীষিকা দর্শন করিতে লাগিলেন। তিলে তাল করিয়া পূর্ব্বতানেই গাইতে লাগিলেন এবং গোপনে স্বপক্ষের পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পাকাসিংহের অসদভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া আঙ্গৌ সিংহ ও জিলাকুম্বা আত্ম-দলবল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই সেনাপতি টেকেন্দ্রজিৎ

কোন কোন পল্লীর নাগা ও মুসলমানদিগকে ভোজদানে সন্তুষ্ট করিয়া, স্বদল বৃদ্ধি করিতেছিলেন। মহাবলী রণে সমবেতের পরেই পাথরী দ্বারা প্রস্রাব অবরুদ্ধ হওয়াতে টেকেন্দ্রজিৎ ভয়ানক কষ্ট পাইতেছিলেন। রেসিডেন্সির ডাক্তার লছমনপ্রসাদের চিকিৎসায় যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেও সেনাপতি দুর্ব্বল ছিলেন। ২২শে সেপ্টেম্বর প্রাতে জিলাকুম্বা ও আঙ্গৌসিংহকে নিরস্ত্র করা হইবে এরূপ জনরব উঠিল। তৎশ্রবণে উঁহারা প্রাণ থাকিতে অস্ত্র-ত্যাগ করিবেন না এরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ২১শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় যুবরাজ কুলচন্দ্র সিংহ নিজগৃহে আঙ্গৌসিংহ ও জিলা-কুম্বাকে ডাকিয়া নানারূপ প্রবোধবাক্যে এরূপ অশুভ উদ্যমে নিরস্ত করিয়া মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহ সমীপে উঁহাদিগের নিবৃত্তির বিষয় জানাইয়া তাঁহাকে নিঃশঙ্কিত করিলেন। পাকাসিংহ যুবরাজের এরূপ স্তোকবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া মহারাজকে সতর্ক থাকিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যুবরাজের বাক্যে ধ্রুব বিশ্বাস করাতে পাকা-সিংহের প্রদত্ত সুপরামর্শ কুপরামর্শজ্ঞানে তাঁহাকেই যত অনর্থের মূল বলিয়া মহারাজ বহু তিরস্কার করিলেন, তখন পাকাসিংহ ক্ষুণ্নমনে নিজে আবাস স্থানে চলিয়া গেলেন।

এদিকে বালকস্বভাব চপল মতি আঙ্গৌ সিংহ ও জিলাকুম্বা কুলোকের মন্ত্রণায় পুনরায় উত্তেজিত হইয়া ঐ রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়ে স্ব স্ব দলবল সহকারে পাটের অন্তঃপুরমধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া অলক্ষ্যে বন্দুকধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহ জাগরিত হইয়া প্রাণভয়ে পরিধেয় এক-মাত্র বস্ত্র সহকারে গুপ্তপথে পলাইয়া প্রথমে পাটের বহির্ভাগে উত্তর দিকে নরসিংহ বিগ্রহের বাটীতে অবস্থিত পাকাসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রতিকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে অকস্মাৎ মধ্যরাত্রিযোগে বন্দুকধ্বনি শুনিয়া বিঘ্ন আশঙ্কায় সেনাপতি টেকেন্দ্রজিৎ রুগ্ন শরীরেও কতিপয় অনুচর সহকারে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর আঙ্গৌসিংহ ও জিলাকুম্বা সুরচন্দ্র সিংহ মহারাজ রাজপুরী পরিত্যাগে পলায়ন করাতে জয়লাভ দর্শনে জয়ধ্বনিসূচক পাঁচবার তোপধ্বনি করিলেন। তখন প্রজাবর্গ অচিরাৎ পুরীমধ্যে দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। পাকাসিংহ ও সুরচন্দ্র

সিংহ নিরুপায় হইয়া প্রাণভয়ে পলিটিকেল এজেণ্টের বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কুলচন্দ্র সিংহ সন্ধ্যার সময় মহারাজসমক্ষে যেরূপ শান্তির বিষয় জানাইয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাঁহার অন্যথা দর্শনে লজ্জিত হইয়া নগর ত্যাগে কাছাড়ের পথে প্রায় ৮ মাইল ব্যবধানে বুড়ীর বাজার নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। গ্রিমউড্ সাহেব সময় পাইয়া শরণাগত সুরচন্দ্র সিংহকে বিশেষতঃ পাকাসিংহকে বিদ্রূপ ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পরদিন সোমবার প্রাতে সুরচন্দ্র সিংহ, টেকেন্দ্রজিৎ ও গ্রিমউড্ সাহেব প্রত্যেকেই আসামের চিপ্ কমিসনার সাহেব সমীপে পৃথক্ পৃথক্ টেলিগ্রাফ করিলেন। মঙ্গলবার চিপ্ কমিসনারের টেলিগ্রাফিক উত্তরে গবর্ণমেণ্টের আদেশ অবগত হওয়া গেল, এবং তদনুসারে কুলচন্দ্রসিংহ রাজা, টেকেন্দ্রজিৎ যুবরাজ, অঙ্গৌসিংহ সেনাপতি এবং জিলাকুম্বা সামুহাঙ্গোবা হইলেন। আর ৪০ জন সিপাহির রক্ষণে সুরচন্দ্র সিংহ স্বীয় সহোদরত্রয় এবং অনুচরবর্গ সহকারে কাছাড়ে প্রেরিত হইলেন। সুরচন্দ্র সিংহ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কাছাড়যাত্রার পূর্ব্বে রাজত্ব ত্যাগে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিবেন বলিয়া যে পত্র রেসিডেন্সি হইতে স্বহস্তে মণিপুরী ভাষায় সেনাপতি টেকেন্দ্রজিৎকে লিখিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"মদ্দানুজ সেনাপতি সমীপে আমার অনেক বক্তব্য আছে। আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব এ ভরসা নাই। আমি তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, আমি একবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইতে বাসনা করি, কিন্তু পদব্রজে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য, অতএব অনুজ ভ্রাতঃ! তুমি দয়া করিয়া অগ্রজের বৃন্দাবন গমনে ব্যবস্থা করিয়া দিবে এবং আমাদিগের মৃত পিতা মহারাজের অনুরোধে সাগোলহাঙ্গোবা পাকা সেনা, যদিও সে তোমার বিরুদ্ধে বহু অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তুমি অবশ্যই তাহাকে ক্ষমা করিবে এবং তুমি তদ্রূপ করিয়াছ আমি ইহা শুনিতে চাই। ইতি।

শ্রীসুরচন্দ্র সিংহ।

১৮১২ শাক, ভাদ্র শুক্ল ৯ই মঙ্গলবার।

মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহের অভিযোগে গবর্ণমেণ্টের বিচার।

মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহ রাজ্যচ্যুত হইয়া বৃন্দাবনগমন ভানে কলিকাতায় আগমনে স্বরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তি কামনায় গবর্ণমেণ্ট সমীপে অভিযোগ করাতে লর্ড ল্যান্সডাউন মন্ত্রীসভাধিবেশনে কিরূপ বিচার করিলেন, অবগত হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি, রাজপ্রতিনিধি সমীপে বর্ত্তমান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে টেলিগ্রাফযোগে ভ্রাতৃবিরোধ নিবন্ধন মণিপুরে বিপ্লব সঙ্ঘটিত হওয়াতে মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহের রাজ্য পরিত্যাগসম্বন্ধে স্থানীয় বৃটিশ কর্ম্মচারিদিগের কার্য্যকলাপবিবরণ অনুসন্ধান করাতে প্রত্যুত্তরে রাজপ্রতিনিধি ২১শে ফেব্রুয়ারি যে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই ;—

"ভ্রাতৃবিরোধনিবন্ধন মহারাজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার তিন জন ভ্রাতা ২১এ সেপ্টেম্বর প্রাসাদ আক্রমণ করাতে তিনি রেসেডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পলিটিকেল এজেণ্ট মহারাজের অঙ্গরক্ষা সম্বন্ধে আশ্বাসপ্রদানান্তর মধ্যস্থ হইয়া বিরোধ মিটাইয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া রাজ্য ছাড়িয়াছেন। এই উপপ্লবের পূর্ব্বেও তিনি রাজ্যত্যাগে উদ্যত ছিলেন। তাঁহার অনুজ ও উত্তরাধিকারী যিনি এই বিপ্লবে লিপ্ত ছিলেন না, আমাদিগের অনুমোদন সাপেক্ষে রাজ্যভার গ্রহণে অনুমতি পাইয়াছেন। মহারাজ ইহার পরে স্বীয় পরিত্যাগ পত্র অস্বীকৃত হইয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি জন্য আপিল করিয়াছেন। চিপ্ কমিসনার মহারাজকে হীনবীর্য্য ও রাজ্যরক্ষণে অযোগ্য বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান রাজ্যভার প্রাপ্ত রাজাকে স্থায়ী রাখিতে উপদেশ দেওয়াতে আমরা সম্মত হইয়াছি। সবিস্তার বিবরণ ডাকে প্রেরিত হইল। আমাদিগের অভিমত চিপকমিসনার কর্ত্তৃক মনিপুরে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে রাষ্ট্র করিবেন না। চিপ্‌কমিসনার ঐ রাজ্যে শীঘ্রই যাইতেছেন।"

পাঠক! এস্থলে জানিয়া রাখিবেন যে, চিপকমিসনার কুইণ্টন সাহেব পূর্ব্বে কথনও মণিপুর দর্শন করেন নাই কিংবা সুরচন্দ্র সিংহ মহারাজের সহিত পরিচিত ছিলেন না। অপিচ পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিমউড সাহেবের পত্রমাত্র বিশ্বাস করিয়া তিনি মহারাজকে হীনবীর্য্য ও রাজ্যশাসনে অযোগ্য বলিয়া কুলচন্দ্রধ্বজসিংহকে সিংহাসনে স্থায়ী রাখিতে ভারতবর্ষের মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত মহামান্য রাজ-প্রতিনিধিকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট উপদ্রব-ঘটিত পত্র ও টেলিগ্রাফসম্বলিত যে পত্র ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে ষ্টেট সেক্রেটারি সমীপে লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম ২১শে ফেব্রুয়ারির টেলিগ্রাফের প্রায় অনুরূপ, অধিকন্তু গবর্ণমেণ্ট ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহকে মনিপুররাজ্যে পুনঃস্থাপিত করা দৃশ্যতঃ সঙ্গত বিবেচিত হইলেও ইনি নিতান্ত হীনবীর্য্য ও আত্মরক্ষণে অযোগ্য বিধায় ইহার স্থায়িত্ব রক্ষণে বারম্বার ব্রিটিশ সাহায্য প্রয়োজনীয় হইবে, এজন্য আসামের চিপ-কমিসনর সমীপে গবর্ণমেণ্টের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রানুসারে বিচার শেষ করা হয়। স্থলান্তরে এই বিচার-ফল-জ্ঞাপক পত্র পাঠক দেখিতে পাইবেন। এস্থলে বিপ্লব সম্বন্ধে পলিটিকেল এজেণ্টের ২২শে সেপ্‌টেম্বরের টেলিগ্রাফ প্রাপ্তে চিপকমিসনার কি উত্তর দিয়াছিলেন দেখা উচিত।

গ্রিমউড সাহেবের ২২শে সেপ্টেম্বরের প্রথম টেলিগ্রাফ।

"রাত্রিযোগে রাজভ্রাতারা প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছে। মহারাজ পলাইয়া রেসিডেন্সিতে আসিয়াছেন। যদি আক্রান্ত হয়েন, যতক্ষণ সাধ্যরক্ষা করিব।"

ঐ তারিখের দ্বিতীয় টেলিগ্রাফ।

"সেনাপতি ও তুইভ্রাতা প্রাসাদ অধিকার করিয়াছে। যুবরাজ ও তিন ভ্রাতা মহারাজের সহিত রেসিডেন্সিতে আছেন। প্রহরী ভিন্নও ৬৫ জন বন্দুকধারী সিপাহিমাত্র আছে, কি করি উপদেশ দিউন। রেসিডেন্সি আক্রান্ত হইবে এরূপ আশঙ্কা করিবেন না, কিন্তু মহারাজ ও তদীয় সহোদরেরা সেনাপতিকে আক্রমণ জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।"

পাঠক জানিয়া রাখুন যুবরাজ কুলচন্দ্র মহারাজ ও ভ্রাতাদিগের সহিত রেসিডেন্সিতে উপস্থিত ছিলেন না অথচ গ্রিমউড সাহেব যুবরাজ ছিলেন

বলিয়া টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন, এ বড় সহজ ভ্রম নহে। যাহা হউক, প্রত্যুত্তরে চিপকমিসনর জেনেরাল অফিসর কমণ্ডিং সহ মন্ত্রণাক্রমে যে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—

"রেসিডেন্সি রক্ষা কর, উভয়পক্ষে মিটাইয়া দিতে চেষ্টা কর, প্রয়োজন হইলে সৈন্যের জন্য কহিমাতে তার কর, কমাণ্ডিং অফিসর ২০০ সিপাহি-প্রেরণে অনুমতি পাইয়াছে। আত্মরক্ষা কর, কিন্তু বিরোধী হইবার কারণ না দেখাইয়া বিনানুমতিতে তদ্রূপ হইও না।"

ইহা উত্তম পরামর্শ। এতদনুযায়ী কার্য্য করিলে গ্রিমউড সহজেই মিটাইয়া দিতে পারিতেন, কারণ উভয় পক্ষের কেহই ব্রিটিশপ্রতিনিধির অবাধ্য হইত না। কিন্তু ২৩শে সেপ্টেম্বর চিপকমিসনরসমীপে তিনি পুনরায় যে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"মহারাজ যুবরাজের অনুকূলে রীতিমত রাজ্যপরিত্যাগপত্র লিখিয়া দিয়া ফকীর হইয়া বৃন্দাবন যাইতেছেন। ইহা তাঁহার নিজের ইচ্ছা। রেসিডেন্সিতে তাঁহার নিরাপদসম্বন্ধে আমি দায়ী, এ কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু রেসিডেন্সির মধ্যে সৈন্যসংগ্রহ করিতে দিই নাই। ইহাও বলিয়াছি যে, একবার রাজ্য পরিত্যাগ করিলে তিনি পুনরায় মণিপুর কি কাছাড় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন না; কিন্তু তিনি নিজসিদ্ধান্তে ব্যগ্র। সেনাপতি, মহারাজের পাথেয় ব্যবস্থা করিয়া দিতে সম্মত। ইহাই আমার মতে উত্তম সিদ্ধান্ত। যুবরাজ উভয় পক্ষ হইতেই অন্তরে ছিলেন এবং যদি আপনি অনুমোদন করেন, ইনি মহারাজ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারেন। মহারাজ অদ্যই রাত্রিযোগে মণিপুর ছাড়িবেন। আমি ৪১ জন সিপাহি দিলাম, পাকাসিংহও যাইবে; কারণ সে-ই সকল কষ্টের ও নষ্টের মূল।"

মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহ প্রাসাদ হইতে বিদূরিত হইয়া, কি কারণে রাজ্যত্যাগে বৃন্দাবন যাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ টেলিগ্রাফ ও পত্রানুসারে ব্যক্ত হইবে। কিন্তু পলিটিকেল এজেণ্ট চিপকমিসনার সাহেবের কোন আদেশ পাইবার পূর্ব্বেই আক্রোশবশতঃ পাকাসেনাকে "সকল কষ্টের ও নষ্টের মূল" বলিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত মহারাজকে ৪১ জন সিপাহির রক্ষণে কাছাড় পাঠাইয়া দিলেন। এই টেলিগ্রাফের উত্তরে চিপকমিসনর স্বীয়

অনুমোদন জ্ঞাপন করিয়া সবিশেষ রিপোর্ট করিতে বলাতে গ্রিমউড সাহেব ২৫শে সেপ্টেম্বর যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য। কিন্তু পাঠক! স্মরণ রাখিবেন যে, কুলচন্দ্র সিংহকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে গ্রিমউড স্বয়ং অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাতে সুরচন্দ্র বা টেকেন্দ্রজিতের অনুরোধ, উপরোধ অথবা কুলচন্দ্রের নিজের প্রার্থনা কিছুই দৃষ্ট হয় না। চিপকমিসনরসমীপে গ্রিমউড সাহেবের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র।

১। ২২শে সেপ্টেম্বর রাজপ্রাসাদের গোলযোগ বশতঃ মহারাজের পলাইয়া রেসিডেন্সিতে আগমন ও তদনন্তর তাঁহার রাজ্যত্যাগের সিদ্ধান্ত ইতিপূর্ব্বে টেলিগ্রাফযোগে রিপোর্ট করা হইয়াছে। সম্প্রতি সবিস্তার বিবরণ চিপকমিসনর সাহেবের অবগতিজন্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

২। কি ঘটিয়াছে, আমি প্রথমে তাহাই বর্ণন করিব, তদনন্তর ঘটনার কারণ এবং শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তনে রাজ্যের ভাবী ফলাফল মীমাংসা করিব।

উপপ্লব।

(প্রথমাধ্যায়।)

৩। সোমবারের পূর্ব্বরাত্রি অনুমান ২টার সময় প্রাসাদমধ্যে ক্রমাগত বন্দুকধ্বনি দ্বারা আমি জাগরিত হইয়াছিলাম। ঘটনার কোন সংবাদ প্রথমে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব হইয়াছিল। রেসিডেন্সিগারদের সমস্ত সিপাহিরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছিল এবং আমি লংথাবালে পল্টনের অফিসর কমাণ্ডিং সমীপে সমাচার পাঠাইয়া দিলাম। রেসিডেন্সি পর্য্যন্ত কয়েকটী গুলি আসিয়াছিল, সুতরাং গুলিমারা অবশ্যই এলোমেলো ভাবে চলিতেছিল। প্রায় ২৷৹ টার সময় মহারাজ স্বীয় অনুজ পাকাসেনা ও দুই তিনজন অনুচর সহকারে রেসিডেন্সিতে আসিয়াছিলেন। উঁহারা অত্যন্ত ভীতিবিহ্বল দৃষ্ট হয়েন। মহারাজ বলেন যে, তাঁহার অবস্থান-প্রকোষ্ঠে কেহ গুলিমারাতে তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছেন। অবশ্যই তিনি হঠাৎ এরূপ আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কতকগুলি লোকজন সংগ্রহ করিয়া প্রভাত পর্য্যন্ত প্রাসাদের মেগজিন অধিকার করিয়া থাকিতে পাকাসেনাকে আমি বলিয়াছিলাম; কিন্তু সে কিছুই করিল না। অনতিবিলম্বে মহারাজের দুইটী

ভ্রাতা ও মণিপুরীরা পৌঁছে। ইহাদিগের কোন কোন লোকের হস্তে বন্দুক ছিল; কিন্তু অধিকাংশই নিরস্ত্র দৃষ্ট হয়। রেসিডেন্সি বাঙ্গালার দরবার প্রকোষ্ঠ মহারাজের অবস্থান জন্য দিয়াছিলাম। প্রাসাদমধ্যে ক্রমাগতই গুলি চলিতেছিল, কিন্তু ইহা একপক্ষের বলিয়া আমার অনুমান হইয়াছিল।

৪। প্রভাত হইবা মাত্রই শুনিলাম, সেনাপতি ভুলার হাঙ্গোবা ও জিলা সিংহ (মহারাজের পঞ্চম ও সপ্তম ভ্রাতা) রাজপুরী, ৪টী পার্ব্বত্য তোপ ও মেগজিন অধিকার করিয়াছে। যুবরাজ বাটী ছাড়িয়া কাছাড়পথে গিয়াছেন। দরবারে আসনপ্রাপ্ত মন্ত্রীদিগের মধ্যে মাত্র একজন আইয়া পুরেল সেনাপতির নিকট ছিল, থাঙ্গাল প্রভৃতি অবশিষ্ট সকলেই রেসিডেন্সিতে আসিয়াছিল। প্রভাত সময়ে লংথাবাল হইতে লেপ্‌টেনাণ্ট ব্রেকেনবরি ৪০ জন সিপাহি তথায় পাহারা জন্য রাখিয়া ২৫ জন সিপাহি সহকারে পৌঁছেন। আমরা যুদ্ধ করিয়া পাট অধিকার করিব, ইহা আশাতীত বিবেচনায় রেসিডেন্সিরক্ষণে নিযুক্ত হইলাম। রেসিডেন্সিবাংলার খড়ের চাল পুড়িয়া গেলেও নিম্নতল এইরূপ ঘটনাসময়ে আশ্রয়স্থল হইবে বলিয়াই স্যার জেমস্ জনষ্টোন কর্ত্তৃক উহা ইষ্টক দ্বারা দুর্ভেদ্যরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রেসিডেন্সি আক্রমণ করা হইবে এ সম্ভাবনা অল্প, কিন্তু মহারাজ ও অনুচরবর্গের অবস্থান বশতই ভয়ের কারণ ছিল।

৫। মহারাজের কতকগুলি লোক মুরচা (যুদ্ধস্থল) নির্দ্ধারণ ও সৈন্যসংগ্রহ জন্য রেসিডেন্সি হইতে চলিয়া যায়, কিন্তু অল্প কয়টী বন্দুক লইয়া উহারা কিছু করিতে পারিবে, আমার এ বিশ্বাস ছিল না।

৬। ইত্যবসরে আমি ২ জন চাপরাশী যোগে সেনাপতির নিকট পত্র পাঠাইয়া তাঁহাকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলি। মহারাজ এ স্থানে থাকাতে সেনাপতি আসিতে ভয় করে বলিয়া উত্তর দেয়। মহারাজকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে স্থাপন জন্য আমি সেনাপতিকে বিশেষ অনুরোধ করি এবং পাকাসেনার সহিত তাহার কলহের অনুসন্ধান করিব বলিয়া পত্র লিখিয়া ছিলাম। আমার চাপরাশী আসিয়া বলিল যে, পূর্ব্বরাত্রির ঘটনাতে কোন লোক হত্যা হয় নাই, কেবল মাত্র এক ব্যক্তি তরবারির অল্প আঘাত পাইয়াছে। মহারাজ ভীত হইয়া সর্ব্বস্ব ফেলিয়া অকস্মাৎ পলায়ন করাতেই

এরূপ হইয়াছে সন্দেহ নাই। যদি তিনি প্রভাত পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের সিপাহি তাঁহার সাহায্য করিত এবং তখন অবশ্যই ঘটনা অন্যরূপ হইত।

৭। অপরাহ্ণে এত লোক রেসিডেন্সিতে সমবেত হইয়াছিল যে, আমি উহাদিগকে, বিশেষতঃ অস্ত্রধারীদিগকে চলিয়া যাইতে বলি। কারণ রাত্রিতে কে কোন্ পক্ষের লোক স্থির করা কঠিন হইবে, আর কেহ একটী বন্দুকধ্বনি করিলে অন্ধকারে বিষম গণ্ডগোল হইয়া পড়িবে। ব্রেকেনবরি সাহেবের উপদেশ অনুসারে আমি এরূপ করিয়াছিলাম। কারণ রাত্রিযোগে আক্রমণ নিবারণ জন্য তিনিই সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছিলেন; কিন্তু ইহাতে মহারাজ মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন, কারণ তিনি বলিলেন, লোকে মনে করিবে আমি মহারাজকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। এই সময় হইতেই মহারাজ গদি ছাড়িয়া সন্ন্যাসি-বেশে বৃন্দাবন যাইবেন এইরূপ সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, হঠাৎ এরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া আগামী কল্য পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করুন, আমার সৈন্য দ্বারা যদিও যুদ্ধ করা অসম্ভব, তথাপি মহারাজের অঙ্গরক্ষা অবশ্যই করিব।

৮। সন্ধ্যার সময় চিপকমিসনর সাহেব হইতে এক টেলিগ্রাফ প্রাপ্তে মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দিতে আদেশ এবং কহিমা হইতে আবশ্যক হইলে ২০০ সৈন্য-প্রাপ্তির সংবাদ অবগত হইয়া পরদিন প্রাতে সাক্ষাৎ করিয়া সৈন্য-আনয়ন আবশ্যক হইবে কি না মীমাংসা করিব এরূপ সংবাদ সেনাপতির নিকট বলিয়া পাঠাই। রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইয়া যায়। প্রায় ২০০ মণিপুরী উপস্থিত ছিল, তন্মধ্যে মহারাজ তদীয় ভ্রাতৃত্রয় ও মন্ত্রিগণকে বাং-লার মধ্যে এবং অপর সকলকে বহির্গৃহে স্থান দিয়াছিলাম।

৯। পরদিন (মঙ্গলবার) প্রাতে মহারাজ আমাকে বলেন যে, তিনি স্বদেশ ত্যাগে বৃন্দাবন তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিবেন, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার গমনের আয়োজন ও সুব্যবস্থা করিয়া দিতে বলেন, কিন্তু যেন বড়চাওবার ন্যায় হাজারিবাগে প্রেরিত না হয়েন; তজ্জন্য বিনয় করেন। আমি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হই, কিন্তু তথনও বলিয়াছিলাম যে, তিনি এরূপ করিলে পুনরায় মণিপুর, কাছাড় কি শ্রীহট্টে

কখনই আসিতে পারিবেন না এবং ইহাও বলি যে, পাকাসিংহ অবশ্যই তাঁহার সঙ্গে যাইবে, অন্য ভ্রাতারা ইচ্ছামত থাকিতে বা যাইতে পারে।

১০। তদনন্তর মহারাজ রাজ্যত্যাগে বৃন্দাবনগমন ও যুবরাজকে রাজ্যদানে অভিমতসূচক এক পত্র সেনাপতিকে লিখেন। আমি পাটে যাওয়াতে সেনাপতি ও ভ্রাতারা মহারাজের এরূপ সিদ্ধান্তে মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ও তদীয় ভ্রাতাদিগের বৃন্দাবনগমনার্থ কাছাড় পর্য্যন্ত পৌঁছার সমস্ত সুব্যবস্থা করিয়া দিতে স্বীকৃত হয়েন এবং যাহারা মণিপুরে ইচ্ছামত থাকিবে, তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করা হইবে না, এরূপ প্রকাশ করেন। যুবরাজ কাছাড়ের পথে প্রায় ৮ মাইল দূরে থাকাতে সেনাপতি তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দেন। দুই তিন ঘণ্টা পরে যুবরাজ নগরে প্রত্যাগমন করিবা মাত্রই তাঁহার মহারাজ হইবার ঘোষণা প্রচারিত হয়।

১১। মহারাজের বৃন্দাবনগমনের সংবাদ রাষ্ট্র হইবা মাত্রই দলে দলে বহুসংখ্যক মণিপুরী মহারাজকে দেখিতে আসিয়াছিল এবং অনেকেই অল্পাধিক টাকা তাঁহাকে প্রণামী দিয়াছিল। মণিপুরীরা যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছিল, তাহাতে লোকে বলিতে পারে যে, মহারাজ প্রজাদিগের ভক্তিভাজন ছিলেন, কারণ সকলেই তাঁহার গমনে শোকাকুল হইয়াছিল।

১২। পাকাসেনা ও অপর দুইজন রাজভ্রাতা সামুহাঞ্জেবা ও গোপালসেনা এবং অনুচর সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ জন লোক মহারাজের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইল। থাঙ্গাল জেনেরাল ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ রাজপাটে নূতন মহারাজের অভ্যার্থনাজন্য যায় এবং মহারাজও উঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন।

১৩। মহারাজ অনুজ ও অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে রাত্রি ৭॥০ টার সময় যাত্রা করেন। কাছাড় পর্য্যন্ত পৌঁছাইবার জন্য আমি ৩৫ জন বন্দুকধারী প্রহরী সিপাহি দিয়াছিলাম। মহারাজের এইরূপে শীঘ্র যাত্রা করাই ভাল হইয়াছে। রেসিডেন্সিতে অবস্থান তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছিল, কারণ এখানে তিনি কিছুই আহার করেন নাই। অদূরবর্ত্তী মণিপুরীদিগের বাটীতে যাইয়া আহার করিতেও ভীত ছিলেন, এমন কি আমি ক্ষণকালের জন্য পাটে যাওয়াতেও ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থানে আমার প্রহরীদিগেরও কার্য্যবৃদ্ধি হইয়াছিল। বিশেষতঃ তিনি মণিপুর পরিত্যাগ

না করা পর্য্যন্ত লোকের মনে শান্তি ছিল না, এজন্য আমি আদেশ প্রতীক্ষা না করিয়াই নিজ দায়িত্বে মহারাজের মণিপুরত্যাগে কোন আপত্তি না করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি। এইরূপে মণিপুরের গত ইতিবৃত্তের লিখিত বহুল রাজপরিবর্ত্তনের ন্যায় আর একজন শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তন শেষ হইয়া গেল। এইবার ভাগ্যক্রমে শোণিতপাত হয় নাই।

১৪। মহারাজ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে স্বীয় অনুচরবর্গের হস্তস্থিত অস্ত্র আমার নিকট অর্পণ করিতে বলেন এবং প্রায় ২০টী বন্দুক ও কয়েকখানা তরবারি অর্পিত হয়। মহারাজ কতকগুলি চাবি ও একটী স্বর্ণালঙ্কার যুবরাজকে প্রদান জন্য আমার হস্তে দিয়াছিলেন।

১৫। মহারাজের বৃন্দাবনগমনে ধর্ম্মপথের পান্থ হইবার কল্পনা নূতন কথা নহে, কারণ কতক দিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি যে বৃন্দাবন যাইবেন, এরূপ জনরব হয় এবং তজ্জন্যই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভূমিক্রয়ের উদ্যোগ হইতেছিল সুতরাং তাঁহার এই সময়ে যাওয়াই অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহা হউক, কোন প্রকারে শোণিতপাত নিবারিত হইল, কারণ মধ্যস্থতায় সন্তোষজনক মীমাংসার সম্ভাবনা ছিল না।

বিপ্লবের কারণ।

১৬। সেনাপতির সহিত পাকাসেনার মনোবিবাদই এই বিপ্লবের প্রথম ও প্রধান কারণ এবং এ বিষয়ে আমি সময়ে সময়ে আমার দৈনিক বিবরণেও লিখিয়াছি। সেনাপতি ও তৎপক্ষীয় লোকদিগকে নানা কারণে পাকাসিংহ বিরক্ত করিতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে মহারাজ ভ্রাতাদিগকে সমাদরে ইতরবিশেষ ও সমানদৃষ্টিতে শাসন না করিয়া পাকাসিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে পাকাসিংহ যেমন লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিল, সেনাপতি কি মণিপুরী কি বিদেশীয় সকলেরই প্রীতি ও অনুরাগভাজন এরূপ কথা বলাতে আমি পাকাসিংহের পক্ষপাতী বলিয়া প্রতীয়মান হইব না। আমি তাহার প্রতি বন্ধুতাই প্রদর্শন করিতাম এবং মহারাজ তাহার হস্তে বিদেশীয় ব্রিটিশ প্রজাদিগের বিচারভার অর্পণ করা অবধি আমি তাহার কার্য্যকলাপে সন্তুষ্টই ছিলাম।

১৮। এইরূপে ভ্রাতৃদ্বয়মধ্যে বিচ্ছেদভাব দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছিল। কিন্তু যুবরাজ এত দিন পর্য্যন্ত শান্তিস্থাপনে প্রকাশ্য কলহ নিবারণ করিতেছিলেন। বর্ত্তমান ২২শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা অতি সামান্য কারণে সংঘটিত হয়। তুলারহাঞ্জোবা ও জিলাসিংহ মহারাজের পঞ্চম ও সপ্তম ভ্রাতা দ্বারা প্রথমে প্রাসাদাক্রমণ আরম্ভ হয়। কতিপয় দিবস পূর্ব্বে সেনাপতির নিকট গমনাগমনে রুষ্ট হইয়া, পাকাসিংহ তুলারহাঞ্জোবাকে তিরস্কার করে এবং তুলারহাঞ্জোবাও জ্যেষ্ঠ পাকাসিংহকে গালি দেয়। জিলাসিংহের বাঘ মারিতে যাওয়ার সময় সেনাপতি হইতে একজন বিগুলদার সঙ্গে লইয়াছিল। জিলাসিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণ বালক, রাজপদবীবিহীন বিধায় মহারাজ তাহার বিগুল কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং ইহাতে জিলাসিংহ অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্রোধান্বিত হয়। ২১শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় মহারাজকে যুবরাজ বলিয়াছিলেন যে, আগামী প্রাতে তুলারহাঞ্জোবা ও জিলাসিংহ ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে।

১৯। এই কথায় মহারাজ কোনরূপ বিপদাশঙ্কা না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু তুলারহাঞ্জোবা ও জিলাসিংহ বলে যে, পর দিন প্রাতে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত বা অন্যরূপে দণ্ডিত করা হইবে জানিয়া জিলাসিংহ প্রথমে মহারাজের অন্তঃপুরের প্রাচীর মইযোগে উল্লঙ্ঘনে অলক্ষ্যে গুলি মারিতে আরম্ভ করে। ইহাতেই মহারাজ এরূপ ভয় পাইয়াছিলেন যে, তিনি হঠাৎ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। তাহার পর সেনাপতি প্রাসাদের সমগ্র বিষয়ের ভারগ্রহণে প্রতিরোধ-নিবারণের সদুপায় অবলম্বন করেন।

২০। যুবরাজের নিজবাটী ত্যাগে প্রথমে রেসেডেন্সিতে আসিবার কথা হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি প্রায় ৮ মাইল ব্যবধানে সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি কোন পক্ষেই লিপ্ত থাকিবেন না, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

বিপ্লবের ফলাফল।

২১। মহারাজ ও তদীয় ভ্রাতৃত্রয়ের কিছু দিনের জন্য স্বরাজ্যত্যাগ যে রাজ্যের মঙ্গলজনক হইবে, ইহাতে আমার সংশয় নাই। মহারাজ ও অনুজ সাতজন ভ্রাতা, যাহাদিগের উপর তাঁহার কোনই প্রভুত্ব ছিল না, এই ক্ষুদ্র

রাজ্যের পক্ষে অনেক হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই অর্দ্ধাংশ অবস্থৃত হওয়াতে রাজ্যের ভার লাঘব হইল।

২২। মহারাজ সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি অতীব হীনবীর্য্য ও রাজকার্য্যে উদাসীন ছিলেন এবং প্রত্যহ অধিকাংশ সময় পূজার্চ্চনায় অতিবাহিত করিতেন। ইনি ভ্রাতাদিগের মধ্যে সুশৃঙ্খলা-স্থাপনে অযোগ্য ছিলেন এবং তিনি শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসী হইয়া মহাসুখে থাকিবেন এইরূপ প্রকৃতিস্থ। যুবরাজ, যাঁহাকে আশা করি গদি দেওয়া হইবে, অধিক কার্য্যদক্ষ।

২৩। সেনাপতি গবর্ণমেণ্টের একাধিক বার তিরস্কারভাজন হইয়াছিল। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ ব্যক্তি সকল লোকেরই শ্রদ্ধাস্পদ এবং কেবল দান করিয়াই ইনি নির্দ্ধন। যুবরাজের সহিত সেনাপতির সদ্ভাব আছে, যুবরাজ রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে, সেনাপতি যুবরাজ হইয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

২৪। যুবরাজ ও সেনাপতি উভয়েই মহারাজ ও তদীয় ভ্রাতৃত্রয়ের আর তাঁহাদিগের পরিজনগণের ভরণ পোষণের সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং মহারাজের কাছাড় পৌছার আয়োজন করিয়া দিয়াছেন।

২৫। এ পর্য্যন্ত সকলই রীতিমত শান্তভাবে চলিতেছে। ডাক চলা-চলের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই।

২৬। মহারাজকে আবদ্ধাবস্থায় রাখা নিষ্প্রয়োজন। কাছাড় কিংবা শ্রীহট্ট আসিতে না দিয়া, ভারতবর্ষের অন্য যে স্থানে ইচ্ছা রাখা যাইতে পারে। হাজারিবাগে রাখা হইবে না বলিয়া আমি প্রতিশ্রুত আছি, ভরসা করি, চিপকমিসনর ইহা অনুমোদন করিবেন। মহারাজের কাছাড় পৌছার সম্ভাবিত সময়ের বিষয় তত্রত্য ডিপুটী কমিসনার সমীপে লিখিয়াছি।"

ইহার পর ২৯শে সেপ্টেম্বর নূতন মহারাজ কুলচন্দ্রধ্বজ সিংহের গবর্ণমেণ্ট সমীপে এক পত্র পলিটিকেল এজেণ্ট চিপকমিসনর সাহেবের যোগে প্রেরণ করেন। ঐ পত্র ব্রহ্মার অন্তর্গত কভো উপত্যকার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বাৎসরিক বৃত্তি ৬০০০৲ টাকা হইতে সুরচন্দ্র সিংহের মাসিক বৃত্তিপ্রদানের

কথা লিখিত ছিল। গ্রিমউড নিজের সাফাই জন্য পাকাসিংহের পক্ষপাতী নহেন লিখিয়াছেন। আমরা সবিশেষ অবগত আছি যে, ২২শে সেপ্‌টেম্বর সোমবার পলিটিকেল এজেণ্ট চিপকমিসনর সাহেব সমীপে টেলিগ্রাফ করাতে ২৩শে প্রাতে উত্তর প্রাপ্তে গ্রিমউড রাষ্ট্র করেন যে, "গবর্ণমেণ্ট, কুলচন্দ্র সিংহকে মহারাজ ও টেকেন্দ্রজিৎকে যুবরাজ অনুমোদন করিয়া ৪০ জন সিপাহির রক্ষণে সুরচন্দ্র সিংহকে পাকাসেনার সহিত কাছাড় প্রেরণে আদেশ করিয়াছেন" এবং এই আদেশের বলেই ঐ দিন রাত্রি ৮ টার সময় সুরচন্দ্র সিংহকে নির্ব্বাসিত করা হয়। গবর্ণমেণ্টের এরূপ বিচার জানিতে পারিয়াই হয় হতাশে, না হয় উপস্থিত বিভ্রাট হইতে মুক্তিলালসায়, সেনাপতিকে মহারাজ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পাঠক! তাহা পাঠ করিয়াছেন। গ্রিমউড বলিয়াছেন, সুরচন্দ্র সিংহের রাজ্যত্যাগে বৃন্দাবন যাইবার সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব হইতেই স্থিরতর ছিল; কিন্তু আমরা জানি, মহারাজের তীর্থদর্শনার্থ বৃন্দাবনগমনের কল্পনা থাকিলেও রাজ্যত্যাগের সিদ্ধান্ত ছিল না। সেনাপতির নামীয় পত্রেও রাজ্যত্যাগের কোন কথাই নাই। যাহা হউক সুরচন্দ্র সিংহ নিরুপায় হইয়া কাছাড়ে উত্তীর্ণ হইবামাত্রই ৬ই অক্টোবর চিপকমিসনরসমীপে যে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হওয়া আবশ্যক।

"এইমাত্র পলিটিকেল এজেণ্টের পত্র খুলিয়া জানিলাম,—আমি রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি। সম্পূর্ণ মিথ্যা; পলিটিকেল এজেণ্ট আমার কথা বুঝিতে পারেন নাই, পরে সবিস্তার বিবরণ নিবেদন করিব, পুনর্ব্বিবেচনা ও সাহায্য প্রার্থনা করি।"

এই টেলিগ্রাফেরপর সুরচন্দ্র সিংহ কলিকাতায় পৌঁছিয়া ১৪ই নবেম্বর চিপকমিসনরসমীপে যে সবিস্তার বিবরণযুক্ত অভিযোগপত্র প্রেরণ করেন, তন্মর্ম্ম এইরূপ:—

"আমি কিরূপ ক্লেশকর অবস্থায় পতিত হইয়া মণিপুর হইতে ব্রিটিশ রাজ্য কাছাড়ে পৌঁছিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে জানাইতেছি। এই বিবরণে আপনার সদয় ও উৎসাহজনক সবিশেষ প্রণিধান প্রার্থনা করি এবং ভরসা করি, আপনি পক্ষপাতশূন্য বিচারে আমার অকারণে সহ্য করা গুরুতর অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবেন।

১। আমার পিতা মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ বাহাদুর K. C. S. I. মহাত্মার মৃত্যুর পর আমি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং আত্মীয়বর্গের বিনাবরোধে মহারাজ বলিয়া সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে পরিগণিত হই।

২। আমি সিংহাসনারূঢ় হইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্র সিংহকে (যে সম্প্রতি বলপূর্ব্বক রাজ্যাধিকার করিয়াছে) যুবরাজ এবং তদনুজ ঝলোকীর্ত্তি সিংহকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। এক পক্ষ মধ্যেই ঝলোকীর্ত্তি সিংহের মৃত্যু হয়, সুতরাং তদনুজ (বর্ত্তমান বিপ্লবের নেতা) বৈমাত্রেয় ভ্রাতা টেকেন্দ্রজিৎ অন্যতর নাম কোইরেংকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করি। তদনন্তর আমার সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা আমাদিগের মৃত পিতার পাদুকা এবং রাজকীয় অসি স্পর্শ করিয়া নিয়ত আমার আজ্ঞাবহ থাকিবে বলিয়া কঠিনপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

৩। আমি অন্যান্য ভ্রাতাদিগের বয়স ও যোগ্যতানুসারে সহোদরগণ অপেক্ষা বৈমাত্রেয়দিগকেই সমধিক প্রশ্রয়দানে অবশিষ্ট রাজকীয়পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম।

৪। আমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যহই নিয়মিতরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছি। প্রাতে পুররক্ষী ও কারাবাসীদিগের কার্য্যকলাপ ও অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া আদেশ প্রদান করিতাম। মধ্যাহ্নে প্রজাবর্গের অভিযোগ, আবেদন ও বিবরণ শ্রবণ করিতাম; অপরাহ্নে যুবরাজের বক্তব্যানুরূপ গুরুতর রাজকার্য্য মন্ত্রীদিগের সহিত মীমাংসা করিয়া আদেশ প্রদান করিতাম।

৫। আমি কদাচও রাজকার্য্যে শৈথিল্য করি নাই। রাজ্যমধ্যে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। আমি নিজদোষে অথবা আমার প্রজাদিগের দোষে কখনও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হই নাই। গবর্ণমেণ্ট নিয়তই আমার রাজ্যশাসন-প্রণালী অনুমোদন করিয়া আসিতেছিলেন, কদাচও আমার দোষপ্রদর্শনে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই।

৬। এ স্থলে ইহাও বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, কর্ণেল জনষ্টোন সাহেব আমার রাজ্যে পলিটিকেল এজেণ্ট থাকা কালীন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কহিমার

নাগা-উপপ্লবে সৈন্যসহকারে বহু কষ্টে গবর্ণমেণ্টের সমূহ সাহায্য করাতে আমার পিতা মহারাজ বহুসম্মান ও আমি স্বর্ণপদক (মেডাল) প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এই বক্তব্যান্তে আমি ২১শে সেপ্টেম্বরের ঘোর রজনীতে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইবার বিবারণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব। আমি ইহার অল্পকাল পূর্ব্বে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের জনরব শুনিতেছিলাম এবং তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান মনঃস্থ করিয়াছিলাম।

৭। ২১শে সেপ্টেম্বর রাজকার্য্য সমাধান্তে আমি যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, সেনাপতি তুলারহাঙ্গোবা ও জিলাসিংহের বাটীতে বহু সৈন্যসমাবেশ হওয়ার বিষয় এবং কেনই বা উহারা অদ্যকার দরবারে অনুপঃস্থিত যুবরাজ অবগত কি না। যুবরাজ এ সম্বন্ধে স্বীয় অজ্ঞতাপ্রকাশে অচিরাৎ অনুসন্ধান করিয়া আমাকে জানাইবে বলে। যুবরাজ আইয়াপুরেল মেজর সহকারে অনুসন্ধান জন্য বিদায় হইয়া রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ফিরিয়া আসিয়া বলে যে, আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা শপথ করিয়া বলিয়াছে যে, আমার প্রতিকূলে কেহ কোনরূপ উদ্যোগ করিতেছে না। উহারা অদ্যই উপস্থিত হইতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু রাত্রিবৃদ্ধি হওয়াতে ক্ষান্ত হইয়াছে, কল্য প্রাতেই অভ্যর্থনা জন্য উপস্থিত হইবে। বিশেষতঃ যুবরাজ বলে যে, আমি যখন উহাদিগকে সন্তোষের সহিত রাখিয়াছি, তখন উহারা কি জন্য বিপক্ষতাচরণ করিবে? আমি এই কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিলাম, বিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি পলিটিকেল এজেণ্ট মণিপুরে থাকাতে আমি গবর্ণমেণ্টের রক্ষণে রাজ্যশাসন করিতেছি এবং গবর্ণমেণ্ট আমার পৈত্রিক রাজ্যরক্ষণে প্রতিশ্রুত আছেন। যেরূপ পূর্ব্বে আমার রাজত্ব সময়েই দুইবার রাজদ্রোহী বড়চাওবা ও যোগেন্দ্র সিংহকে পরাস্ত করত সমুচিত দণ্ডবিধানে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ এখনও কেহ বিরুদ্ধাচরণ করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে দণ্ডিত করিবেন।

৮। এইরূপে নিশ্চিন্তমনে নিয়মিত সময়ে আমি নিজকক্ষে শয়ন করিয়াছিলাম। রাত্রি অনুমান দুই প্রহরের সময় অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দে আমি জাগরিত হই। আমার বৈমাত্রের ভ্রাতারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম। আমি গাত্রোত্থান করিয়া উষ্ণীষ

বন্ধন করিতে ছিলাম, এমন সময়ে গৃহের প্রাচীর ভেদ করিয়া একটী গুলি আমার উষ্ণীষ ছিন্ন করিল। এক কালীন অনেক বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ভাবিলাম, পুরী বিশ্বাসঘাতকতা বলে আক্রান্ত হইয়াছে। আমি তখন পশ্চাদ্দ্বারযোগে পলায়নে প্রাণ হাতে করিয়া রেসিডেন্সির দিকে ধাবিত হইলাম। ভাবিলাম তথায় পলিটিকেল এজেণ্ট বান্ধবোচিত উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিবেন।

৯। পুরীর বাহিরে সনজেন থোং নামক সেতুর সমীপে আমার অনুজ লেপ্‌টেনাণ্ট জেনেরাল পাকাসিংহ ও তাহার সহচর মণিলাল দে অঙ্গরক্ষক ৮০ জন সৈন্য সহকারে আমার সাহায্য জন্য পাট অভিমুখে ধাবিত হওয়াতে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাত্রি ঘোর অন্ধকার ছিল। অন্ধকারে শত্রু মিত্র প্রভেদ করিয়া যুদ্ধ দ্বারা পুরী অধিকার করা কঠিন বিবেচনায় বিশেষতঃ শোণিতপাতে আমার একান্ত অনিচ্ছা বশতঃ আমরা উভয়েই পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিমউড সাহেবের নিকট চলিলাম।

১০। প্রাসাদমধ্যে বহুতর বন্দুকধ্বনি শ্রবণে পলিটিকেল এজেণ্ট জাগরিত হইয়াছিলেন। আমরা পৌঁছিয়াই দেখিলাম, আমার ব্যাণ্ডমাষ্টার ডম্ব্রোসিংহ মণিপুরীপুরীমধ্যে ভয়ানক গোলমাল হইবার রিপোর্ট দিতেছে। অনতি বিলম্বেই আমার অনুজ পাকা সিংহের অন্য পারিষদ ইবেমাচাওবী উপস্থিত হইলে পলিটিকেল এজেণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পুরীমধ্যে কে বন্দুক চালাইতেছে?' সে উত্তর দিল যে 'সেনাপতি।' পলিটিকেল এজেণ্ট বলিলেন, 'সেনাপতির বুদ্ধি বিবেচনা আছে, সে কখনই নহে, অন্য কেহ হইবে; জান কে?' ইবেমাচাওবী বলিল, 'যদিও আমি দেখি নাই কে, কিন্তু "জয় দুর্গা মায়ীকি জয়" "সেনাপতিকা ফতে হুয়া" এইরূপ জয়ধ্বনি শুনিয়াছি।' এই সময়ে মণিলাল দে আমাদিগের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করাতে, গ্রিমউড সাহেব আমাদিগকে ডাকিয়া সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। মণিলাল, প্রাসাদের প্রাচীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'রাত্রি ঘোর অন্ধকার, গুলিও ইতস্তত অলক্ষিতরূপে চলিতেছে, সুতরাং অভ্যন্তরে প্রবেশ করা অসাধ্য।' আমি পলিটিকেল এজেণ্টের উপদেশ ও সাহায্য প্রার্থনা করাতে সাহেব বলিলেন, তিনি আপনার নিকট টেলিগ্রাফ করিবেন, উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই

করিতে পারেন না। আপনার আদেশ কখন পৌঁছিয়াছিল, তাহা আমি কিছুই অবগত হইতে পারি নাই এবং পলিটিকেল এজেণ্ট আমার কোনই সাহায্য করেন নাই; তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বর্ণন করিব।

১১। রাত্রিপ্রভাত হইবামাত্র আমার অপর দুই ভ্রাতা সামুহাঞ্জোবা ও গোপাল সেনা, মন্ত্রী কর্ণেল, সামুসিংহ, থলারাজা, তোপখানার মেজর, জাম্বুবান সিংহ মেজর, থাঙ্গাল জেনেরাল প্রভৃতি প্রায় ৬০০ বন্দুকধারী ও অন্যান্য অস্ত্রধারী সৈন্য অনুমান ২০০০ আমার সাহায্য জন্য রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হইয়াছিল। অত্যল্প সময়মধ্যে এইমাত্র সৈন্যবল সংগৃহীত হইতে পারিয়াছিল। আমি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মানার্থ প্রতিনিধি পলিটিকেল এজেণ্টের উপদেশ ও যুদ্ধানুমতি প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু আপনার অনুমতি ভিন্ন তিনি আমাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। ইত্যবসরে মুসলমান ফটোগ্রাফার দলুসর্দ্দার নামক ব্যক্তি প্রাসাদ হইতে দূতস্বরূপ এক পত্র সহকারে আসিল। সাহেব তাহার সহিত গোপনে মন্ত্রণা করিয়া নিজ সিপাহিদিগের দ্বারা আমার পক্ষীয় সৈন্যদিগের বন্দুক কাড়িয়া লইয়া রেসিডেন্সি বাঙ্গলার গুদামে রাখিতে দিলেন। সাহেব স্বয়ং এ কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং আমার পক্ষীয় লোকদিগকে নিজ নিজ বাটীতে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। যে পত্রের এরূপ অসামান্য প্রভাব, আমি ঐ পত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে ইচ্ছা করি এবং আপনিও তাহা অবগত হইবেন।

১২। পলিটিকেল এজেণ্টের এইরূপ কাণ্ড দেখিয়া ৪৪ পল্টনের রেসিডেন্সি গারদের জমাদার ছবিলাল জৈসি, সাহেবের সহিত বিতণ্ডা করাতে সাহেব বন্দুক ফেরত দিতে সম্মত হয়েন, কিন্তু তখন আমার লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

১৩। প্রাতে ৯।১০ টার সময় পলিটিকেল এজেণ্ট আপনার নিশ্চিতাদেশ প্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ করেন, কিন্তু আদেশের মর্ম্ম জানিতে না পারিয়া আমি ৯টার পর আপনার নিকট সৈন্য সাহায্যপ্রার্থনায় টেলিগ্রাফ করি, তদুত্তরে ২টার সময় আপনি পলিটিকেল এজেণ্টসহ মীমাংসায় প্রবৃত্ত এরূপ বলেন। আমি তখন পুনরায় পলিটিকেল এজেণ্টেকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি।

সাহেব আমাকে ৫০ জন সিপাহির রক্ষণে কহিমা যাইতে বলেন, নচেৎ আমার প্রাণের আশঙ্কা বলিয়া বিস্তর ভয়প্রদর্শন করেন।

১৪। কহিমা অতি দূরবর্ত্তী, গতিকে আমি যাইতে অসম্মত হই। বিশেষতঃ ঐ পথে বিদ্রোহীদিগের চর আছে জানিয়া নিবৃত্ত হই; কারণ গ্রিমউড সাহেবের আচরণে সাহসী হইয়া বিদ্রোহীরা আমাকে পথে আক্রমণ করা বিচিত্র নহে। আরও শুনিলাম, কাছাড়ের পথে যুবরাজ কুলচন্দ্র আমার গতিরোধ জন্য বহু সৈন্যসহকারে উপস্থিত আছে। আপনার টেলিগ্রাফ কাছাড় হইতে প্রাপ্তে আপনি লুশাইবিপ্লবকাণ্ডে তথায় উপস্থিত আছেন এবং গ্রিমউড সাহেবও আপনার কাছাড়ে অবস্থান জ্ঞাত থাকাতে আমাকে কহিমা যাইতে বলেন। আপনার উত্তর প্রাপ্তে নিরুপায় হইয়া আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করত স্বীয় দুর্দ্দশা নিবেদন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম। সৈন্যবলে রাজ্যোদ্ধার করিবার অনুমতি ও সাহায্য আমাকে দেওয়া হয় নাই। কহিমার পথে বিপক্ষের লোক, কাছাড়ের পথে যুবরাজ সৈন্যসহ উপস্থিত; আমি স্বরাজ্যমধ্যে কুত্রাপি আশ্রয় পাইব এরূপ উপায় ছিল না। ফাঁফরে পড়িয়া শত্রুদিগের হস্ত হইতে সহজে মুক্ত হইবার এক যুক্তি উদ্ভাবন করিলাম এবং পরদিন ২৩শে সেপ্টেম্বর মনের অধৈর্য্যতা প্রযুক্ত হতাশ্বাস হইয়া অগত্যা সেনাপতির নিকট আমি যুদ্ধ করিতে আশা করি না, বৃন্দাবন-তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিতে অনুরোধ এবং অন্য সামান্য দুই এক কথায় এক পত্র লেখাইয়া স্বাক্ষর করিয়া পাঠাই। এই উপায়েই আমি নিরাপদে মণিপুর হইতে আসিতে পারিয়াছি। এই পত্রও গ্রিমউড সাহেবের ব্যবহারে মনের অস্থিরতা প্রযুক্ত লেখা হয়। পলিটিকেল এজেণ্ট আমার এই সিদ্ধান্তে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ৪০ জন সিপাহি সঙ্গে দিতে প্রস্তুত হয়েন। আমার পথরক্ষক সিপাহিদিগের জমাদারের হস্তে পলিটিকেল এজেণ্টের প্রদত্ত একখানি পাশ কাছাড়ে ৩রা অক্টোবর পৌঁছিয়া প্রাপ্তমাত্র 'আমি রাজ্যত্যাগ করিয়া আসিয়াছি' এই মর্ম্ম অবগত হইয়া আপনার নিকট টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইয়াছি। আমি কখনই রাজ্যত্যাগ করি নাই, করিবার ইচ্ছাও ছিল না; সুতরাং রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত জন্য প্রার্থনা করি। আমি স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইলে প্রজারা আহ্লাদের সহিত আমাকে গ্রহণ করিবে, আমার সৈন্যেরাও আমার

আজ্ঞাবহ ছিল; কারণ অত্যল্প সময়মধ্যেই বহুলোক রেসিডেন্সিতে সমবেত হইয়াছিল এবং বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধার্থ আমার আদেশপ্রতীক্ষা করিতে-ছিল।

১৫। চারিজন প্রধান বিপক্ষ যুবরাজ, সেনাপতি, তুলারহাঙ্গোবা ও জিলাসিংহ প্রত্যেকের অঙ্গরক্ষক ৩০০,২০০, ৮০ ও ৬০ জন সৈন্য আমার বিপক্ষে রাত্রিযোগে অকস্মাৎ বিশ্বাসঘাতকতাক্রমে প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া-ছিল। ইহারা গোপনে কোন কোন লোক সংগ্রহ করিয়াও আমার নিজ সৈন্যদলের সমকক্ষ হইতে পারে না ভাবিয়া জেলখানার প্রায় ৪০০ কয়েদী খালাস করিয়া অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করে।

১৬। আমার পিতা মহারাজ, গবর্ণমেণ্টের সমূহ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং আমিও সময়ে সময়ে অনেক সাহায্য করিয়াছি। আমার কার্য্যকলা-পের অনুরোধে গ্রিমউড সাহেবের প্রদর্শিত ব্যবহারাপেক্ষা শ্রেষ্ঠাচরণ প্রার্থ-নীয়। আমার কৃত রাজকার্য্যসমূহের মধ্যে নিম্নে কতিপয়ের উল্লেখ করি-লাম।

(ক) নাগা বিদ্রোহীদিগকে নির্য্যাতনে কহিমাস্থ ব্রিটিশ সৈন্যদলকে রক্ষা করা।

(খ) কর্ণেল জনষ্টোনও মেজরট্রটার পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবদ্বয়ের প্রার্থনানুসারে ব্রহ্মাযুদ্ধে সৈন্য সাহায্যদান।

(গ) লুশাই ও ব্রহ্মাযুদ্ধে দুই বারে ২০০০ সৈন্য-সাহায্যদান।

(ঘ) পর্ব্বতোপরি ৮টী থানা স্থাপনে লুশাই-আক্রমণ-নিবারণ।

(ঙ) গত এপ্রিল মাসে গ্রিমউড সাহেব সহকারে আমার অনুজ পাকা-সিংহ ৫০০ সৈন্য লইয়া সঙ্গোম নামক চিন-লুশাই পার্ব্বত্যপ্রদেশে গমন করে।

(চ) গত বৎসর দুর্ভিক্ষ সময়ে স্বীয় ভাণ্ডার হইতে বিনামূল্যে ধান্য প্রদান।

১৭। এই সমস্ত কার্য্যবিবরণ মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্টের আফিসে এবং বোধ হয় আপনার আফিসেও আছে। বর্ত্তমান বিপ্লববিবরণ আমি সবিস্তার লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম, মূল কতিপয় কথা মাত্রই লিখিত হইল। তবে বিশেষ কথা এই যে, পলিটিকেল এজেণ্ট আমার কোন সাহায্যই করেন নাই। আমি যাঁহার সাহায্য পাইতে অবশ্যই অধিকারী ছিলাম, তিনি সাহায্য না

করিয়া বরং আমার নিজ সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বিদ্রোহীদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। আমার কোন লোক বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন করে নাই এবং সমগ্র সৈন্যদল আমার প্রতি স্নেহশূন্য নহে। আমি ইহা নিশ্চই বলিতে পারি যে আমার প্রজারা আমার রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তিতে আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিবে। পলিটিকেল এজেণ্ট আমাকে ভয়প্রদর্শনে মণিপুর ছাড়িতে বলেন, এবং আমি রাজ্যত্যাগ করিয়াছি, এরূপ রাষ্ট্র করিয়াছেন; ফলতঃ আমি তাহা কখনই করি নাই। যদি তাহাই করিতাম, তাহা হইলে উচিতমত আমার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা অবশ্যই করিতাম। আমি এক কপর্দ্দকও সম্বল, দ্বিতীয় বস্ত্র ও শয্যা পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিতে পারি নাই; এ সকল বিষয় এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যসাপেক্ষ। পলিটিকেল এজেণ্ট আমাকে পরিত্যাগ করাতেই আমি মণিপুরপরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলাম। বৃন্দাবন-গমনভানে আমি প্রাণ বাঁচাইয়াছি, কারণ আমি নিরুপায় হইয়া রেসিডেন্সিতে পৌছার পর গ্রিমউড সাহেব স্বীয় হীনবীর্য্যতা প্রদর্শন ভিন্ন আমার কোন সাহায্য করেন নাই।

১৮। আমি কোন অনর্থক বিবরণব্যাখ্যায় ইচ্ছুক নহি; কিন্তু ইহা বলা উচিত হইয়াছে যে বর্ত্তমান বিগ্রহের প্রধান নেতা সেনাপতি টেকেন্দ্রজিৎ আমার পিতা মহারাজের সময়ে অনেকবার গর্হিত দোষে দণ্ডিত ও নরহত্যাপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল এবং আমার সময়েও দুইজন লোককে গুরুতররূপে আঘাত করাতে গবর্ণমেণ্টের আদেশে ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে অপমানিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় আমার পিতা মহারাজের বিশেষ অনুরোধ ও আদেশ বশতই উহাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলাম।

১৯। এরূপ দুশ্চরিত্র ব্যক্তি জেলখানার কয়েদীদিগকে মুক্ত করিয়া স্বীয় দলবল বৃদ্ধি করত আমার প্রাণনাশে উদ্যত এবং বিদ্রোহাচরণে গবর্ণ-মেণ্টের অবজ্ঞা করা সত্বেও তাহার কোন বিচার না করিয়া রাজকার্য্যে তাহাকে স্থায়ী রাখা দর্শনে অতীব চমৎকৃত হইয়াছি।

২০। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমার লিখিত বিবরণ সম্পূর্ণই সত্য। যথার্থ ঘটনার প্রকৃত বৃত্তান্তই বর্ণিত হইল। স্থলবিশেষে পলিটিকেল এজে-ণ্টের বিরুদ্ধে যাহা বলিতে হইল, তাহা আমি বাধ্য হইয়াই বলিলাম। বলা

বাহুল্য যে, আমার রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তিতে আমার ও প্রজাদিগের প্রতি সুবিচার করাই সপ্রমাণ হইবে। অপিচ গবর্ণমেণ্টের প্রতিভাবলে ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, রাজায়-প্রজায় বিদ্রোহাচরণ নিবারিত হইবে।

এই আবেদন-প্রেরণে অনেক কালবিলম্ব হইল। ইহার কারণ, আমার ইংরেজীভাষানভিজ্ঞতা মাত্র। প্রথমে মণিপুরী ভাষায় আমার ব্যক্তব্য লিখিত হইয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদিত এবং তাহা হইতে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হইতে গৌণ হইল। বিশেষতঃ আমি কলিকাতায় পৌছিয়াই জ্বরে কাতর থাকাতে সময়মত আবেদন প্রস্তুত করাইতে পারি নাই। ভরসা করি, আপনি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন। ইতি।"

ইহার পর ২৭শে নবেম্বর আর এক পত্রে মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহ লিখিয়াছিলেন যে, তিনি ২৩শে সেপ্টেম্বর সেনাপতির নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে রাজ্যত্যাগের কোন কথাই ছিল না; সুতরাং তিনি ঐ পত্রের ইংরেজী ও বঙ্গানুবাদ প্রার্থনা করেন। পাঠক! তাহা পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছেন। সেনাপতি ঐ পত্রপ্রাপ্তে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ;—

"মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীপঞ্চযুক্ত মণিপুরেশ্বর

প্রবলপ্রতাপেষু।

শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহারাজের শ্রীচরণে শত সহস্র প্রণিপাত অন্তে নিবেদন। নবমী তারিখের লিখিত শ্রীযুতের অনুগ্রহপত্রপ্রাপ্তে তল্লিখিত রাজাজ্ঞা অবগত হইলাম। শ্রীযুতাগ্রজের আজ্ঞানুসারে আমি তাঁহার শ্রীধাম ব্রজগমনের সমস্তই আয়োজন করিয়া দিব। শ্রীযুক্ত মহারাজের চরণে অধীনগণ যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়, বর্ত্তমান ঘটনাবলী অসম্ভবেরও অসম্ভব বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ইতি ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ ইং।

মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহের আবেদন পলিটিকেলএজেণ্টসমীপে প্রতিবাদ জন্য প্রেরিত হইলে তিনি অনেক কথা অস্বীকার করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন। তদনন্তর সুরচন্দ্র সিংহ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টসমীপে ৯ই ফেব্রুয়ারি এক আবেদন করেন। চিপ কমিসনর হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টে ও গবর্ণমেণ্ট হইতে চিপ কমিসনরসমীপেও অনেক পত্রাদি লেখালেখি হয়। স্থূলতঃ গ্রিমউড সাহেবের কথায় বিশ্বাস স্থাপনে কুইণ্টন সাহেব মন্তব্য প্রকাশ করেন, কুইণ্টন সাহেবের

মন্তব্যে বিশ্বাস করিয়া গবর্ণমেণ্ট 'উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে' দেওয়ার ন্যায় যে আদেশ প্রদান করেন, তদনুসারে নির্ব্বাসিত সুরচন্দ্র সিংহ অভিযোগ করিয়াও গ্রিমউডের কথায় রাজ্যশাসনে অযোগ্য বিবেচিত হইলেন। এ দিকে কুলচন্দ্র সিংহ অথবা টেকেন্দ্রজিতের কোন জবাব, শওয়াল, কৈফিয়ত, রিপোর্ট কিছুই গ্রহণ বা শ্রবণ না করিয়া মুখপাত্র গ্রিমউডের কথায় কুলচন্দ্রধ্বজ সিংহকে রাজা করা হইবে যুক্তি স্থির হয়। টেকেন্দ্রজিৎ বুদ্ধিমান্, ক্ষমবান্, তেজীয়ান্, সে অবলীলাক্রমে সুরচন্দ্র সিংহকে স্বরাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়া কুলচন্দ্রকে রাজা করিয়াছে এবং স্বয়ং যুবরাজ হইয়াছে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অবমাননা করা হইয়াছে, এ কথা সুরচন্দ্র সিংহ স্বীয় অভিযোগে চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট গ্রিমউডের কথায় টেকেন্দ্রজিৎকে যুবরাজ-পদে স্থায়ী রাখিলে লোকে উপহাস করিবে; সুতরাং তাহাকে কিছু দিনের জন্য মণিপুর হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। গ্রিমউড যে টেকেন্দ্রজিতের বন্ধু, এ কথা বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিয়া কুইণ্টন সাহেবকে কলিকাতায় আনাইয়া তাঁহার চক্ষের ঠুলি খুলিয়া দিয়াছিলেন। কুইণ্টন সাহেব তখন দিব্য চক্ষে গ্রিমউডের ভ্রম বা ভেল্কী বুঝিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রচার ও পালন জন্য স্বয়ং মণিপুরে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রিমউডকে বিশ্বাস করিয়া কিছুই লেখেন নাই। ইহাতে গ্রিমউড কতকাংশে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক গ্রিমউড যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল ভোগ করিয়া ভবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

পাঠক! এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, মণিপুরের রাজভ্রাতাদিগের মধ্যে আত্মকলহের কারণ কি এবং এই কারণের মূল বা কর্ত্তা কে। এ ঘোর দুর্নিমিত্তের কারণ একটী নহে, কর্ত্তাও এক জন নহেন। ইহাতে কেবল মাত্র সুরচন্দ্রের বা পাকাসিংহের দোষ, টেকেন্দ্রজিতের দোষ অথবা গ্রিমউডের দোষ ছিল না। এক পক্ষ দোষী হইলে এরূপ ঘটিত না, কারণ এক হাতে তালী বাজে না। সুরচন্দ্র সিংহ যে রাজকার্য্যে উদাসীন, ভ্রাতাদিগের শাসনে অযোগ্য এবং পাকাসেনার পক্ষানুবর্ত্তী ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার দোষেই ভ্রাতারা প্রশ্রয় প্রাপ্তে প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠেন। পাকা সিংহ অপরিণামদর্শী, নিজে অজ্ঞ ও অজ্ঞান সঙ্গী বা পারিষদ দ্বারা পরিচালিত

হইয়া কেবল স্বার্থানুরোধে স্বীয় কর্ত্তব্যসীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার এরূপ ব্যবহার অগ্রজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা সহ্য করিতে না পারিয়া গর্হিত বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েন। টেকেন্দ্রজিৎ অদম্য উদ্ধতস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন, তিনি অগ্রজদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেও অনুজদিগের অশিষ্টতা সহ্য করিতে পারেন নাই; কিন্তু বিদ্যা দ্বারা জ্ঞান মার্জ্জিত না হইলে মনুষ্য কেবল স্বার্থেরই অনুসরণ করিয়া থাকে এবং স্বার্থানুরোধে গর্হিত কার্য্যেও লিপ্ত হয়; টেকেন্দ্রজিৎ এইরূপে জ্ঞানান্ধ হইয়াই পিতৃসদৃশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহকে অকারণে বা অল্প কারণে রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রিমউড সাহেব সভ্যইংরেজবংশ-জাত সুবিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন; কিন্তু তিনিও স্বার্থানুরোধে ন্যায়পথ পরিহার করিয়া পাকাসিংহের পক্ষপাতী ও টেকেন্দ্রজিতের শুভানুধ্যায়ী হইয়া-ছিলেন; সুতরাং এ কাণ্ডে সকলেই অল্পাধিক দোষী ছিলেন। মূল কথা, ইহা মণিপুরের অদৃষ্টের দোষ অথবা সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের ইচ্ছা। দিবারাত্রি-পরিবর্ত্তনের ন্যায় মনুষ্যজীবনে সুখ ও দুঃখ দৈবাধীন পরিবর্ত্তিত হয়। কারণ জন্ম, মৃত্যু, লাভ, হানি, যশ ও অপযশ মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে, এ সকল বিধাতার হস্তগত ভবিতব্য। মণিপুর দীর্ঘকাল ঘোর অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন লুপ্তপ্রায় ছিল, কালচক্রের আবর্ত্তনে ব্যক্ত হইয়া ঘটনাক্রমে সুযোগ্য রাজচক্রবর্ত্তীদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে। ক্রমে জ্ঞান বিদ্যা বিকাশ প্রাপ্তে অসভ্য মণিপুরীরা কালে সুসভ্য হইয়া উঠিবে, ইহা স্বভাবের অনিবার্য্য কার্য্য। সংসারে "কেবলই পরিবর্ত্তন, সকলই অনিত্য"; এই যে সৌধরাজি-বিরাজিত মহানগরী, অসংখ্য সভ্যজনগণের হাস্যকলরবপূর্ণ, কালে হয়ত ইহাও মহারণ্যে পরিণত হইয়া ভীষণ জন্তুদিগের ঘোর গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হইবে! অদ্য যিনি মহারাজ চক্রবর্ত্তী, কল্য তিনি পথের ভিখারী ফকীর; ইহা ভবের গতি ও ভগবানের লীলখেলা মাত্র!

"চিরদিন কখন সমান না যায়।"

বিপ্লব ও হত্যাকাণ্ড।

মার্চ্চ মাসের প্রথমেই ৪৩ পল্টনের সিমসন সাহেব ট্রান্‌স্‌পোর্টের আসবাব নিলামকরণ জন্য মণিপুরে উপস্থিত হয়েন। যুবরাজের সহিত সিমসনের পরিচয় হওয়াতে গ্রিমউড সাহেবসহ শীকার করা নিত্যকর্ম্ম হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই যুবরাজসহ সিমসনের প্রণয় জন্মে। মার্চ্চ মাসের প্রায় সপ্তাহ অতীত হইলে জনরব উঠিল যে, গবর্ণমেণ্টের আদেশে আসামের চিপকমিসনর সাহেবসহকারে মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহ ভ্রাতৃত্রয় ও অনুচরবর্গের সহিত রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আসিতেছেন। রাজপক্ষ এ জনরবে চিন্তান্বিত হইলেন, ভিতরে ভিতরে নানারূপ যুক্তি মন্ত্রণা হইতে লাগিল। অবিবেচক অপরিণামদর্শী অজ্ঞ ব্যক্তিরা নানারূপ গুজব তুলিয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সুরচন্দ্র সিংহের পক্ষসমর্থনকারীরা রাষ্ট্র করিয়াছিল যে, রাজপক্ষ যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন। যুদ্ধসজ্জার অর্থ প্রথমতঃ—যুদ্ধের তোপ বন্দুকাদি অস্ত্রসংগ্রহ; কিন্তু মণিপুরে ইহা প্রস্তুত হইত না। গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত প্রাচীন বন্দুক ও তোপ ভিন্ন মণিপুর-মহারাজের অন্যরূপ আগ্নেয় অস্ত্র ছিল না। দ্বিতীয়তঃ—উপকরণ, বারুদ, গুলি ইহাও গবর্ণমেণ্ট হইতে বাৎসরিক নিয়মিত রূপে দেওয়া হইত। আতস বাজি জন্য প্রতিবৎসর কয়েক মণ গন্ধক ও সোরা দেওয়া হইত, সুতরাং উপকরণও গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত নির্দ্দিষ্টপরিমাণ ভিন্ন সংগ্রহের অন্য উপায় ছিল না। তৃতীয়তঃ—সৈন্যসংগ্রহ; বৈদেশিক সৈন্য মণিপুরের সৈনিক দলে গুরখালি হেমদল সুবেদার ও হিন্দুস্থানী নিরঞ্জন সিংহ সুবেদার ভিন্ন অন্য কেহই ছিল না। দেশীয় সৈন্য যে কোন সময়েই হউক এক কালীন ৫ পাঁচবার তোপধ্বনি করিবামাত্রই পাটমধ্যে সমবেত হইত। এমত স্থলে অসময়ে সৈন্যসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ছিল না; সুতরাং যুদ্ধের আয়োজন করিবার দোষারোপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ হেনরিমার্টেনিধারী ব্রিটিশসৈন্যের প্রতিযোগিতায় বাঁশের লাঠি, জাঠী সংগ্রহ যে বাতুলতা মাত্র, মণিপুরীরা তাহা অবশ্য অবগত ছিল। যাহা হউক রাজপক্ষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিমউড্ সাহেব-

সমীপে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহেবের উপদেশ অনুসারে রাজপক্ষের কলিকাতাস্থিত কার্য্যকারক গোলাপ সিংহ সেলুম্বার নিকট সুরচন্দ্র সিংহের অবস্থান বা প্রস্থান সম্বন্ধে টেলিগ্রাফ করাইয়া প্রত্যুত্তরে সুরচন্দ্র সিংহ ভ্রাতা ও অনুচরবর্গসহ কলিকাতায় আছেন এই বার্ত্তা অবগত হইয়া চিপকমিশনর সাহেবের অভার্থনার আয়োজন আরম্ভ করিলেন—রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইল। কহিমা হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত সড়কের আড্ডাঘরগুলি পরিপাটী মেরামত করা হইল, জীর্ণ পুল সকল সংস্কার করা হইল। ১১ই মার্চ্চ চিপকমিসনর সাহেব সদলবলে গোলাঘাট পরিত্যাগে কহিমাভিমুখে রওনা হইবার সংবাদ অবগত হইয়া, মণিপুর হইতে ষষ্ঠ আড্ডা মৌ থানা পর্য্যন্ত থাঙ্গাল জেনেরল প্রেরিত হইলেন। পথে দুগ্ধ, মাখন, কবি, মুরগী, আণ্ডা প্রত্যহ প্রেরিত হইতে লাগিল। ২১শে মার্চ্চ প্রথম আড্ডা শেংমাই থানা পর্য্যন্ত সেনাপতি আঙ্গৌসিংহ চিপকমিসনরের অভ্যর্থনার জন্য প্রেরিত হইলেন। মণিপুর প্রদেশে মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত নাগা ও কুকীরা স্থানে স্থানে আবাদের জন্য বন জঙ্গল দগ্ধ করিয়া থাকে। ২১শে মার্চ্চ মণিপুরের উত্তরদিক্‌স্থ পর্ব্বতের নাগারা আগুন লাগাইয়া দেওয়াতে অপরাহ্ণ সময়ে মণিপুর হইতে ৪ মাইল ব্যবধানে কৈরেংকাই নামক নদীর উপরে যে কাষ্ঠের বৃহৎ সেতু ছিল, তদুপরিস্থ খড়ের দীর্ঘ আবরণ বা চাল দৈবাৎ বনের আগুন লাগিয়া ভস্মীভূত হয়। ঐ দিন শেংমাই হইতে চিপকমিসনর সাহেব মহারাজকে এক পত্র লেখেন। তাহাতে লেখা ছিল ১০ টার সময় মণিপুর পৌঁছিয়া ১২ টার সময় রেসিডেন্সিতে দরবার করিবেন। কি জন্য চিপকমিসনর প্রদেশ দর্শনের অসময়ে অনিমিত সৈন্য সামন্তসহকারে মণিপুরে আসিতেছেন এবং পৌঁছিবা মাত্রই কেন এত শীঘ্র প্রথানুগত রাজপাটের পরিবর্ত্তে রেসিডেন্সিতে দরবার করিবেন, সবিশেষ অস্বাভাবিক বিবরণ গ্রিমউড সাহেবকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, চিপকমিসনর সাহেবের আগমন ও দরবার সম্বন্ধে তিনি কোন বিবরণ অবগত ছিলেন না, কেবল ২১শে মার্চ্চ চিপকমিসনরের পত্রে অবগত হইয়াছেন যে, উক্ত সাহেব বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে তামু গমন জন্যই সৈন্যসহকারে আসিতেছেন এবং তজ্জন্যই পৌঁছামাত্র দরবার শেষ করিয়া পরদিন প্রাতে তামু রওনা হইবেন, অতএব তাঁহার সাহায্য

জন্য ১০০ শত কুলি উপস্থিত রাখিতে হইবে; প্রকাশ থাকে যে, আসামের টেলিগ্রাফ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেলভিল সাহেব প্রায় সপ্তাহ পূর্ব্বে কাছাড়ের পথে মণিপুর পৌঁছিয়া অনেক লোক লইয়া তারের লাইন দেখিতে দেখিতে তামু যাত্রা করেন। কোন গুরুতর কার্য্যবশতঃই চিপকমিসনর তামু যাইতেছেন, এ কথা বন্ধুবর গ্রিমউড সাহেবমুখে শুনিয়া রাজপক্ষ বিশ্বাস করিলেন এবং অবিলম্বে ১০০ এক শত নাগাকুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। পাঠক! স্মরণ করুন, ইতিপূর্ব্বে নগরের উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্তে দ্বারবৎ দুইটী পর্ব্বতের বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার উত্তরস্থ পর্ব্বতের নাম চিংমাই-রোং রাজপাট হইতে ২ মাইল ব্যবধান; ইতিপূর্ব্বে পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবের উপদেশানুসারে ঐ স্থানে ৫০০ লোকের উপযোগী পরিপাটী আড্ডা-ঘর রাজপক্ষ হইতে প্রস্তুত করা হয়। ২১শে মার্চ্চ অপরাহ্নে গ্রিমউড সাহেব বলিলেন, চিপকমিসনর সাহেবের পত্রানুসারে চিংমাইরোং আড্ডা রেসি-ডেন্সি হইতে অনেক ব্যবধান, অতএব রাত্রিমধ্যেই রেসিডেন্সির উত্তরবর্ত্তী ক্ষুদ্র প্রান্তরে ৫০০ পাঁচ শত লোকের আড্ডাঘর প্রস্তুত করিতে হইবে। রাজপক্ষ সময়সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত কোন আপত্তি না করিয়া রাত্রিমধ্যেই আড্ডা-ঘর প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, যুবরাজ স্বয়ং রাত্রিযোগে আড্ডা-ঘর প্রস্তুতের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রায় সমস্ত রাত্রিই জাগরণ করেন। চিপকমিসনর সাহেবের কোন মন্দ অভিসন্ধি নাই, তিনি তামু যাইতেছেন, ইহা রাজপক্ষের দৃঢ়বিশ্বাস হওয়াতে পরদিন প্রাতে চিপকমিসনরকে অভ্যর্থনাক্রমে নগরে আনয়ন জন্য যুবরাজ ঈষৎ অসু-স্থতাপ্রযুক্ত চতুর্দ্দোলে কৈরেংকাই নদী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দাবানলে সেতু ভস্মীভূত দর্শনে আর অধিক অগ্রসর হওয়া অসাধ্য ও নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে সঙ্গীয় অনুচরবর্গকে দগ্ধাবশিষ্ট সেতুকাষ্ঠ দ্বারা কোনরূপে পারাপারের উপ-যোগী ক্ষুদ্র সেতুনির্ম্মাণে নিযুক্ত করেন; অল্পকাল পরেই চিপকমিসনর ঐ স্থানে পৌঁছিয়া সেতুর অবস্থা ও যুবরাজের উহার নির্ম্মাণ-উদ্যোগ দর্শন করেন। নদীতে জল ১½ ফুটের অধিক ছিল না। ঘোড়াতে সাহেবগণ পরপারে পৌঁছিয়া যুবরাজকে বন্ধুবৎ সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, সিপাহী ও ভারবাহী কহিমার নাগাদিগের ক্রমে ক্রমে পার হইতে

ক্ষণকাল বিলম্ব হইল, তখন চিপকমিসনর প্রভৃতি সকলেই যুবরাজসহ মিত্রবৎ অকপট ব্যবহার করিলেন এবং কোন সূত্রে যুবরাজের মনে অণুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হইল না। তদনন্তর সকলেই মণিপুর অভিমুখে রওনা হইয়া কথা-বার্ত্তায় প্রায় ১০½ টা কি ১০¾ টার সময় নগরে পৌছিলেন। পাটের মধ্য হইতে একাদশটী 'সেলামী' তোপধ্বনি হইল। এ দিকে মহারাজ কুলচন্দ্র সিংহ সেনাথোং নামক পশ্চিমস্থ সিংহদ্বারসমীপে মন্ত্রিবর্গসহকারে চিপকমিসনর সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। চিপকমিসনর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মহারাজসহ 'সেক্‌হ্যাণ্ড' দ্বারা মিত্রতা প্রদর্শনের পর রেসিডেন্সিতে পৌছিলেন।

পাঠক! পঞ্জিকা দেখিলেই জানিতে পারিবেন যে, ২১শে মার্চ্চ শনিবার একাদশী তিথি ছিল, মণিপুরের হিন্দু মাত্রেই হরিবাসর ব্রতপালন করিয়া থাকে। ব্রতোপবাস ও পূর্ব্ব রাত্রিতে আড়ম্বর প্রস্তুতের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, প্রাতে কৈরেংকাই নদী পর্য্যন্ত গমন, সেতুবন্ধনে উদ্যম ও চিপকমিসনার সহ ১০½ টার সময় নগরে প্রত্যাগমন করিয়াই স্নান, পূজা ও আহারের সময় অভাবে নিতান্ত ক্লান্ত হইলেও অশ্বারোহণে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য ঠিক ১২ টার সময় যুবরাজ রেসিডেন্সির দ্বারে উপস্থিত হয়েন। দ্বারবান সিপাহিরা চিপকমিসনর প্রস্তুত নহেন বলিয়া তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেয় না। তিনি জন্মাবধি দিবারাত্রির যে কোন সময়ে রেসিডেন্সির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাহেবের বাঙ্গলা, ডাকঘর, ডাক্তার থানা, আফিস সর্ব্বত্রই যাতায়াত করিতেন, কস্মিন্ কালেও কেহ কোন বাধা দিত না; কিন্তু অদ্যাই প্রথম প্রবেশে বাধাপ্রাপ্তে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াও রৌদ্রে প্রতীক্ষা করিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে দেখিতে পাইলেন যে, সিপাহীরা রেসিডেন্সিতে পহুঁছিয়া অস্ত্র শস্ত্র ও পোষাকপরিত্যাগে স্নান-আহারের কোনই উদ্যোগ করিতেছে না। সকলেই সজ্জিত হইয়া রেসিডেন্সিবাঙ্গলার সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছে, সাহেবরাও ঘোড়ায় চড়িয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। দরবারের এরূপ অস্বাভাবিক আয়োজন দর্শনে যুবরাজের মনে সন্দেহ জন্মিল; তখন তিনি স্বীয় অনুচর দম্বু সরদারকে রেসিডেন্সির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সবিশেষ পরি-দর্শন জন্য প্রেরণ করিলেন; দম্বু ক্ষণকালমধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া মণিপুরী-

ভাষায় বলিল, বাঙ্গলার সম্মুখে পশ্চাতে আশে পাশে সিপাহিরা প্রস্তুত আছে। শুনিবামাত্র যুবরাজ বুঝিলেন যে, দরবার নামক ফাঁদে ফেলিয়া তাঁহাকে ধৃত করাই চিপকমিসনর সাহেবের উদ্দেশ্য, নচেৎ এরূপ সতর্কভাবে বাঙ্গলার চতুর্দ্দিকে প্রহরীস্থাপনের উদ্দেশ্য কি? তিনি তৎক্ষণাৎ পাটে প্রত্যাগমন করিলেন। পাঠক! একবার অনুধাবন করুন, এই সময়ে যুবরাজের মনে কিরূপ চিন্তা, ভীতি ও বিষণ্ণতার উদয় হইয়াছিল। তিনি বুঝিলেন, রাজ্যচ্যুত সুরচন্দ্র সিংহ গবর্ণমেণ্টসমীপে অভিযোগ করাতে, গবর্ণমেণ্ট অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৫ পাঁচ মাসমধ্যে বর্ত্তমান রাজপক্ষকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, মাত্র এক পক্ষের কথায় নির্ভর করত বিচার শেষ করিয়াছেন। চিপকমিসনর সাহেবের সঙ্গে সুরচন্দ্র সিংহের আসিবার যে জনরব পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, তাহা সত্য না হইলেও তাহার মর্ম্ম এই। চিপকমিসনর দরবারে আহ্বান করিয়া বর্ত্তমান চারিভ্রাতাকে কয়েদ ও নির্ব্বাসিত করিয়াই নির্ব্বিবাদে সুরচন্দ্র সিংহকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সভ্য, সদ্‌বিদ্বান্, পরাক্রান্ত, বিশালসাম্রাজ্যের অধীশ্বর ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এ কিরূপ বিচার! বাদী প্রতিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ না করিয়া ঐকপাক্ষিক বিচারে যাহা ইচ্ছা করিবেন, এরূপ সম্ভব হয় না; অথবা বাদী চারিভ্রাতার কলিকাতায় থাকা গতিকে প্রতিবাদী ৪ চারিভ্রাতাকে তথায় উপস্থিত করিয়া বিচার করিবেন, তজ্জন্যই দরবারে তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার প্রয়াস। তাহাই বা করিবার প্রয়োজন কি? যাহারা চিরকালই গবর্ণমেণ্টের অনুগত, গবর্ণমেণ্টই যাহাকে ৫ পাঁচ মাস পূর্ব্বে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহাকে পত্র বা দূত দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কোন আদেশ বা অভিসন্ধি জ্ঞাপন না করা, পরন্তু সৈন্য দ্বারা ধৃত করিয়া দেশান্তরে লইয়া যাওয়ার অর্থ কি? যাহা হউক চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পূর্ব্বদিনের একাদশীর উপবাস বশতঃ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গেলেন। যুবরাজ দরবারে উপস্থিত হইতে যাইয়াও সন্দেহ প্রযুক্ত ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেনাপতি আঙ্গোসিংহ পীড়িত হইয়াই চিপকমিসনর সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দোলে শেংমাই হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনিও দরবারে উপস্থিত হইতে অক্ষম; সুতরাং মহারাজ কুলচন্দ্র ও সর্ব্বকনিষ্ঠ জিলাকুম্বা সেনাথোংবাবে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া ১টার সময়

রেসিডেন্সিতে পৌঁছিলেন। মণিপুরের মহারাজ রেসিডেন্সির দ্বারে উপস্থিত, পদগর্ব্বিত চিপকমিসনর ও তদনুচর কাহারও এ কথা মনেই হইল না। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল না, বরং দ্বারের প্রহরী তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিলেও বাঙ্গলার সম্মুখস্থ প্রহরী তাঁহাকে বাঙ্গলার উপরে উঠিতে দিল না, সুতরাং তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া সিঁড়ির নীচে প্রায় ½ ঘণ্টা দণ্ডায়মান রহিলেন। গ্রিমউড সাহেব সংবাদ পাইয়া মহারাজকে সিঁড়ির উপরে উঠিতে দিয়া বারেণ্ডায় দণ্ডায়মান রাখিয়া বলিলেন, 'যদিও তিনি বাঙ্গলায় বাস করেন বটে, তথাপি উহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি গতিকে, সম্প্রতি চিপকমিসনর সাহেবের অধীন; সুতরাং তাঁহার অনুমতি জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।' এই বলিয়া গ্রিমউড অনুমতি জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন, মহারাজ বারণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলেন! অর্দ্ধঘণ্টা পরে গ্রিমউড ফিরিয়া আসিয়া 'তখনও চিপকমিসনর প্রস্তুত হয়েন নাই' বলিয়া দরবারগৃহে বা চিপকমিসনরসম্মুখে উপস্থিত না করিয়া তাঁহাকে অন্য কামরায় বসিতে দিলেন। প্রায় ১ঘণ্টা পরে গ্রিমউড ফিরিয়া আসিয়া যুবরাজের দরবারে উপস্থিত না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মহারাজ পীড়িত ভিন্ন অন্য কারণ অনবগতবিধায় সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না; কিন্তু চিপকমিসনর সাহেবসহ সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন গ্রিমউড সাহেব মহারাজের প্রার্থনা চিপকমিসনরসমীপে জ্ঞাপন করাতে তিনি প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, গবর্ণমেণ্টের কোন গুপ্তাদেশ দরবারে প্রচার জন্য মহারাজ, যুবরাজ ও রাজভ্রাতাদিগের উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু যুবরাজ ও সেনাপতি উপস্থিত না হওয়াতে দরবার করা বা গবর্ণমেণ্টের আদেশ ব্যক্ত করা নিষ্ফল এবং তজ্জন্যই মহারাজসহ চিপকমিসনর সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত নহেন, অতএব পরদিন প্রাতে ৮টার সময় দরবার হওয়া স্থির হইল। মণিপুরের মহারাজকে ভারত গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান রাজপ্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরল সাহেব বাহাদুরেরা চিরকালই 'আমার প্রিয়বন্ধু' এই পাঠে পত্র লিখিতেন। মণিপুর রাজ্যের সহিত দৃঢ়মিত্রতা দীর্ঘকাল রক্ষিত ছিল, সম্প্রতি আসামের চিপকমিসনর তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলেন তাহাতে মহারাজের মনে আশঙ্কা ও ক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে কি না সাধারণের বিচার্য্য। যাহা হউক, মহারাজ বিফলমনোরথ হইয়া প্রায় ৩½ টার সময় পাটে প্রত্যাগমন করিলেন।

যুবরাজ দীর্ঘকাল যাবৎ শূলবেদনাক্রান্ত ছিলেন, ব্রতোপবাস ও স্নান আহারের ব্যতিক্রম ঘটিলেই মধ্যে মধ্যে বেদনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। মহারাজ রেসিডেন্সি হইতে প্রত্যাগমন না করা পর্য্যন্ত যুবরাজ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন, কি জানি চিপকমিসনর তাঁহাকে অবরুদ্ধ করেন, এই চিন্তায় স্নান আহার করেন নাই এবং এই কারণেই অকস্মাৎ তাঁহার বেদনা উপস্থিত হইল। মহারাজের পাটে প্রত্যাগমনের তোপধ্বনি শুনিবামাত্র নিশ্চিন্তমনে প্রায় ৪ টার সময় স্নান ও জল গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু বেদনার প্রকোপ নিবারিত হইল না। অস্থির হইয়া অন্তঃপুরে শয়ন করিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময় গ্রিমউড, সিমসন ও রসিকলাল যুবরাজ সহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি নিতান্ত পীড়িত ও উত্থানশক্তিরহিত শ্রবণে ফিরিয়া যান। পর দিন প্রাতে ৮টার সময় পুনরায় ঐ ৩ জন যুবরাজ যথার্থ পীড়িত কিনা দেখিতে আসিলেন, কিন্তু তথনও তিনি অক্ষম বিধায় সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে মহারাজ, পূর্ব্ব দিবস তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হওয়াতে তিনি নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ২৩শে মার্চ্চ ৮ টার সময় দরবার হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু যুবরাজ পীড়িত বিধায় উপস্থিত হইতে অক্ষম। যুবরাজ উপস্থিত না হইলে চিপকমিসনর মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না; সুতরাং তাঁহার একাকী দরবারে উপস্থিত হওয়া নিষ্ফল; অতএব তিনি প্রার্থনা করেন, চিপকমিসনর তাঁহাকে গবর্ণমেন্টের গুপ্তাদেশ যেন জ্ঞাত করান। ইহার উত্তরে গ্রিমউড সাহেব বেলা ২টার সময় পাটে উপস্থিত হইয়া মহারাজসহ দরবার করেন, এবং গবর্ণমেন্টের এই আদেশ জ্ঞাত করান যে, সুরচন্দ্র সিংহের অভিযোগে তাঁহাকে রাজকার্য্যে অযোগ্য বিবেচনায় কুলচন্দ্র সিংহ মহারাজকে রাজপদে স্থায়ী রাখা হইল এবং যুবরাজ টেকেন্দ্রজিৎকে কিছু দিনের জন্য মণিপুর হইতে অন্তরিত করা হইবে। মহারাজ গবর্ণমেন্টের গুপ্তাদেশ শ্রবণে গ্রিমউড সাহেবযোগে শত শত ধন্যবাদ জানাইলেন। তাহার পর গ্রিমউড বলিলেন, যদি অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে মহারাজ যুবরাজকে চিপকমিসনর সমক্ষে অর্পণ না করেন, তাহা হইলে মহারাজকেও গবর্ণমেন্টের শত্রু বলিয়া গণনা করা যাইবে। মহারাজ আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা অর্থাৎ বয়সের জ্যেষ্ঠতাপ্রযুক্ত

যুবরাজ কর্তৃক তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তন্নিবন্ধন যুবরাজের প্রতি তাঁহার কোন অধিকার না থাকা প্রকাশে বলিলেন, যুবরাজ সম্প্রতি পীড়িত, সুতরাং কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলেই যেরূপ যুক্তিসঙ্গত হয়, তিনি জানাইবেন। গ্রিমউড ও সিমসন, যুবরাজের পীড়ার কথায় হাস্য করিয়া বলিলেন, চিপকমিসনর পীড়ার বাহনা মিথ্যা বলিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু যুবরাজ সাক্ষাৎ করেন নাই। মহারাজ তখন এক জন সুবেদারযোগে যুবরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যথার্থ পীড়িত কি না বিশ্বাস জন্য সাহেব সহকারে কোন প্রকারে সাক্ষাৎ করুন। মহারাজের আদেশ শ্রবণে যুবরাজ দোলায় চড়িয়া নিজ বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। তথায় গ্রিমউড ও সিমসন সাহেব সহকারে সাক্ষাৎ হইল। গ্রিমউড, সিমসন ও রসিকলাল ২৩শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে যুবরাজকে পীড়িত দেখিয়া যাইয়া চিপকমিসনর সাহেবকে জানাইয়াছিলেন যে, 'তিনি আরোগ্য হইয়া স্ত্রী পুত্রদিগের বন্দোবস্ত করিয়া মণিপুর ত্যাগ করিবেন।' এই সময়ে গ্রিমউড সাহেবের মেম তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামীর মুখে যুবরাজ যথার্থ পীড়িত থাকা জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই আমার টেলিগ্রাফের উত্তরে বলিয়াছেন, "গ্রিমউড সাহেব যুবরাজকে ২৩শে মার্চ্চ সন্ধ্যার সময় পীড়িত দেখিয়াছিলেন।"

গ্রিমউড ও সিমসন জীবিত থাকিলে অকপটে সত্য কথা বলিতেন, রসিকলাল বিচারসময়ে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারক ও সাক্ষী হইয়াও যথার্থ কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বিচারকগণ চিপকমিসনরের ন্যায় পীড়ার বিবরণ ভানমাত্র বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক চিপকমিসনর এ কথা বিশ্বাস না করিয়া পরদিন প্রাতে 'তামু' যাইবার পরিবর্ত্তে কহিমা যাইবেন, প্রকাশে মহারাজ হইতে ৪০০ কুলি চাহিয়া পাঠাইলেন। চিপকমিসনর এই দিবস প্রাতে আদেশ করেন যে, তিনি রাত্রি ৮টার সময় মণিপুরীস্ত্রীলোকদিগের নাচ দেখিতে ইচ্ছা করেন এবং নৃত্যসভায় রাজপক্ষকে নিমন্ত্রণ করেন; তদনুসারে সন্ধ্যার সময় গায়ক, বাদক ও নর্ত্তকীরা রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হয়। কিন্তু চিপকমিসনর নাচ দেখিতে অসম্মত হওয়াতে গায়কমণ্ডলী নিরাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে, তাহার পর রাত্রি ১০টার সময় ৪০০ শত কুলি

রেসিডেন্সির সমীপবর্ত্তী ছাউনিতে পহুঁছাইয়া দেওয়া হয়। এই দিবস অপরাহ্ণ ৩টার সময় টেলিগ্রাফের সুপারিন্টেনডেণ্ট মেলভিল সাহেব নিজ অনুচরবর্গ সহকারে কহিমা অভিমুখে যাত্রা করেন; তদ্দর্শনেও চিপকমিসনর নিশ্চয়ই কহিমা ফিরিয়া যাইবেন ভাবিয়া রাজপক্ষ নিঃশঙ্কিত হইয়াছিলেন। এ দিকে রেসিডেন্সিতে চিপকমিসনর মন্ত্রণা করিয়া যেরূপ আদেশ প্রদান করেন, তদনুসারে সকলেই রাত্রিমধ্যে দ্রব্যাদি গাঁঠরী বাঁধিয়া পরদিন প্রত্যূষে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন, অনেক রসদের ও অন্যান্য অনাবশ্যকীয় দ্রব্য-ভার কুলিদিগকে দেওয়া হইল; মণিপুরীরা ইহা জানিতে পারিয়াও চিপকমিসনর সাহেব কহিমা প্রত্যাগমন করিবেন, এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল। চিপকমিসনর নিশ্চয়ই ফিরিয়া যাইবেন, গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে কুলচন্দ্র রাজত্বে স্থায়ী হইলেন, তাহাতে যুবরাজ স্বীয় রোপিত বৃক্ষ বর্দ্ধিত ও ফলপুষ্পে শোভিত হইতে চলিল দেখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন, সুতরাং নিজের নির্ব্বাসনে দুঃখিত হইলেন না। ভাবিলেন, তিনি পূর্ব্বে যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান চারি ভ্রাতাকে ধৃত করিয়া নির্ব্বাসিত করা হইবে ও সুরচন্দ্রকে পুনঃ রাজত্ব প্রদান করা হইবে, কার্য্যত তাহা হইল না, তবে তিনি পীড়িত গতিকে হঠাৎ গবর্ণমেণ্টের আদেশপালনে অক্ষম, এ কথা গ্রিমউড সাহেবের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া চিপকমিসনর সাহেব ফিরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু কি জানি, আদেশ পালন না করা অপরাধে ভবিষ্যতে তাহারও রাজ্যের কোন অনিষ্ট সংঘটন হয়; এই সকল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আগামী কল্য তিনি স্বয়ং চিপকমিসনর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনুনয়-বিনয়ে স্বীয় শারীরিক অবস্থা দেখাইয়া বৃদ্ধমাতা, স্ত্রী, পুত্রগণের দোহাই দিয়া কিছু দিনের অবকাশ প্রার্থনা করিবেন এবং তিনি দেশত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন, এ কথা মহারাজকে বলিয়া পাঠাইলেন। এই স্থির প্রতিজ্ঞা শ্রবণে মহারাজ ও মন্ত্রীবর্গ ক্ষণকাল টেকেন্দ্রজিতের জন্য অশ্রুপাত করিয়া সকলে স্থির করিলেন, আগামী কল্য প্রাতে সমস্ত মণিপুর-চিপকমিসনর সাহেবের পায়ে ধরিয়া যুবরাজকে ভিক্ষা মাগিবেন। যদি তিনি একান্তই না শুনেন, তাহা হইলে যুবরাজের সঙ্গে অনেকে মণিপুর ত্যাগ করিয়া যাইবে ও গবর্ণর জেনেরল সাহেব বাহাদুর সমীপে এই একটীমাত্র প্রার্থনা জানাইবে। রাজ্যের

প্রধানবর্গের মত যুবরাজকে জানান হইল, তিনি তখন জননী ও জন্মভূমির জন্য এবং প্রাণতুল্য অপত্যদিগের জন্য অধীর হইয়া অবিরলধারে অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, পুরবাসিনী অঙ্গনারা হা হা শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। পাঠক! এদৃশ্য দেখিলে পাষাণপ্রাণ গলিয়া যায়, চিপকমিসনর কুইনটন অবশ্যই দয়ার্দ্র চিত্ত হইতেন; কিন্তু হায়, যে সময়ে যুবরাজ অন্তঃপুরে বিষাদে অশ্রুপাত করিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে রেসিডেন্সিতে কুইনটন সাহেব, পরদিন প্রত্যূষেই যুবরাজকে শয্যায় শায়িত অবস্থায় ধৃত করিবেন, এই গুপ্ত মন্ত্রণায়ও কৃতকার্য্য হইবার দুরাশায় হাস্য করিতে ছিলেন। আমারা রেসিডেন্সির ভৃত্যদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত রেসিডেন্সিতে হাস্যরোল শুনা গিয়াছিল। এ ঘোর রজনীতে যুবরাজ বিষাদে ভাবী চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন নাই। আর কুইণ্টন সাহেব কল্পিত প্রভাত কাণ্ডের ব্যগ্রতায় সুনিদ্রা ভোগ করেন নাই। উভয়ের পক্ষেই ইহা দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কুক্ষণে এ দীর্ঘ রজনীর প্রভাতিক তারা পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়াছিল; ইহাকে দেখিয়াই সময় সমাগত জ্ঞানে লেপটেনেণ্ট ব্রেকেনবরির সহিত একদল সিপাহি কহিমার পথে যাত্রা করিয়া পাট হইতে পলায়িত ব্যক্তিদিগের প্রতিরোধ জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কাপ্তান বুচারের সহিত আর একদল পাটের উত্তর-পশ্চিম কোণের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দস্যুভাবে যুবরাজের বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যুবরাজ নিদ্রিত ও অসতর্ক ছিলেন না; চতুর্দ্দিকে প্রহরী ছিল, দুই দিকে দুইদল সৈন্যের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্ত্রীপুত্রসহ গুপ্তপথে পাটের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবরাজের বাটী হইতে পাটের বহির্দ্বার শত হস্ত ব্যবহিত। যুবরাজের বাটীর বহিঃপ্রকোষ্ঠে যে সকল লোক নিদ্রিত ছিল, তাহারা যুবরাজের পলায়নবার্ত্তা জানিতে পারিল না। বুচার সাহেব পূর্ব্বদ্বার হইতে যুবরাজের বাটী আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দ্বারবান, শন্ত্রী ও নিদ্রিত দাসদাসীদিগকে সঙ্গিনে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন আর কতকগুলি পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। যুবরাজের বাটীর পার্শ্বে উত্তর দিকে সেনাপতির বাটী, তাহার পার্শ্বে উত্তরে জিলাকুম্বা বাস করিতেন; এই সকল বাটীর সম্মুখে নদী। যুবরাজের বাটী আক্রমণ করাতে সেনাপতি ও

জিলাকুম্বার বাটীর লোকেরা ভীতিবিহ্বল হইয়া পাটের উত্তর দ্বারযোগে পলায়ন আরম্ভ করাতে ব্রেকনবরির সৈন্যদল উহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অনেকেই নদী পার হইয়া পূর্ব্বমুখে ধাবিত হইল। ব্রেকেন-বরির সৈন্যদল পাটের বাহিরের সড়কে পূর্ব্বমুখে মিন্থুথোং নামক সেতু পার হইয়া ঐ সকল লোককে আক্রমণ জন্য দৌড়িল। সম্মুখে দস্যুসরদারের বাটী। দস্যুকে গুপ্তচর জ্ঞানে হত্যা করিল, তাহার বাটী জ্বালাইয়া দিল। পুত্রদিগকে হত্যা করিল, কন্যাদ্বয়ের চুলে চুলে বাঁধিয়া আগুনে ফেলিয়া দিল। দস্যুর স্ত্রী দুইটী গুলির আঘাতে মৃতবৎ পতিত রহিল। তখন সিপাহিরা সমীপ-বর্ত্তী অন্যান্য ১০।১২ গৃহস্থের বাটী জ্বালাইয়া দিল। পথে পলাতক লোকদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকদিগের নাক ও কাণ কাটিয়া লাঞ্ছনা করিতে লাগিল। তখন প্রজারা উত্তেজিত ও উন্মত্তের ন্যায় হইয়া অস্ত্রধারণে আত্মরক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। কাপ্তান বুচারের সৈন্যদল যুবরাজকে অন্তঃপুরে না পাইয়া মন্দিরে লুকাইয়া থাকা জ্ঞানে মন্দির আক্র-মণ করিল। বিগ্রহ বৃন্দাবনচন্দ্রের সোণা, রূপার অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়া মন্দিরের উপরে উঠিয়া পাট ভিন্ন অন্য কোন দিকে লোক দেখিতে না পাইয়া পাটের দিকে গুলি চালাইতে লাগিল। লেপটেনণ্ট চেটারটনের সহিত আর একদল পশ্চিমদিকে সেনাথোং নামক দ্বারের পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীর উলঙ্ঘনে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার অধিকার করিলেন; তখন মণিপুরীরা পাটের মধ্য হইতে তোপ ও বন্দুকের গুলিতে বৃটিশসৈন্যকয়েকটীকে অস্থির করিয়া তুলিল। উভয় পক্ষের সৈন্যেরা মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম না করিয়া অনাহারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ও! কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড? তোপের ধূমাতে দিঙ্মণ্ডল কুজ্ঝটিকাবৃত বোধ হইতে লাগিল, সূর্য্যদেব হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন, বন্দুকের অজস্র গুলিবর্ষণ নক্ষত্রপতনের ন্যায়, আর মধ্যে মধ্যে উল্কাপিণ্ডবৎ তোপের গোলা সকল চন্দ্রপাততুল্য বোধ হইতে লাগিল। বন্দুকের ধম্ ধম্ শব্দের সহিত ভীম কামান গর্জ্জন শুনিয়া অদূরবর্ত্তী কোন্ দর্শক ও শ্রোতার না প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। পাঠক! যুদ্ধবৃত্তান্ত গ্রন্থপাঠে উপলব্ধি করা স্বপ্নদর্শনমাত্র। আর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন, প্রাণ হাতে করিয়া পলায়ন, হতাহতের মুমূর্ষু দশা দর্শনে ভীত ও

চমকিত হওয়া ঘোর বিপদ; সপরিবারে এই ঘোর বিপদে পড়িয়া যাহারা ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, যুদ্ধ কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! বেলা ৮ ঘটিকার সময় টেলিগ্রাফের তার কাটা হইল, সাহেবদিগের বল বুদ্ধির অনেক ব্যাঘাত জন্মিল। গবর্ণমেণ্টের সিপাহিদিগের প্রত্যেকের নিকট মাত্র ৪০ গুলি সম্বল ছিল। তাহা প্রায় ফুরাইয়া গেল। এইমাত্র সম্বল সহকারে ইহারা "কুছ্ পরোয়া নাই, পাঁচ মিনিট কা কাম হ্যায়" বলিয়াছিল; কিন্তু প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া অনেকের মুখ শুকাইয়া গেল। রেসিডেন্সির মধ্যে যে সকল গুলি মজুত ছিল, তাহাতে হাত পড়িল; যে সকল বাহাদুরেরা পূর্ব্বে '৫ মিনিট কা কাম' বলিয়া দম্ভ করিয়া ছিলেন, তাহাদিগের অনেকেই নিহত হইল। রেসিডেন্সির পশ্চাদ্বর্ত্তী নদীর পরপার হইতে মণিপুরীরা গুলি মারিতে আরম্ভ করাতে এই স্থানে নাগা ও মুসলমান চাপরাশি প্রভৃতির যে সকল গৃহ ছিল, তাহাতে আগুন লাগিয়া ভয়ানক গর্জ্জনে মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গেল; এইরূপে সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সন্ধ্যা ৭টার সময় ব্রিটিশ পক্ষ হইতে "সিজ ফায়ার" অর্থাৎ যুদ্ধবিরতিসূচক বিগুল ধ্বনি হওয়াতে মণিপুরীরা যুদ্ধ ক্ষান্ত দিবার জন্য বিগুল বাজাইতে লাগিল। সমস্ত দিনে উভয় পক্ষের হতাহতের কোন সংখ্যা জ্ঞাত হওয়া গেল না। মণিপুরীরা কিল্লার মধ্যে ও ব্রিটিশ সৈন্য বাহিরে থাকাতে, শেষোক্ত দিগেরই সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। পাটের মধ্যে ভীষণ দৃশ্য! স্থানে স্থানে হত সৈনিকেরা রুধিরাক্ত হইয়া পতিত রহিয়াছে, আহতেরা 'জল জল' বলিয়া চীৎকার করিতেছে, কেহ ছট্‌ফট্ করিয়া গড়াগড়ি দিতেছে, কেহ গোঁ গোঁ শব্দে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে! জীবিত ব্রিটিশ সৈন্যেরা রেসিডেন্সিতে একত্র হইল, সকলেই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যুদ্ধশ্রমে ও পরাজয়বিষাদে বিষন্ন; আর মণিপুরীরা জয়লাভগর্ব্বে স্ফীত হইয়া পরাজিত দিগকে "নেপাথাংরি মেচা" (বেটা দাস্রাহতের পুত্র) প্রভৃতি দুর্ব্বাক্যে গালি দিতে লাগিল। এমন সময়ে রেসিডেন্সি হইতে গ্রিমউড সাহেবের মণিপুরী চাপরাসী এক ইংরেজি পত্র লইয়া পাটের মধ্যে উপস্থিত হইল। অনেক বিক্রপের পর পত্রখানি যুবরাজের নিকট উপস্থিত করা হইল, কিন্তু ইংরেজীজ্ঞ কোন লোক উপস্থিত না থাকাতে অনুবাদ জন্য প্রায় ৩ মাইল ব্যবধানে কেরানী বাবুর নিকট পত্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়। উত্তর পাইতে গৌণ হওয়াতে

গ্রিমউড সাহেব ব্যগ্র হইয়া রেসিডেন্সি ও পাটের মধ্যবর্ত্তী সড়কে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; মণিপুরীরা কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দিল। পরিশেষে মণিপুরী ভাষা জানা একজন সিপাহি সেনা-থোংস্থিত সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া সাহেবেরা যুবরাজসহ সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, এরূপ প্রকাশ করাতে সেনাপতি দেওয়ানকে ডাকাইয়া সাহেব-দিগের নিকট পাঠাইয়া দেন। পাঁচ জন সাহেব ও একজন বিগুলদার নিরস্ত্র হইয়া সেনাথোং প্রবেশ করিয়া সেনাপতির সহিত দুই চারি কথা বলিলেন। এমন সময় আইয়াপুরেল নামক একজন প্রধান কার্য্যকারক আসিয়া সাহেব দিগকে সঙ্গে করিয়া পাটের মধ্যবর্ত্তী দরবার গৃহের সম্মুখে উপস্থিত করে। এই স্থানে যুবরাজ, সামুকর্ণেল, আঙ্গামনিংথৌ, থাঙ্গাল জেনেরল উপস্থিত থাকাতে উভয় পক্ষে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল; জেনেরল থাঙ্গাল ও যুবরাজ হিন্দি কথা জানিতেন, সুতরাং হিন্দি ভাষায় কথোপকথন হইয়াছিল। যুবরাজ সাহেবদিগের সহিত সেকহ্যাণ্ড করিয়া "আপ লোগ আচ্ছা হ্যায়?" গ্রিমউড সাহেবের প্রতি "মেম সাহেব আচ্ছা হ্যায়?"

গ্রিমউড। মেম সাহেব বহুত আচ্ছা হ্যায়।

যুবরাজ। (চিপ কমিসনর সাহেবের প্রতি) হম বিমার থা, আপ কুছ খেয়াল নাহি করকে সরকার কা সাথ বহুত দিনকা দোস্তী এক দমসে লোক-সান কর দিয়া, নাহক লড়াই কর্‌কে দোনো তরফকা আদমী লোকসান কিয়া।

চিপ। যো হুয়া সো হুয়া, অভি রাতমে হামলোগ কহিমা যানে মাঙ্‌তা।

যুব। বহুত আচ্ছা, রাতমে জানেকা ক্যা কাম? কাল ফজির যাইয়ে, আপ লোগ আওর মেম সাহেব কা ওয়াস্তে কুলি, বেগার, দোলা হাম দেঙ্গে।

সিমসন। ঝুঁট বাত।

গ্রিমউড। হামলোগ কা ঘোড়া হ্যায়, কুলি বেগার নাহি মাঙ্‌তা, আপ্‌ গোলমাল নাহি করনেছে হামলোগ অভি চলা যায় গা।

যুব। সাহেব লোগ কা যেয়সা খুশী, জানেসে যাইয়ে, রহনেসে রহিয়ে, হাম্‌ কুছ্‌ গোলমাল পহেলেভি নাহি কিয়া, অভিভি নাহি করেগা, লেকিন চিপকমিসনর সাহেবকা বাত পর হামারা এতওয়ার নাহি হোতা; ক্যা জানে আপলোগ পিছে গোলমাল করে গা।

চিপ। কাহে নাহি এতওয়ার হোতা?

যুব। সাহেব! আপ পহেলা খবর দিয়া, তামু যায় গা; পিছে বোলা, দরবার করে গা। জিস্‌মে ফাঁকি করকে হম্‌কো কয়েদ করনেকা মতলব থা; পিছে ওহি মতলবসে নাচ দেখনে মাঙা—হাম্‌লোগ কো নিমন্তন্ কিয়া, পিছে বোলা কহিমা যায়গা—৪০০ শত কুলি মাঙা, পিছে রাত রহনেমে লড়াই সুরু কিয়া।

গ্রিম। চিপকমিসনর সাহেব সরকার কা হুকুম সে ইস্ মাফিক কিয়া আওর কুছ্ নাহি করে গা।

যুব। ক্যা জানে, নাহি করে গা, বোলকে চলা যায় গা, হামলোগ শোএগা ফির্ রাতমে আয়কে গোলি চালাওয়ে গা। এক কাম করিয়ে, আপ্‌লোগ কা বন্দুক হাতিয়ার ছোড়কে যাইয়ে, হাম আপনা আদ্‌মি দেকে সাথ সাথ কহিমা পহুঁছায় দেগা।

সিনসন। ঝুঁট বাত।

যুব। হামারা সব ঝুঁট বাত, তোমারা সব সচ্ বাত। ঝুঁটবাত তব্ পুছনেকো কাহে আয়া?

চিপ। মহারাণীকা হাতিয়ার বন্দুক হাম্ দেনে নাহি সক্‌তা।

যুব। গোলি গাট্টা তোজদান দিজিয়ে।

কর্ণেল স্কিন। সো ভি সরকারী নাহি দেনে সক্‌তা।

যুব। তব হাম্ মহারাজ আওর সব মন্ত্রী লোগকো পুছ্‌কে কাল কহেঙ্গে।

সাহেব লোক। হাম্ লোগ আভি চলা যায় গা।

যুব। আপ্‌লোগ কা খুশি।

এইরূপ (অবিকল না হউক) ভাবে কথোপকথনের পর সাহেবেরা দরবার গৃহের পশ্চিম দিকের দ্বারাভিমুখে চলিলেন আর যুবরাজ তোপ গারদের দিকে চলিয়া গেলেন। গ্রিমউড আঙ্গাম নিংথৌ সহ কথা বলিতেছিলেন, হঠাৎ থাঙ্গালের ইঙ্গিতে পশ্চাৎ হইতে একজন মুণিপুরী তাঁহাকে জাঠীর আঘাত করিল। দুই আঘাতেই গ্রিমউড পড়িয়া গেলেন। ও দিকে অন্য একজন মণিপুরী সিমসনকে আঘাত করে, আঘাত সাংঘাতিক না হইলেও

সিমসন পড়িয়া যায়; অবশিষ্ট ৩ জন সাহেব ভীত হইয়া দরবারগৃহের সিঁড়ির উপরে উঠিলেন। আঙ্গামনিংথৌ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আততায়ীদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। চতুর্দ্দিকে মণিপুরীরা মারমার শব্দ করিতে লাগিল, শব্দ শুনিয়া যুবরাজ দ্রুতপদে উপস্থিত হইয়া আততায়ীদিগকে বারণ করাতে সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, 'তোমার জন্য আমাদিগের ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, কুটুম্ব সকলই মারা পড়িয়াছে। আমরা শত্রুদিগের প্রধান ও মূল ব্যক্তিকে পাইয়া কখনই ছাড়িব না। তুমি বাধা দিলে, অগ্রে তোমাকে হনন করিব।' যুবরাজ অনেক বলিয়া কহিয়া 'শরণাগত নিরস্ত্রদিগকে মারিলে মহাপাপ হইবে, মহানরকে বাস করিতে হইবে, পৃথিবীশুদ্ধ সকলেই নিন্দা করিবে' এইরূপ বুঝাইয়া ক্ষান্ত করাইয়া সাহেব-দিগকে দরবারগৃহের মধ্যে স্থাপন করিলেন। মৃত গ্রিমউডকে স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, জানিয়া তাহাকে পতনস্থানে থাকিতে দিলেন। আহত সিমসনকে উঠাইয়া দরবারগৃহে রাখিয়া হিন্দিকথা অল্পপরিজ্ঞাত যাত্রা সিংহকে দেখিতে পাইয়া সিমসনের পানের জন্য জল আনিয়া দিতে বলিলেন। সাহেবদিগের রক্ষার জন্য আঙ্গামনিংথৌর অধীনে ৮ জন প্রহরী দরবারগৃহের চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিয়া যে সকল স্থানে সৈন্যেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল, তথায় স্বয়ং যাইয়া প্রবোধবাক্যে সকলকে শান্ত ও যুদ্ধ ক্ষান্ত করিতে বলিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই যাত্রাসিংহ ও তোপগারদের লালুপ চিংবা উচ্ছবা যুবরাজ সমীপে জানায় যে, থাঙ্গাল জেনেরল সাহেবদিগকে হত্যা করিতে হুকুম দিয়াছে; যুবরাজ শুনিয়াই অবাক্ হইলেন এবং উহাদিগকে বলিলেন. তোমরা শীঘ্র যাইয়া ইপু অর্থাৎ পিতামহকে বল যে, এরূপ গর্হিত কার্য্য হইতে পারিবে না; আমিও আসিতেছি।

যাত্রাসিংহ ও উচ্ছবা দ্রুতপদে তোপগারদে পৌঁছিয়া থাঙ্গালকে যুবরাজের আদেশ জ্ঞাত করাতে থাঙ্গাল বলিয়াছিল, যুবরাজ নির্ব্বোধ; ইংরেজের সহিত মিত্রতার কি আশা আছে? সব ইংরেজকে মারিয়া ফেলাই ভাল। পাঠক! এ কথাগুলি আমাদিগের মনগড়া কথা নয়; মহারাজ, যুবরাজ ও সেনাপতির বিচার জন্য যে কোর্ট অব্ স্পেসিয়াল কমিশন বসিয়াছিল, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মানিত সাক্ষী যাত্রাসিংহ ও উচ্ছবার সাক্ষ্য দ্বারা প্রকাশ ও প্রমাণ হইয়াছে।

এক্ষণে আপনি বিচার করুন, থাঙ্গালের এরূপ মতপ্রকাশ সত্ত্বেও সাহেবদিগের হত্যাসম্বন্ধে যুবরাজের ইচ্ছা বা সহানুভূতি অনুমিত হইতে পারে কি না। তাহার পর যুবরাজ তোপগারদে পৌঁছিয়া থাঙ্গালকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইপু! আপনি কি সাহেবদিগকে হত্যা করিতে বলিয়াছেন?' তদুত্তরে থাঙ্গাল বলিয়াছে, স্বীকার করাতে যুবরাজ বলেন, 'এ কি কথা, শরণাগত ও নিরস্ত্র ৫জন লোকের প্রাণ হনন করা কি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম?' তখন থাঙ্গাল বলে, 'তুমি নির্ব্বোধ,' এই যুদ্ধের পর ইংরেজজাতির সহিত আমাদিগের মিত্রতার আশা কি আর আছে?' যুবরাজ বলিলেন, 'যুদ্ধে আমাদিগের কোন দোষ নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ৫জন প্রধান কর্ম্মচারীকে অকারণে হত্যা করিলে ইহার ভাবী ফল—আমাদিগের ধন, প্রাণ ও রাজ্য প্রভৃতি সর্ব্বনাশ হইবে; এরূপ গর্হিত কার্য্য কখনই হইতে পারিবে না, ইহাতে মণিপুরের ক্ষত্রিয় রাজবংশের মহাকলঙ্ক হইবে, যে কারণে আমার বন্ধু, গ্রিমউডকে আপনি হত্যা করিয়াছেন, তাহা আমি অবগত আছি; কিন্তু গ্রিমউডকে তদ্রূপ কারণেও সম্প্রতি হত্যা করা উচিত হয় নাই।' এইরূপ উভয়ে অনেক বিতণ্ডার পর থাঙ্গাল, যুবরাজের অভিমতানুযায়ী সাহেবহত্যায় নিবৃত্ত হইয়াই যেন "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" নীতি অবলম্বনে নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রহিল। থাঙ্গাল ক্ষান্ত হইয়াছে, সাহেবদিগের আর কোন আশঙ্কা নাই জানিয়া যুবরাজ উচ্ছবাকে প্রহরী কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। ক্রমে ৩।৪ দিন দিবারাত্রি রুগ্নশরীরে উপবাস, জাগরণ ও পরিশ্রম বশতঃ অলস ও অবশ ভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে যুবরাজকে নিদ্রিত জানিয়া ধূর্ত্ত থাঙ্গাল স্বীয়বাহন ইয়ংখোইবা নামক তোপ গারদের লালুপ্‌চিংবা দ্বারা গোপনে লামী বা ঘাতুক ধনসিংহকে ডাকাইয়া আনিয়া সাহেবদিগকে হত্যা করিতে বলে এবং তদনুসারেই আসামের চিপকমিশনর মিষ্টার কুইন্‌টন্‌, ৪২ পলটনের কমানডাণ্ট কর্ণেল স্কিন, ৪৩ পলটনের লেপ্টেনণ্ট সিমমন, চিপকমিসনরের এসিটাণ্ট সেক্রেটরি মিষ্টার কজিন ও বিগুলদারকে রাত্রি দুই প্রহরের পর হত্যা করা করা হয়। হত্যার পূর্ব্বে সাহেবদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, এই সময়ে একজন সাহেব নোটবহির পাতা ছিঁড়িয়া "আমরা ফাঁদে পড়িয়াছি" এই তিনটী কথা লিখিয়া বিশ্বস্ত-ব্যক্তিযোগে রেসিডেন্সিতে পাঠাইয়া দেন; কিন্তু এ কাগজ রেসিডেন্সিতে প্রেরণের পূর্ব্বে ইহার মর্ম্ম

অবগতি-জন্য মহারাজের কেরানীর নিকট লইয়া যায়; সুতরাং উহা রেসিডেন্সিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রেসিডেন্সিস্থিত সাহেব, মেম ও সিপাহীরা চিপ-. কমিসনর প্রভৃতি নিরস্ত্র ৫ জন সাহেব দরবার করিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে তাঁহাদিগের এরূপ অসম্ভব গৌণ দর্শনে ব্যস্ত হইয়া উহারা নিশ্চয়ই কারারুদ্ধ হইয়াছেন জ্ঞানে উদ্ধারকামনায় শেষ যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রায় ২ ঘণ্টা ঘোর যুদ্ধের পর অনুমান ৫০ গজ ব্যবহিত পাটের তোপের গোলা সহ্য করিতে না পারিয়া ভঙ্গ দিয়া ব্রিটিশ পক্ষ রেসিডেন্সি ত্যাগে কাছাড়াভিমুকে যাত্রা করিল, আর তৎক্ষণাৎ মণিপুরীরা রেসিডেন্সি লুণ্ঠন করিয়া আগুন লাগাইয়া দিল। যুদ্ধে জয় হইয়াছে জ্ঞানে সেনাপতি তোপধ্বনি করিতে লাগিলেন, অকস্মাৎ তোপধ্বনি শ্রবণে যুবরাজ জাগরিত হইয়া উঠিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব্রিটিশ পক্ষের রেসিডেন্সি ত্যাগে কাছাড় পলায়ন, রেসিডেন্সি লুঠ ও দাহন, থাঙ্গালের প্ররোচনায় সাহেবদিগের হত্যার বিষয় অবগত হইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া থাঙ্গালকে ডাকিতে বলিলেন; কিন্তু ধূর্ত্ত বৃদ্ধ ইহার পূর্ব্বেই নিজ বাটীতে চলিয়া গিয়াছিল। যুবরাজ তখন মহারাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করণানন্তর আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। মহারাজ এই সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া প্রথমেই যুবরাজকে বহু ভৎর্সনা করিলেন। পরে থাঙ্গালকে আনয়ন জন্য লোক পাঠাইলেন, থাঙ্গাল আসিল, কিন্তু বহু ভৎর্সনা ভিন্ন এরূপ অশীত্যধিকবর্ষবয়স্ক মহাপ্রচীন পিতামহ সম্পর্কিত ক্ষমবান্ প্রধান সেনানায়কের অন্য কোনরূপ দণ্ড বিধান, রাজ্যের এই ঘোর অশান্তির সময় সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না। বিশেষতঃ বৃদ্ধ থাঙ্গাল, মহারাজের পিতামহ স্বর্গীয় গম্ভীরসিংহ মহারাজের সময়ের লোক, তাঁহার প্রতি বিচার বা অত্যাচার করিতে চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ মহারাজেরও নিষেধ ছিল; যাহা হউক বর্ত্তমান বিপ্লবে বিশেষতঃ সাহেবদিগের হত্যাকাণ্ডে মহারাজ যুবরাজ সকলেই আন্তরিক দুঃখিত ও আশঙ্কিত হইয়া বহুক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় চিন্তামগ্ন হইলেন। সুরচন্দ্রের রাজ্যচ্যুতি হইতে সাহেবদিগের হত্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত সকল ঘটনাই তাঁহাদিগের মনে উদয় হইতে লাগিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতাপ ও ক্ষমতা ইঁহারা অনবগত ছিলেন না, ভবিষ্যৎ রাজ্যের ও রাজবংশের কি গতি হইবে ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া

যুবরাজ বলিলেন, সকলই শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছা, যাহা হইবার হইয়াছে, মনুষ্যের ক্ষমতা ইহাতে কিছুই নাই, পরেও যাহা হইবে তজ্জন্য চিন্তা বিফল। এক্ষণ গবর্ণমেণ্টসমীপে সবিস্তার বিবরণ জানান উচিত; আমাদিগের কেরানী ও অন্যান্য সমস্ত বাঙ্গালী বাবু এবং গবর্ণমেণ্টের যে কোন লোক যেখানে আছে, আনয়ন করা হউক; মহারাজও এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন এবং তজ্জন্যই ব্রিটিশ প্রজা মাত্রকেই সংগৃহীত করা হয়।

দৈনিক বিবরণ।

২৫শে মার্চ্চ ১৮৯১।

ব্রহ্মার যুদ্ধাবসানের পর হইতে লংথাবালের ছাউনি ক্রমে ক্রমে উঠাইবার উদ্যোগ হইতে ছিল। জানুয়ারি মাসে ৪৪ পলটনের অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য বদলি হওয়াতে ৪৩ পলটনের ৬০ জন সিপাহি ও ১ সুবেদার রেসিডেন্সি গারদের জন্য মণিপুরে থাকে, আর লংথাবালে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর মাল আসবাব থাকাতে ৪০ জন সিপাহি ও একজন জমাদার মাত্র তথায় উপস্থিত ছিল; কিন্তু কাঁইয়া, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী প্রায় ৫০ জন দোকানদার পল্টনের রেজিমেণ্টাল বাজারে প্রত্যেকে মাসিক ১৵০ আনা হিসাবে ভাড়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের ঘরে দোকান করিয়াছিল। সিমসন সাহেব গবর্ণমেণ্টের মাল নিলামে বিক্রয় করিয়া লংথাবালের গারদ উঠাইয়া রেসিডেন্সির গারদে একশত সিপাহি রাখিবার প্রস্তাব করিতেছেন শুনিয়া দোকানদারেরা স্ব স্ব পণ্যদ্রব্যসহ কোথায় যাইবে চিন্তা করিতেছিল। চিপকমিসনরের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে এই সকল দোকানদার ভবিষ্যতে মণিপুরে উপদ্রব আশঙ্কা করিয়া সদুপায় প্রার্থনায় পলিটিকেল এজেণ্ট সমীপে ১১ই মার্চ্চ দরখাস্ত করিয়াছিল। পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিমউড সাহেব যে আদেশ প্রদান করেন, তাহার নকল গ্রহণ করা হয়, এবং তাহার মর্ম্ম এই :—

"লংথাবালে গবর্ণমেণ্টেরও সমূহ মাল আছে। গারদ উঠান হইবে না, বরং প্রয়োজন হইলে গারদের সিপাহি বৃদ্ধি করা হইবে। দোকানদারেরা নির্ভয়ে তথায় থাকিতে পারে"

এই অভয়জনক আদেশ প্রাপ্তে দোকানদারেরা ২৪শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত লংথাবালেই ছিল। এই দিবস অপরাহ্নে কর্ণেল স্কিন্ সাহেব লংথাবালের গারদের জমাদার বীরবল নগরকোটীর নিকট সাঙ্গোই নামক মুসলমানের যোগে গোপনে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"ভয়ানক বিপদ উপস্থিত, তুমি গারদের সমস্ত সিপাহি ও গুলি, গাঠ্যাসহকারে শীঘ্র পৌঁছিয়া যুদ্ধে যোগ দিবে।" পত্র ইংরেজীতে ছিল। ইহার উত্তরও ইংরেজীতে এই মর্ম্মে দেওয়া হইয়াছিল :—"পথ শত্রুবর্গ দ্বারা অবরোধিত, আমার প্রেরিত দরাবী স্বীয় অশ্বসহ আহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, নিরাপদে মণিপুরে পৌঁছিতে পারিব বলিয়া ভরসা নাই ; তথাপি যত শীঘ্র পারি পৌঁছিব।" এই সময়ে লংথাবালের অদূরবর্ত্তী কাইবুং নামক স্থানে যে সকল হিন্দুস্থানী ঘোড়াওয়ালারা বাস করিতেছিল, তাহাদিগের ঘরগুলি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামস্থ মণিপুরীরা আক্রমণ ও লুট করিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। লংথাবাল নিবাসীরা দেখিয়া অনেকাংশে ভীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের ও দোকানদারদিগের লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ও গৃহাদি ঐ প্রকারে শত্রুবর্গের হস্তে দিয়া গারদসহ জমাদারের মণিপুর যাওয়া অসঙ্গত, সকলেই এইরূপসিদ্ধান্ত করিল। বিশেষতঃ অনেকের পুত্রপরিবার সঙ্গে ছিল। এ সকল গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য পলিটিকেল এজেণ্ট ইতিপূর্ব্বে যে আদেশ প্রদান করেন, তাহার অন্যথাচরণ করিলে কি জানি ভবিষ্যতে দায়ী হইতে হয়, এইরূপ অগ্রপশ্চাৎ সমস্ত বিবেচনা করিয়া বিশেষতঃ বহুসংখ্যক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে, মাত্র ৩০ জন সিপাহির ৩॥ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মণিপুরে নিরাপদে অক্ষতশরীরে পৌঁছাও অসম্ভব ব্যাপার ; সুতরাং মণিপুর যাওয়া ক্ষান্ত দিয়া গবর্ণমেণ্টের ও দোকানদারদিগের প্রায় সমস্ত মাল আসবাব মোট বাঁধিয়া পল্টনের পেরেডখানার বৃহৎ ঘরের চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া কিল্লা প্রস্তুত করতঃ সকলে মধ্যে আশ্রয় লইয়া রহিল। সিপাহি, দরাবী, দোকানদার দলে দলে সমস্ত রাত্রি ছাউনির চতুর্দ্দিকে লাঠী, জাঠী ও বন্দুক লইয়া পাহারা দিতে লাগিল। রাত্রি ৮ টার সময় হইতে ১২টা পর্য্যন্ত বন্দুক বা তোপের কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না ; সকলেই মনে করিল ; যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে। তাহার পর পুনরায় মুহুর্ম্মুহু তোপধ্বনি শুনিয়া সকলেই

ভীত হইয়া উঠিল। রাত্রি ২ টার পরে কাছাড়ের পথে মণিপুর হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল ব্যবধানে কয়েক বার বন্দুকের শব্দ শুনিয়া অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকলেই অনুমান করিল, কাছাড় হইতে কাপ্তান কাউলি সাহেব সহকারে যে দুই ২০০ শত সিপাহি পৌঁছিবার কথা ছিল, হয় ত তাহারই আসিতে আসিতে পথে মণিপুরীদিগের প্রতি ভলি ফায়ার করিয়াছে, সকলেই কতকাংশে আশান্বিত হইল; এই সময়ে ছাউনির পূর্ব্বদিকে বহু-সংখ্যক মণিপুরী লোক সমবেত হইয়া ছাউনি আক্রমণে প্রতীক্ষা করিতেছে দেখিয়া গারদের সিপাহিরা দুইবার ভলি ফায়ার করিল। তাহার পর প্রভাত পর্য্যন্ত মণিপুরীরা আর কোন আক্রমণের উপক্রম করে নাই। ভোর হইতে হইতেই চতুর্দ্দিকে অসংখ্য মণিপুরী ছাউনি বেষ্টন করিয়া ফেলিল, আমাদিগের একজন সিপাহি মাত্র একটী ফায়ার করাতে প্রায় অনেকেই দূরে পলায়ন করিল। এই সময়ে মণিপুর হইতে ২ দুই জন বন্দুকবিহীন ভীতি-বিহ্বল সিপাহি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া লংথাবালে পৌঁছিয়া গত দিবারাত্রিতে মণিপুরে যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছিল, তত্তাবৎ আনুপূর্ব্বিক বলিয়া, শেষে বলিল রাত্রি ২॥ টার সময় অবশিষ্ট সাহেব ও সিপাহিরা মেমসাহেবকে লইয়া কাছাড়াভিমুখে পলাইয়া গিয়াছে। পথে মণিপুরীরা আক্রমণ করিয়াছিল, কিছু করিতে পারে নাই; তখন সকলেই বুঝিতে পারিল, রাত্রিতে যে বন্দুকের শব্দ শ্রুত হওয়া গিয়া ছিল, তাহার কারণ কি? গারদের সকলেই মালবস্তু পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তামু অভিমুখে রওনা হইল অন্যান্য দোকানদারেরা বহু শ্রমার্জ্জিত ধন, সম্পত্তি, গাভী, ঘোটক যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগে বিষাদে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সিপাহিদিগের অনুসরণ করিল। আমি এই সময়ে লংথাবালে ছিলাম। নিরুপায় হইয়া বিমাতা, স্ত্রী ও ৪ বৎসর বয়স্ক একটী মাত্র পুত্রসহকারে তামু গমন অসাধ্য ভাবিয়া অদূরবর্ত্তী পরিচিত গ্রামিক মণিপুরীদিগের বাটীর দিকে চলিলাম। আমার গাভী ও বৎসগুলি মুখপানে তাকাইয়া রহিল। ঘোড়াটী জিন লাগামসহকারে প্রস্তুত ছিল, অমনি ছাড়িয়া দিলাম। ঘরে কবুতর, হাঁস ও সদ্যঃপ্রসূত বিড়ালটী রহিল, দীর্ঘকালের সঞ্চিত কত সুন্দর সুন্দর দ্রব্যজাত পড়িয়া রহিল। অবসররঞ্জিনী সেতারটী গৃহের সম্মুখেই রহিল। আমরা প্রাণ

হাতে করিয়া চলিলাম। সঙ্গে ছায়ানুবর্ত্তী 'লায়ন' ও তাহার মাতা 'পপী' সঙ্গী হইল। আমরা এক মণিপুরীর বাটীতে কতকগুলি বয়স্কা স্ত্রীলোক দেখিতে পাইয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। মণিপুরীরা কুকুরকে (হুই বলে) বড় ঘৃণা করে, আমরা বারম্বার তাড়াইয়া দেওয়াতে ভক্ত অবোধ পালিত কুকুর দুইটী বাটীর বাহিরে বসিয়াছিল, ঘটনাক্রমে ঐ পথে কতকগুলি নাগা যাওয়া কালীন উহাদিগকে ধরিয়া নিয়াছে শুনিতে পাইয়া আমরা আক্ষেপ করিতে লাগিলাম, পুত্রটী ক্রীড়াসঙ্গী "লায়ন" "লায়ন" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পূর্ব্ব রাত্রিতে লংথাবালের কেহই আহারের অবকাশ পায় নাই। আমাদিগের সহিত খাদ্যসামগ্রী কিছুই ছিল না; বাসগৃহ বহুদূরে ছিল এ মত নহে, কিন্তু ফিরিয়া যাওয়া অসাধ্য জ্ঞান হইল। মণিপুরীরা সমস্ত দ্রব্যাদি লুঠিয়া নিয়া সমস্ত ঘরগুলিতে আগুন লাগাইয়া দিল। প্রায় শতাধিক বৃহৎ বাঙ্গলা, বারিক, গুদাম লাইন সকলই ভীষণ গর্জ্জনে পুড়িয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মশেষ হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে মণিপুরীরা স্ব স্ব লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিয়া এগুলি খলিফার ওগুলি কাঁইয়ার দোকানের এইরূপ বলিতে লাগিল। আমরা অবাক্ হইয়া দেখিতে ও শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে বেলা ১০টা হইয়া উঠিল। আমাদিগের আশ্রয়দাতা মণিপুরী আমাদিগকে ক্ষুধিত জানিয়া পল্টনের রসদের লুণ্ঠিত চাউল, দাইল, লবণ, লঙ্কা দ্বারা আমাদিগের অতিথিসৎকার করিল। তাহাদের একটী বরতন চাহিয়া লইয়া খিচুড়ী পাক করিয়া বহু তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। আচমন করিতেছিলাম, এমন সময় রাজপক্ষের লালুপচিংবা আমাকে ধরিয়া নিতে আসিল। পরিবারদিগকে সান্ত্বনা-বাক্যে অভয়দান করিয়া মণিপুরীর গৃহে ছাড়িয়া আমি লালুপচিংবার সহিত মণিপুরে রাজপাটে চলিলাম। মনে মনে ভরসা হইল, যুবরাজের সহিত পরিচয় আছে, দশ পাঁচ দিন ইংরেজী পড়াইয়াছিলাম "অক্ষরে হৃদয়ে গুরু" যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে আমার প্রাণহানি করিবে না। যাহা হউক, মনে মনে অগতির গতি ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে নিঃশব্দে চলিলাম। আমার সঙ্গে পাঁচজন হিন্দুস্থানী ঘোড়াওয়ালা ব্রাহ্মণ ছিল; পথে আমাদিগকে দেখিয়া, মণিপুরী লোকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। বালকেরাও "ময়াংফার ফার" (বাঁধ বাঁধ) "হাল হাল" (মার মার কাট কাট) নানারূপ ব্যঙ্গোক্তি করিতে লাগিল।

আমরা বন্দী, কিছু না বলিয়া, অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে চলিলাম। রাজপাটের নিকটবর্ত্তী হইলে জুতা পরিধান করিয়া রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ, মহাবল-পরাক্রান্ত মহারাজের প্রতি অবজ্ঞাজনক উল্লেখে আমার জুতা জোড়াটী খুলিয়া রক্ষকেরা আত্মসাৎ করিল; আমি অম্লানবদনে রিক্তপদে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। রাজপক্ষের সৈন্যদিগের গারদকে বিজয়া গারদ কহে। আমাকে তথায় উপস্থিত করিয়া আমার ও সঙ্গীদিগের নাম, ধাম, পিতার নাম, বয়স, ব্যবসা ইত্যাদি লিখিয়া আমাদিগকে জেল খানাতে পাঠাইয়া দিল। জেলখানা দীর্ঘ ৫০ হাত ও প্রস্থ ঐ পরিমিত হইবে। চতুর্দ্দিকে সাত হস্ত পরিমিত উচ্চ প্রাচীর, দক্ষিণে প্রবেশের দ্বারগৃহ, তন্মধ্যে জেলরক্ষ-কেরা বাস করে। মধ্যে একখানি ঘর নাগা কয়েদীদিগের জন্য, জঘন্য অবস্থান্বিত আর একখানি মণিপুরী কয়েদীদিগের জন্য: অপর খানি-ময়াং ও মুসলমান কয়েদীদিগের জন্য। এই ঘরে ও গৃহচতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক ব্রিটিশ সিপাহি ও প্রজা আমাদিগের ন্যায় বন্দীভাবে রহিয়াছে। প্রায় সকলেরই পায়ে বেড়ী। গৃহে স্থানাভাবপ্রযুক্ত আমরা বাহিরের ধরাসনে বসিয়া রহিলাম। জেলের কার্য্যকারক আসিয়া আমাদিগের নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসা লিখিয়া চলিয়া গেল। কয়েদী-দিগকে চাউল, শুকনা মাছ, লঙ্কা প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী দিতে আরম্ভ হইল। আমরা রসদ গ্রহণ করিলাম না। ক্ষণকাল পরে তিন জন লোক আসিয়া আমার ও সঙ্গীদিগের পায়ে বেড়ী পরাইয়া দিল, আমরা দ্বিরুক্তি না করিয়া নিগড়াবদ্ধ অবস্থায় বসিয়া রহিলাম। প্রায় ২।৩ ঘণ্টার পরে হুকুম আসিল—বালক, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণদিগের বেড়ী কাটিয়া দেওয়া হইবে। এই সময়ে কতকগুলি নূতন সিপাহী কয়েদী জেলে প্রবেশ করিল। বালক, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণদিগের বেড়ী কাটা হইয়া সিপাহিদিগের পায়ে পরাইয়া দেওয়া হইল। একটী সিপাহী কয়েদীর বেড়ীর অভাব হওয়াতে আমার বেড়ী কাটিয়া সিপাহিকে পরান হইল। তাহার পর, কয়েদীদিগের গণনা আরম্ভ হইল। চারিজন লোক প্রায় তিন ঘণ্টাকাল বহু পরিশ্রমে ৫ পাঁচ বার গণনা করিয়া প্রতি দশজন হিসাবে বেত্রখণ্ড ভগ্ন দ্বারা স্থির করিল, সর্ব্বশুদ্ধ ১৭৬ জন কয়েদী।

মণিপুরে মার্চ্চ মাসে দিনের বেলায় ঈষৎ গ্রীষ্মানুভব হইলেও রাত্রিতে বিলক্ষণ শীত বোধ হয়; আমাদিগের মধ্যে অনেকেরই বস্ত্রাদি লুট হইয়াছিল। অনেকেই একবস্ত্রে শীতে কষ্ট পাইতেছিল। নিশীথ সময়ে কুকুরকুণ্ডলী করিয়া তিন চারি জনে গায়ে গায়ে মিলিয়া মাটীতে শয়ন করিয়া রহিল, অনেকের সঙ্গে ঝোলাতে, তামাক, গাঁজা দিয়াশলাই ছিল। দলে দলে কয়েদীরা তামাক গাঁজা খাইয়া শীত নিবারণ করিতে লাগিল। জেল রক্ষকেরা দ্বারগৃহে নিশ্চিন্তমনে শয়ন করিয়াছে দেখিয়া নাগাদিগের কারা-গৃহের খড় টানিয়া জ্বালাইয়া অগ্নিসেবন আরম্ভ হইল। কখনও শয়ন কখনও উপবেশন করিয়া রাত্রি শেষ করা গেল।

২৬শে মার্চ্চ।

সূর্য্যদেব হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বাচল উজ্জ্বল করিয়া ক্রমে জেলকক্ষে উদয় হইলেন। কয়েদীরা জাগিয়া উঠিল। অনেক কয়েদীর শরীরে গুলি ও জাঠীর ক্ষতচিহ্ন ছিল। দুই তিন জন পর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন সময়ে নাগারা আক্রমণ করিয়া হস্ত পদের অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দেওয়াতে বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়া যায়। ৪২ পল্টনের এক জন জমাদারের এইরূপ নিতান্ত মুমূর্ষু দশা, একজন সহিসের তিনটী গুলি লাগাতে আসন্নকাল দর্শনে অতীব ক্ষুব্ধ হইতে হইল। বেলা ৮ টার সময় বেড়ী অভাবে আমাদিগের পদে রজ্জু বন্ধন করা হইল। পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় পুনরায় গণনা আরম্ভ হইল; বহুকষ্টে পাঁচবার গণনার পর সংখ্যা স্থির হইলে মণিপুরী প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও বাঙ্গালী হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চিপকমিশনরের কেরানী, রসিকলাল কুণ্ড পলিটিকেল এজেণ্টের কেরানী, তস্য ভ্রাতা চুনীলাল কুণ্ড জনষ্টন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তদনুজ বেকার হীরালাল কুণ্ড, আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় পোষ্টমাষ্টার, বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত পোষ্টাফিসের সিগনেলার ও কেরানী, উমেশচন্দ্র ঘোষ পলিটি-কেল এজেণ্টের দ্বিতীয় কেরানী এবং কনট্রাক্টর রামলাল পাল, কয়েদীদিগের দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়া মুখপাত্র হরিদাস বাবু "জয় মহারাজকা জয়" এই জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কয়েদীরা প্রায় কেহই কিছু বলিল না। তখন বাবুরা কয়েদীদিগের সহিত বাক্যালাপে ঘৃণা বোধ করিয়া রাজকেরানী বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে রাজদত্ত সুখাদ্য ভক্ষণে গমন করিলেন।

কয়েদীরা অনাহারে অবনতমস্তকে বসিয়া রহিল। প্রায় ১১টার সময় ব্রাহ্মণ, ধোপা, নাপিত, ব্যবসায়ী ও এই সঙ্গে আমাকে রজ্জুবন্ধন অবস্থায় তোপগারদে যুবরাজের সম্মুখে উপস্থিত করিল। যুবরাজ আমাকে দেখিয়া বন্ধন খুলিয়া দিতে বলিলেন ও অভয় বাক্যে বিদায় দিলেন। এই দিবস আমার পরিবারদিগকে লংথাবালের সমীপবর্ত্তী মণিপুরীর বাটী হইতে আনাইয়া বিজয়া গারদের সম্মুখে রৌদ্রে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল। আমি খালাস পাইয়া উহাদিগকে সঙ্গে করিয়া থামইপন নামক পল্লীতে শ্রীহট্ট নিবাসী গোপীমোহন শর্ম্মার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। শর্ম্মা দীর্ঘকাল মণিপুরে স্ত্রীগ্রহণে বসবাস করিতেছেন। ইহাঁর পুত্র কন্যাও অনেকগুলি জন্মিয়াছে, ব্যবসায়ী লোক অল্পসঙ্গতিপন্ন। বিপ্লবের কিছু দিন পূর্ব্বে বৃন্দাবনে স্বীয় অনুজ ও মাতার সহিত বাস করিতে গিয়াছেন। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ, লেখপড়া প্রাচীন ধরণে জানেন, আমার সহিত বিলক্ষণ পরিচয় হয়। এই সাহসে তাঁহার বাটীতে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং পরিচয় প্রভাবে তাঁহার ব্রাহ্মণী আমাকে সপরিবারে নিরাশ্রয় জানিয়া আশ্রয়দানে সর্ব্বপ্রকারে একমাস কাল সাহায্য করেন।

অদ্য আমি ভিন্ন বাঙ্গালীবাবুরা ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কতিপয় লোক যুবরাজের প্রার্থনা অনুসারে ব্রিটিশ সৈন্যেরা ২৪শে তারিখে যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, তদ্‌বিবরণ লিখিয়া সহী করিয়া দেয় এবং রাজপক্ষ গবর্ণর জেনেরল সাহেব বাহাদুর সমীপে আমূল বৃত্তান্ত লিখিয়া রিপোর্ট করেন। বাঙ্গালী বাবুদিগের ন্যায় আমিও একজন বাঙ্গালী বাবু। কোন চাকরী না থাকিলেও বাঙ্গালীবাবু। অন্যান্য বাবুদিগকে কারারুদ্ধ ও নিগড়াবদ্ধ করা হয় নাই। আমার প্রতি এরূপ কঠোর আজ্ঞা কেন হইল; অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম আমি ২৪শে মার্চ্চ রাত্রিযোগে লংথাবাল সিপাহিদিগের সহিত ছাউনির চতুর্দ্দিকে "প্যাট্রোল ডিউটী" অর্থাৎ চৌকিদারী করিয়াছিলাম, এই অপরাধে আমাকে লাঞ্ছনা করা হইয়াছে, শুনিয়া রাজপক্ষ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট জানিয়া কর্ম্মদেবকে ভাবী শুভাশুভের বিধাতা জ্ঞানে, অনন্যমনে ঈশ্বরচিন্তা করিতে লাগিলাম।

২৭শে মার্চ্চ। কহিমা গমন কালীন পথে ময়াংখাং নামক আড্ডার

নিকটে টেলিগ্রাফের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেলভিল সাহেব, সিগ্‌নেলার ওব্রায়েন ও ভৃত্যবর্গ নাগাদিগের কর্ত্তৃক হত হওয়ার সংবাদ অবগত হওয়া গেল। সেংমাই থানা হইতে কতিপয় সিপাহিসহ টেলিগ্রাফের সিগনেলার উইলিয়ম ধৃত হইয়া মণিপুরে আনীত হইল।

২৮শে মার্চ্চ :—দুই নম্বর পঞ্জাবপদাতিক সৈন্যের একদল সহকারে কর্ণেল হাউলেটের মণিপুর অভিমুখে আগমন বার্ত্তা পৌছিল। কতিপয় সিপাহি অদ্য ধৃত হইয়া মণিপুরে আনীত হইল।

২৯শে মার্চ্চ :—অদ্য যুবরাজের বিষ্ণুপুরাভিমুখে যাওয়া এবং কর্ণেল হাউলেটের থোবাল নামক স্থানের নিকটে ক্ষুদ্র পর্ব্বতে কিল্লা বাঁধিয়া অবস্থান সমাচার পৌছিল।

৩০ ও ৩১শে মার্চ্চ :—বিশেষ জ্ঞাতব্য কোন ঘটনা নাই।

১ লা এপ্রিল :—কয়েদীদিগকে কাছাড় ও কহিমা প্রেরণের মন্ত্রণা হইল। মণিপুর পক্ষের কোন লোক পত্রসহ থোবালের কর্ণেল হাউলেট সাহেব সমীপে পৌছিয়া উত্তর আনয়ন করে।

২রা এপ্রিল :—কর্ণেল হাউলেটের উত্তর প্রাপ্তে সিগনেলার উইলিয়ম এক জন সিপাহিও এক জন বিগুলদার থোবালে পত্রসহ প্রেরিত হয়। উইলিয়মের পরিধেয় বস্ত্র ও বুট লুট হওয়াতে যুবরাজ একটী পেণ্টুলন একটী কোট আর এক জোড়া জুতা বক্‌সিস্ দিলেন।

৩রা এপ্রিল :—কয়েদীদিগের নামানুসারে লিষ্টি প্রস্তুত করা হয়। কর্ণেল হাউলেটের পত্র পাওয়া গেল। তিনি রসদ সাহায্য প্রার্থনা করেন।

৪ঠা এপ্রিল :—হরিদাস বাবু, আশু বাবু, বৈকুণ্ঠ বাবু টেলিগ্রাফের লোকজন ও চিপকমিসনর সাহেবের ভৃত্যবর্গসহ কাছাড় অভিমুখে রওনা হইলেন।

৫ই এপ্রিল :—ডাক্তর লছমনপ্রসাদ, উমেশচন্দ্র ঘোষ, রামলাল পাল গ্রিমউড সাহেবের ভৃত্যাদিসহ কাছাড় রওনা হইলেন। পল্টনের সিপাহি ও কাঁইয়া মহাজনেরা কহিমা প্রস্থান করিল। গবর্ণমেণ্ট হইতে মহারাজের নামীয় পত্রসহ ডেভিস্ সাহেবের প্রেরিত নাগা দুই জন পৌছে। পত্রের মর্ম্ম এই :—

"মিষ্টার কুইণ্টন অন্যান্য সাহেব ও সরকারি সমস্ত প্রজাকে ছাড়িয়া দিবা, না দিলে ভাল হইবে না। মণিপুরে শান্তি স্থাপন জন্য কাছাড়, কহিমা ও তামুর পথে সৈন্য প্রেরিত হইল। এই সঙ্গে চিপকমিসনরের নামীয় পত্র তাঁহাকে দিবা।

৬ই এপ্রেল :—মোহনসিংহ পুণিপুরী মহারাজের পক্ষে কহিমাতে দীর্ঘ-কাল যাবৎ অবস্থান করাতে, তত্রত্য ডেপুটী-কমিসনর মিষ্টার ডেভিস সাহেবের পত্রসহ ঐ ব্যক্তি অদ্য মণিপুর পৌছে। উত্তর লইয়া অদ্যই ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিল না। মণিপুরীরা অদ্য কর্ণেল হাউ-লেটকে আক্রমণ করে; কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে।

৭ই এপ্রেল :—কাছাড়ের পথ হইতে আরও কয়েকটী সিপাহি কয়েদী মণিপুরে পৌঁছিল। অদ্য সিগনেলার উইলিয়ম এক জন সিপাহি ও একজন বিগুলদার কহিমা রওনা হইল।

৮ই এপ্রেল :—কহিমা হইতে দুই জন নাগা সমাচার জানিবার জন্য পৌঁছে।•

৯ই :—মণিপুরীরা তিনটী তোপ হস্তীযোগে থোবালে পাঠাইয়া হাউ-লেট সাহেবকে আক্রমণ করে। কাছাড়গামী বাবুরা সরকারি সিপাহি কালানাগা পর্য্যন্ত পৌঁছাতে অগ্রসর হইতে পারে নাই, এরূপ সংবাদ পাওয়া গেল।

১০ই :—কর্ণেল হাউলেটের তামু ফিরিয়া যাওয়া প্রকাশ। কাছাড় অভিমুখে বাবুরা ৬২ জন সরকারি লোকসহ রওয়ানা হইয়া পথে সরকারি সৈন্য আগমনে ভীত মণিপুরীদিগের সহকারে অদ্য মণিপুরে মধ্যাহ্নে ফিরিয়া আসিলেন।

১১ই :—অদ্য ১১ জন সিপাহিকে কয়েদ করিয়া আনা হইল।

১২ই :—জ্ঞাতব্য কিছুই আবগত হইতে পারি নাই।

১৩ই :—তামু হইতে ২টী হস্তীযোগে ২টী তোপসহকারে এক দল ২৫০ পরিমিত অশ্বারোহী সৈন্য পলেল থানা পর্য্যন্ত পৌঁছাতে মণিপুরীদিগের সহিত যুদ্ধ হয় ৮০ জন মণিপুরী হত ও কতকগুলি ধৃত হওয়া প্রকাশ।

১৪ই :—অদ্য মহারাজ ও যুবরাজকে আমরা দর্শন করিলাম।

১৫ই। ১৬ই :—জ্ঞাতব্য কোন ঘটনা জানিতে পারি নাই।

১৭ই :—২টী তোপ সহকারে লাম সেনাপতি ওয়াংথাইরাক্পা কাছাড় প্রেরিত হইল। কাছাড়ের পথে ক্রমেই সৈন্য প্রেরিত হইল।

১৮ই :—বাবুরা পুনরায় কহিমা গমন জন্য পাশ প্রাপ্ত হইলেন। বৈকুণ্ঠ বাবু মানিক সিংহ নামক মণিপুরীর সহিত কাছাড় অভিমুখে রওয়ানা হইয়া লাইমাতাক নামক স্থানে পৌছার পর পথে ব্রিটিশ সৈন্য পৌছার সমাচার প্রাপ্তে কাপ্তান কাউলী সমীপে পত্র পাঠাইয়া যে উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, তাহা জ্ঞাতার্থ মণিপুরে পাঠাইয়াছেন।

১৯শে :—পলেল ও থোবালের মধ্যবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরিভাগে ৮০ জন অশ্বারোহী ও পদাতিক ব্রিটিশ সৈন্য কিল্লা বাঁধিয়া বসিয়া আছে। থোবালে মণিপুরী দিগেরও এক কিল্লা হইয়াছে। একদিন ঘোরতর যুদ্ধ হওয়াতে মণিপুরের অনেক লোক হত হইয়াছে এবং ঐ সকল মৃত ব্যক্তি দিগকে স্থানান্তরিত করণ জন্য লেপ্টেন্যাণ্ট গ্রাণ্ট সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

২০শেঃ—কুলী বেগার অভাবে বাবুরা ইতিপূর্ব্বে কহিমা যাইতে পারেন নাই অন্য কুলী প্রাপ্তে রওয়ানা হইবার কথা। কহিমার পথে কারং ও মিতাইকাম মধ্যবর্ত্তী প্রান্তরে ব্রিটিশ সৈন্য পৌছার সংবাদপ্রাপ্ত হওয়া গেল। ৪৩ পল্টনের ১জন ও ৪৪ পল্টনের ১জন সিপাহি ২৪শে মার্চ্চ পলাইয়া যাইতে যাইতে কাছাড়ের পথে কালানাগার নিকটে ধৃত হওয়াতে ঐস্থানে মৃত সিপাহিদিগের ৯টী বন্দুক লুকাইয়া রাখিবার বিষয় বলাতে ঐ সকল বন্দুক আনয়ন জন্য মণিপুরীদিগের রক্ষণে উহারা কালানাগা পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ করে যে, যে স্থানে বন্দুক ছিল, তথায় ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত মণিপুরীদিগের যুদ্ধ হওয়াতে উহারা পৌছিতে পারে নাই, পথে থাবোং থানা হইতে মণিপুরী সিপাহিরা ভাগিয়া আসিবার এবং জিলাকুম্বা লাইমাতাকে পৌছার সংবাদ বলে।

২১শে :—পলেল ও থোবালের মধ্যবর্ত্তী ব্রিটিশ সৈন্যেরা কতিপয় মণিপুরীকে ধরিয়া নিবার সংবাদ পৌছিল। মণিপুরের পূর্ব্ব দিকে প্রায় ২০০০ ব্রহ্মার দস্যু মণিপুর রাজাসহ মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ জন্য পৌছার সংবাদ।

২২শে :—লাইমাতাক হইতে তিন চারি জন মণিপুরী ভাগিয়া আসিয়া ব্রিটিশ সৈন্য ঐ পর্য্যন্ত পেঁছার সমাচার দেয়।

২৩ :শে—গত কল্য মণিপুরীরা পলেল স্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করাতে তাহারা তামুর দিকে হটিয়া যাওয়ার সংবাদ। লাইমাতাকে তিনটী তাম্বু (শিবির) দৃষ্ট হওয়ার সমাচার। ঐ স্থানে যুদ্ধের বিবরণ, গুলির বাক্স প্রেরণ, পলেলে যুদ্ধবার্ত্তা, মিঞামেজর ও পহুনা ব্রজবাসীর মৃত্যু সংবাদ। কহিমা হইতে সৈন্য আগমনের কোন সমাচার পৌছে নাই।

২৪শে :—ওয়াংথাইরাকপার ভ্রাতা কালা সিংহ সাগোলহাঞ্জোবা লাইমাতাকের যুদ্ধে হত হওয়ার সমাচার, ব্রিটিশসৈন্য বিষ্ণুপুর পৌঁছার সমাচার। মণিপুরীরা দুরবর্ত্তী পর্ব্বতে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে। মিঞামেজর ও কালাসিংহ হত না হইয়া আহত হওয়ার বিষয় প্রকাশ।

২৫শে :—গত কল্য মন্ত্রীরা কেহই দরবারে উপস্থিত হয় নাই। কাছাড়ের পথে ২০০০ ব্রিটিশ সৈন্য বিষ্ণুপুর পৌঁছার সমাচার প্রাপ্তে অদ্য প্রাতে দরবার হয়; ব্রিগেডিয়ার জেনেরল কলেট সাহেব শেংমাই হইতে মহারাজকে এক পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"আমি আসিতেছি, তুমি ২৮শে এপ্রেল সোমবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে পার, কিন্তু তাহাতেও তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে কি না নিশ্চয়ই নাই।"

২৬শে :—অদ্য অপরাহ্ণে মহারাজ চাসাত অভিমুখে পলায়ন করিলেন, সেনাপতি ও যুবরাজ সন্ধ্যার সময় পলাইলেন। যাত্রাকালীন "আমরা ক্ষত্রিমেচা" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া গেলেন; কিন্তু সে কথা কথামাত্রই সার হইল। ক্ষত্রিমেচারা হাতিয়ার বন্দুক ছাড়িয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, গো, ব্রাহ্মণ, বিগ্রহ স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, সন্ধ্যার সময় মণিপুরীরা রাজপুরী লুট করিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি ৯টার সময় দৈবাৎ অগ্নি লাগিয়াই হউক অথবা কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক লাগাইয়া দেওয়াতে মহারাজের বাসগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র গৃহস্থিত বারুদ জ্বলিয়া কতিপয় টীনের ছাদবিশিষ্ট ঘর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। অদ্য রজনীতে কালু ও চমন নামক দুইজন হিন্দুস্থানী যোগে রাজকুমার সেনাচাওবা আমার লিখিত পত্র ব্রিগে-

ডিয়ার জেনেরল সাহেব সমীপে স্বীয় পিতৃব্যদিগের পলায়ন ও নগর জনশূন্য বলিয়া সমাচার পাঠায়। এই পত্রের কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

২৭শে—অদ্য প্রাতেই চতুর্দ্দিক হইতে ব্রিটিশ সৈন্য আসিয়া পাট অধিকার করিল। জেনেরাল সাহেবের আদেশে ব্রিটিশ সৈন্য শূন্য নগর লুট আরম্ভ করিল। অদ্য প্রত্যুষে আমি, রসিক বাবু, নিরঞ্জন সিংহ সুবেদার ও পার্থ সিংহ সুবেদার, কতিপয় মণিপুরী হিন্দু ও মুসলমানসহ কহিমার পথে আগত ব্রিটিশ সৈন্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ জন্য চিংমাইরোং পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা প্রতিক্ষা করাতেও সৈন্যদল দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। এ দিকে কাছাড়ের পথে সাহেবেরা পাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা তাঁহাদিগের সহিত আগ্রহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাটে ফিরিয়া পৌঁছিলাম। এই সময়ে পাঁচজন সাহেব মাত্র পাটে পৌঁছিয়াছিলেন তন্মধ্যে আমার পূর্ব্বপরিচিত ৪২ পল্টনর কাপ্তান বুচার আমাকে দেখিতে পাইয়া অভ্যর্থনা স্বরূপ দুই তিনটী ঘুশী লাথী বক্সীস দিলেন। আমি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল হইতে ১৭ই জুলাই পর্য্যন্ত কহিমাতে ৪২ পল্টনে থাকা কালীন এড জুটাণ্ট বুচার সাহেবের অধীনে কেরানীগিরি করিয়াছিলাম। হঠাৎ আমার চক্ষুর পীড়া উপস্থিত হয়। জন্মাষ্টমীর দিন আপিস বন্ধ মনে করিয়া অনুপস্থিত হই; সাহেব মনে মনে চটিলেন, পরদিন চক্ষুঃপীড়াসহকারে উপস্থিত হওয়াতেও মনিব মহাশয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেন। আমি ধীরে ধীরে আপিস্ হইতে বাহির হইয়া বাসস্থানে পৌঁছিলাম, ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া ইস্তফা লিখিয়া পাঠাইলাম। সাহেব চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ উপস্থিত করিলেন ডিপুটী কমিসনর মিঃ পোর্সিয়স সাহেবের বিচারে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল, বুচর বিলক্ষণ অপদস্থ হইলেন: সুতরাং মনে মনে আমার প্রতি তাঁহার আক্রোশ ছিল। ১৮৮৭ খৃঃ হইতে ১৮৯১ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় চারি বৎসর দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াতে, এত দিন সে ঝাল মিটাইতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে ২৪শে মার্চ্চ যুদ্ধের পর রাত্রিযোগে পলাইয়া পৈত্রিক প্রাণ রক্ষা করেন। তখনও আমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। অদ্য বীর বাহাদুর লড়াই ফতে করিয়া ব্রিটিশ সিংহের পরিচয় দিয়াছেন, মহারাজের কিল্লা দখল করিয়াছেন, প্রতিদ্বন্দ্বী অভাবে কাহাকেও একটী চিম্‌টিও কাটিতে সুবিধা ঘটে নাই; মনের আপ-

সোস্ মনেই ছিল, অকস্মাৎ সম্মুখে নির্জীব বাঙ্গালী পূর্ব্বশত্রু আমাকে পাইয়া এক হাত খেলিয়া লইলেন। সঙ্গী বীর পুরুষেরা হো হো শব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। বুচার আমার পরিচয় ও স্বীয় বীরত্ব বাহাদুরী ব্যাখা করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে, সাহেবেরা কেহ ব্ল্যাগার্ড, কেহবা স্কাউণ্ড্রেল প্রভৃতি বিলাতি ভদ্র লোকের সভ্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। আমি অবনত মস্তকে ভাবিলাম, মণিপুরীদিগের কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, মৃত্যুমুখ হইতে পিতৃপুণ্যে রক্ষা পাইয়া, রাজপ্রতিনিধি সাহেবদিগের শরণাপন্ন হইতে আসিলাম, সাহেবেরাও আমাকে প্রথমেই ভাল আশ্বস্ত করিলেন। ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া গেলাম; ভাবিলাম, সাহেবদিগকে সেলাম করিয়া, অনুগহ-ভাজন হওয়া আমার কর্ম্ম নয়।

সাহেবদিগের সহিত কহিমা হইতে প্রায় সহস্র নাগা ভার বহন করিয়া আসিয়াছিল; উহারা সুযোগ বুঝিয়া, মণিপুরীদিগের গৃহ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। এক গৃহে একটী অতিপ্রাচীন মণিপুরী ও তাহার অতিপ্রাচীনা স্ত্রী প্রহরিস্বরূপ ছিল। নাগারা লুঠ করিতে যাইয়া, ঐ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে হত্যা করে। দুই দিন পরে অনুসন্ধান হয়, কিন্তু তখন নাগারা চলিয়া যাওয়াতে প্রকৃত অপরাধীর অনুসন্ধান বা দণ্ডবিধান হইতে পারিল না।

গবর্ণমেণ্টের মণিপুর আক্রমণ।

৮ই এপ্রেল তারিখে গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া ষ্টেট সেক্রেটরির নিকটে মণিপুর-বিপ্লব ঘটিত যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তৎসহকারে আসামের চিপকমিসনরের নিকট গবর্ণমেণ্টের ২১এ ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্র প্রেরিত হয়। ২১এ ফেব্রুয়ারির পত্রের মর্ম্ম এই ঃ—

"আমার ২৪শে জানুয়ারীর পত্রের পর গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর সাহেবের সহিত মণিপুর-ঘটনাবলী সম্বন্ধে মন্ত্রণার পর আপনি ৯ই ও ১৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখের দুই পত্রযোগে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্রদ্বয় আফিসঘটিত পত্ররূপে ভারত গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্রের সহিত রক্ষিত হইবে।

মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহ হইতে আর এক আবেদন প্রাপ্তে আপনার অবগতি জন্য প্রেরিত হইল।

২। মণিপুরের বর্ত্তমান অবস্থা নিম্নলিখিতানুসারে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতে পারে। মহারাজের ভ্রাতাদিগের মধ্যে আত্ম-কলহ, বিশেষতঃ সেনাপতি ও পাকাসিংহের মধ্যে বৈরভাবনিবন্ধন মহারাজের বিরুদ্ধে দুই জন কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারা বিগ্রহ উপস্থিত হয়। এই বিগ্রহের শেষ ফল মহারাজ কর্ত্তৃক রাজ্য ও গদি পরিত্যক্ত হওয়া। বৃটিশ প্রতিনিধি মহারাজকে এই বিষয়ে বুঝাইতে অক্ষম হইয়াছেন। মহারাজের অনুজ যুবরাজ, রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। বিগ্রহসম্বন্ধে কিছুই না জানা প্রযুক্ত প্রথমে উভয়পক্ষ হইতে পৃথকরূপে কাছাড়ের পথে ৮ মাইল ব্যবধানে অবস্থান করিয়াও মহারাজ মণিপুর পরিত্যাগ করাতে সেনাপতির পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনসাপেক্ষে ইনি সম্প্রতি আপনার কর্ত্তৃক রাজা বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন।

৩। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অপেক্ষা স্বীয় ভ্রাতার ক্ষমতাপ্রভাবে যুবরাজ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহারাজ সুরচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতার দণ্ড প্রাপ্ত না হইয়া, সেনাপতি মণিপুরে থাকিলে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতাই তাহার হস্তগত থাকিবে। এই প্রকারের অবস্থা ভারত গবর্ণমেণ্ট অনবধানতার দৃষ্টিতে দেখিবেন না এবং এই বিষয়ের মীমাংসা না করা পর্য্যন্ত মণিপুরীদিগের মনে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন ধারণা জন্মিতে পারে না।

৪। আমার পূর্ব্বোক্ত পত্রেও আপনাকে জ্ঞাত করিয়াছি যে, মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বাহাদুর সেনাপতিকে মণিপুর হইতে দূরীভূত করিয়া, তাহার নীতিগর্হিত আচরণে দণ্ডবিধান করিতে মনস্থ করেন। এক্ষণে জ্ঞাতব্য এই, আপনি তাহাকে কোথায় অপহৃত করিতে যুক্তি প্রদান করেন এবং মণিপুরী সৈন্যবর্গের অধিনায়ক অবস্থায় অপহৃত হইতে বাধা জন্মাইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তদ্বিষয় জানা উচিত।

৫। সেনাপতি ও পাকাসেনা উভয়কেই যে মণিপুর হইতে দূরীভূত করিতে হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যুবরাজ গদি প্রাপ্ত হইবেন কিংবা

মহারাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবেন, এই বিষয় পরিস্কৃত না হওয়াতে আপনি যুবরাজকেই গদি দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। মহারাজ অতীব হীনবীর্য্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে সেনাপতিকে দণ্ডিত করিবার দায়িত্ব আবমাননা করাতেই বর্ত্তমান দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, মহারাজ এ কথা স্বীকার করেন। মহারাজকে পুনঃ স্থাপিত করিলে উঁহাকে স্থায়ী রাখিবার জন্য এবং রাজত্বের শান্তিবিধান জন্য সর্ব্বদাই ব্রিটিশসৈন্যসাহায্যের প্রয়োজন হইবে, আপনি এরূপ আশঙ্কা করেন।

৬। ইহা আপনাকে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করা হইয়াছে যে, মণিপুরের ঘটনাবলীর শেষ ফল যাহা কিছু হয়, তত্তাবৎই গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ। মণিপুরের হিত জন্য এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিপত্তিবৃদ্ধির জন্য মহারাজকে রাজত্ব না দিয়া, যুবরাজকে স্থায়ীকরণ জন্য আপনার অনুরোধ গ্রহণ করা হইল। মহারাজের রাজ্যত্যাগে গবর্ণমেণ্ট যেমত ইচ্ছা, রাজ্যের মঙ্গলবিধান করিতে পারেন, কিন্তু সেনাপতির কৃত বিগ্রহের ফলাফল বলিয়া তাহা পরিগণিত না হয়।

৭। গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় আপনি মণিপুরে পৌঁছিয়া সেই স্থলে গবর্ণমেণ্টের মীমাংসা প্রচার করিবেন। যদি প্রতিরোধ আশঙ্কা নাও থাকে, তথাপি উচিতমত সৈন্যবল সহকারে যাইবেন এবং কি নিয়মানুসারে যুবরাজকে মহারাজ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন।

৮। অন্যান্য সামান্য সামান্য কতিপয় ঘটনা সম্বন্ধে আপনার অভিমত সাপেক্ষ, অর্থাৎ সেনাপতির অবরোধ জন্য সৈন্যসংখ্যা তাহার ভরণপোষণের বৃত্তি, মহারাজ ও ভ্রাতাদিগের এইরূপ বৃত্তি, মহারাজের ভবিষ্যৎ অবস্থান স্থান, অনুজ ফুলাহাঙ্গোবা ও জিলাসিংহ যাহারা ২১শে সেপ্টেম্বরের বিগ্রহ আরম্ভ করে, উঁহাদিগকে মণিপুরেই রাখা যাইতে পারে কি না এবং মহারাজের অপর ভ্রাতারা যাহারা সম্প্রতি কলিকাতায় আছেন, মহারাজ সহ অবস্থান করিবে অথবা উঁহাদিগকে স্থানান্তরে রাখা হইবে।

এই পত্রের উত্তরে কুইণ্টন সাহেব ১৮ই মার্চ্চ টেলিগ্রাফ যোগে স্বীয় অভিমত গবর্ণমেণ্ট সমীপে যেরূপ জ্ঞাত করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা অবিকল

প্রদত্ত হইল। আমার ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখের লিখিত পত্রানুরূপ সৈন্যবল সহকারে মণিপুরে রবিবার দিবস পৌঁছিব এরূপ আশা করি। লেপ্টেনেণ্ট গর্ডনের যোগে (যাহাকে পূর্ব্বে পাঠাইয়াছি) পলিটিকেল এজেণ্টকে জ্ঞাত করিয়াছি। আপনার ৪ চারি দফা, আমি রাজা ও দরবারকে পৌঁছামাত্র সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছি, তখন গবর্ণমেণ্টের মীমাংসা প্রচার করিব এবং সেনাপতিকে কয়েদ করিয়া জানাইব যে, রাজ্যের শান্তিভাব এবং তাঁহার সদাচরণের প্রতি তাঁহার নির্ব্বাসন ও প্রত্যাগমনের সময় প্রতীক্ষা করিবে এবং আমার অবস্থান সময় পর্য্যন্ত একটী তোপ পাঠাইতে মহারাজকে বলিব। সেনাপতি আমার সহিত ২৫শে তারিখে আসিবে। অফিসার কমাণ্ডিং ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ, আসাম নহে, তাহার অবরোধস্থান হইবে, ব্যয় ৫০৲ টাকা হওয়া উচিত। ৭ দফা, অবস্থা ও স্থান ৩০০ শত সিপাহি এবং পলিটিকেল এজেণ্টের উপদেশ মহারাজের গ্রহণকরা। ৮ দফা মহারাজ বৃন্দাবনে বাস করিবেন, বৃত্তি ১০০৲ শত টাকা। পাকাসিংহ মণিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না এবং তাহার অবরোধ ব্যয় ৪০৲ টাকা, অন্যান্য অনুজ ভ্রাতারা মণিপুরেও থাকিতে পারে। ইহার কোন উত্তর শনিবার মধ্যে না পৌঁছিলে পূর্ব্বোক্তমত কার্য্য করা হইবে। ইহার উত্তরে ফরেন সেক্রেটারি ১৯শে মার্চ্চ এই উত্তর দিয়াছিলেন, আপনার ১৮ই তারিখের টেলিগ্রাফ অনুসারে মহারাজের বৃত্তিসম্বন্ধে পুনঃ বিচার প্রয়োজনীয় হইলে করা যাইবে; অন্যান্য অভিমত অনুমোদন করা হইল।

তদনন্তর লেপ্টেনেণ্ট গ্রাণ্ট সাহেব ৮০ আশি জন সিপাহি সহকারে ২৮শে মার্চ্চ মণিপুর আক্রমণ জন্য যাত্রা করিয়া থোবাল পৌঁছার বিবরণ, ৭০ জন সিপাহী পলাইয়া কহিমা পৌঁছার বিবরণ, জেনেরল গ্রেহাম সাহেবের অধীনে মণিপুরের অবস্থাপরিজ্ঞাত মেকেব সাহেবকে চিপপলিটিকেল অফিসার নিযুক্ত করিবার বিবরণ এবং মণিপুর আক্রমণ জন্য কহিমা, তামু ও কাছাড়ের পথে সৈন্যপ্রেরণ বিবরণ লিখিত ছিল। কহিমার ডেপুটী কমিসনরের টেলিগ্রাফ প্রাপ্তে আসামের সেক্রেটারি সিলং হইতে সিমলা ফরেন সেক্রেটরির নিকট ২৮শে মার্চ্চ পাঠাইয়াছিলেন। নাগা পলাতকেরা মণিপুর হইতে পৌঁছিয়া বহুকাল ঘোরতর যুদ্ধের ও একজন সাহেবের মৃত্যু

সমাচার দিয়াছে। মণিপুর নগরে যুদ্ধ হইয়াছে। অদ্য গ্রাণ্ট সহকারে তামু হইতে ৮০ জন সিপাহী রওনা হইয়াছে। যদি দুর্ঘটনা যথার্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সৈন্যবৃদ্ধি প্রয়োজনীয় হইবে; কারণ আমরা ২০০ শত সৈন্যের অধিক দিতে পারিব না। যদি মণিপুরীরা চিপকমিসনরের অধিক সৈন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিয়াছে, তাহা হইলে তোপ ভিন্ন সৈন্য প্রেরণ নিষ্ফল হইবে। আমি কাপ্তান মেকেনটায়ার সহকারে মৌথানা পর্য্যন্ত যাইব। অনেক কুকী মণিপুরে একত্র হইয়াছে এরূপ জনরব। মৌথানা মণিপুর ও নাগাহিলের সীমানা স্থল। চিপকমিসনরের সহিত ৪৭০ জন ৪২ ও ৪৪ পল্টনের গুরখা সিপাহি ছিল। মণিপুরের তার ২৪শে মার্চ্চ কাটা যায়। সুতরাং ৮ই এপ্রিল মহারাজ এক সুদীর্ঘ টেলিগ্রাফ কহিমার ডিপুটী কমিসনর যোগে গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম্ম এই :—"গত ২৫শে মার্চ্চ তারে সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত করা হইয়াছে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে পলিটিকেল এজেণ্টের যোগে চিপকমিসনর মণিপুর আগমন জন্য কুলী সাহায্য প্রার্থনা করাতে আমরা প্রদান করিয়াছি। আমরা তাঁহার সম্মান জন্য সৈন্যপ্রেরণেও প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন নাই। মৌথানা পর্য্যন্ত জেনেরল থাঙ্গাল প্রেরিত হয়। আমার ভ্রাতা সেনাপতি মণিপুর হইতে ১২ মাইল ব্যবহিত শেংমাই পর্য্যন্ত গিয়াছিল। যুবরাজ মণিপুর হইতে ৪ মাইল ব্যবধানে কৈরংকাই নদী পর্য্যন্ত যাইয়া চিপকমিসনর সহ সাক্ষাৎ করিয়াছিল। আমিও রাজবাটীর দ্বারদেশে চিপকমিসনরসহ সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং প্রাসাদ হইতে সেলামী তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। চিপকমিসনর দরবার করিতে চাহেন, এবং আমরাও সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমি, যুবরাজ, ও সর্ব্বকনিষ্ঠ, মন্ত্রিগণ সহকারে রেসিডেন্সির দ্বারে পৌঁছিয়াছিলাম। চিপকমিসনর প্রস্তুত নহেন বলিয়া আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না। আমি গবর্ণমেণ্টের আদেশ অবগতি জন্য ব্যগ্র হইয়া প্রতীক্ষা করিলাম। যুবরাজ অসুস্থতা বোধ করিয়া পাটে প্রত্যাগমন করে। রেসিডেন্সিমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গলার সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বে সৈন্য সজ্জিত দেখিয়া সকলই অস্বাভাবিক জ্ঞান হয়। মণিপুরীরা ভীত হইয়া উঠে। তাহার পর দরবারগৃহে প্রায় একঘণ্টা প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া

থাকি, তথাপি চিপকমিসনর সহ সাক্ষাৎ হয় না। যুবরাজকে আনয়ন জন্য লোক প্রেরিত হয়, কিন্তু কোন গতিকে যুবরাজ দরবারে পৌঁছিতে পারে নাই। ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত রেসিডেন্সিতে প্রতীক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ অবগত হইতে না পারিয়া পাটে প্রত্যাগমন করি। ২৪শে প্রভাতের পূর্ব্বে আমরা নিদ্রিত থাকা কালীন অকস্মাৎ পাট আক্রমণ করা হয়। বৃটিশ সৈন্যেরা শাস্ত্রীদিগকে হত্যা করে, মন্দির নষ্ট করে, বিগ্রহ লুণ্ঠন করে, স্ত্রীলোক বালক বালিকা হত্যা করে, গৃহে অগ্নি প্রদান করে, বালক-বালিকাদিগকে চুলে চুলে বন্ধন করিয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করে। পরিশেষে সৈন্যেরা অবাধ্য হইয়া উঠে, এবং স্ত্রী পুত্র কন্যা ধর্ম্মের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে, এবং আমার বহু প্রজা ধ্বংস হইয়াছে। চিপকমিসনর, গ্রিমউড প্রভৃতি সরকারি কর্ম্মচারী ও সৈন্যও মরিয়াছে, যথার্থ সংখ্যা জানা অসম্ভব। গ্রিমউড সাহেবের মেম নিরাপদে আছেন। পরদিন প্রাতে তাঁহাকে আনয়ন জন্য এক জন জেনেরলকে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার কাছাড় যাওয়ার সমাচার পাইলাম। গত ঘটনাতে অতীব দুঃখিত হইয়াছি। গবর্ণমেণ্টের প্রজা, কর্ম্মচারী, সৈন্য সকলকেই যত্নের সহিত রাখা হইয়াছে। আমি প্রথমে আততায়ী হই নাই, কেবল চিপকমিসনর সাহেবের দোষে বৃটিশ সৈন্যের অসভ্য ব্যবহারে আমার প্রজারা আত্মরক্ষা ও স্ত্রীপুত্র ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়।"

১৩ই এপ্রিল গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফযোগে ব্রহ্ম সৈন্যদলের জেনেরল গ্রেহাম সাহেব সমীপে যে ঘোষণা প্রচার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মর্ম্ম এইরূপ :—

১। সীমা পার হইবা মাত্রই আপনি এই ঘোষণা প্রচার করিবেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ও সৈন্যদল মণিপুরের অস্ত্রধারী সৈন্য দ্বারা প্রতিরোধিত হওয়াতে মণিপুর রাজ্য মহারাণীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধকরণ অপরাধে অপরাধী হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, কুলচন্দ্রধ্বজ সিংহের ক্ষমতা রহিত করা হইল এবং গবর্ণমেণ্টের অন্য আদেশ প্রচারিত না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি ঐ রাজ্যে সর্ব্বাধিপত্য স্থাপন করিতে পারিবেন।

২। আপনার অগ্রসরে প্রতিরোধকারী প্রজাবর্গকে বলিবেন যে, আপনি মণিপুর অধিকার জন্য, যাহারা গত ঘটনায় লিপ্ত ছিল এবং সাহেব-

দিগের হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগের দণ্ডবিধান জন্য যাইতেছেন।

৩। স্মরণ রাখিবেন যে, গত বিপ্লবে লিপ্ত, অথবা সাহেবদিগের হত্যার সহায়তা করা ভিন্ন, অন্য কোন লোককে প্রাণদণ্ড করা না হয়। যথেষ্ট দণ্ডবিধান সময় ও নীতিসঙ্গত হইবে না।

৪। গ্রাণ্ট ও গ্রেসগ্রেভকে সাহায্য করিয়া মণিপুর অধিকার করা, শান্তি স্থাপিত করা এবং যদি পারেন রাজা ও রাজশক্তিশীলদিগকে ধৃত করা আপনার কার্য্য হইবে। তাহাদিগকে কোন আশা দেওয়া না হয়, বিনয় করিলেও কোন নিয়ম স্থাপন করা না হয়, আত্মসমর্পণ মাত্র গ্রহণীয় হইবে। উহাদিগের জীবনের কোন ভরসা দেওয়া না হয়।

৫। মণিপুর অধিকৃত হইলে প্রজাদিগকে নিরস্ত্র করিবেন। অস্ত্রধারী দল মাত্রকেই ছিন্ন ভিন্ন করিবেন। ঘোষণা প্রচার করিয়া দিবেন যে, মণিপুরে বা যতদূর ব্যাপিয়া আপনার ইচ্ছা বিনা পাশে কেহ বন্দুক ব্যবহার করিলে প্রাণদণ্ডার্হ হইবে।

৬। যত সত্বর সম্ভবে আপনি বিগত বিপ্লবের কারণানুসন্ধান করিবেন এবং ইহার পূর্ব্বে কিরূপ আয়োজন করা হইয়াছিল, তদ্বিবরণ অবগত হইবেন।

৭। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আপনি অপরাধীদিগের দণ্ডবিধান করিবেন। কোন ব্যক্তি সাহেবদিগের প্রাণনাশে লিপ্ত, হত্যার সহায়তায় লিপ্ত কিম্বা বিপ্লবে সন্দেহিত হইলে মেকেব ও সফিট সমীপে বিচার জন্য অর্পণ করা হয়, আপনার অনুমোদন সাপেক্ষে উহাদিগের প্রতি প্রাণদণ্ডের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

৮। যদি রাজা অথবা রাজবংশজাত কোন ব্যক্তি আপনার হস্তে পতিত হয় এবং উহাদিগকে হত্যাকারী, হত্যার সহায়তাকারী, বিপ্লবকারী বলিয়া সন্দেহ হইলে উহাদিগের বিচার কার্য্য তিন জন কার্য্যকারক (যাহার এক জন পলিটিকেল কর্ম্মচারী হওয়া উচিত) দ্বারা করা হইবে এবং দণ্ডাজ্ঞা ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনসাপেক্ষ।

৯। অপরাধীদিগের দণ্ডবিধান সাধারণের জ্ঞাতশীল ভয়ঙ্কর হয় এবং অগোপনে নিষ্পন্ন হয়।

১০। কৃতাপরাধীদিগের দণ্ডবিধানের পরেই সমস্ত মণিপুরীদিগের কিয়ৎ পরিমাণে দণ্ড করা উচিত। কারণ তাহারা সকলেই গত ঘটনায় লিপ্ত ছিল। কিরূপ দণ্ডবিধান উচিত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন এবং আপনিও কোন সুযুক্তি প্রদান করিতে পারেন। মণিপুরী লোকের মনে গত ঘটনায় রাজত্বের গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি জন্য প্রাসাদের গৃহাদি আংশিক ভগ্ন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের কতক শস্য দণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের ভারবাহী পশুদিগকে দেওয়া হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যেন এরূপ শস্য হরণ করাতে ভবিষ্যতে মণিপুরীরা অন্নকষ্টে পতিত না হয়। যে কোন দণ্ডবিধান করা হয়, তাহা যেন ন্যায়সঙ্গত ও যথার্থ হয়। প্রাসাদের গৃহাদি ভগ্নসময়ে বিগ্রহাদির প্রতি অত্যাচার করা না হয়।

১১। মণিপুরী অর্থে অধিত্যকানিবাসীমাত্র নহে। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতনিবাসী যাহারা মণিপুরী রাজার আনুগত্য স্বীকার করিত, তাহাদিগকেও বুঝিতে হইবে।

১২। আমাদিগের হত কার্য্যকারকদিগের শরীর কিরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে অনুসন্ধান করিবেন। যদি পাওয়া যায়, সমুচিত সম্মান সহ ব্যবহার করা হয় এবং উহাদিগের বন্ধুবান্ধবেরা কোন নিদর্শন মূল্যবান মনে করিতে পারে এরূপ বস্তু রক্ষা করিবেন।

পালকেম কাহার নামক চিপকমিসনরের অনুচর দলভুক্ত এক ব্যক্তি ২৪শে মার্চ্চ ঘটনার সময় পাটের মধ্যে কয়েদ ছিল। মধ্যরাত্রিতে সাহেবদিগকে হত্যার সময় সে স্বচক্ষে যেরূপ দেখিয়াছিল, তদ্বিবরণ এইরূপ :—

"আমি চিপক মিসনর সাহেবের সৈন্যদল সহকারে মণিপুরে গিয়াছিলাম। লেপ্টেনাণ্ট ব্রেকেনবরী সাহেব আহত হইবার পরেই মণিপুরীরা আমাকে ধরিয়া পাটের দ্বারগৃহে কয়েদ করে। রাত্রি অনুমান ৮টার সময়ে সাহেবেরা আসিয়াছিলেন। রাত্রি চন্দ্রের আলোকে উজ্জ্বল ছিল। সাহেবেরা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল যুবরাজ ও সেনাপতির সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। তাহার পরে উহাদিগকে আক্রমণ ও হত্যা করা হয়। প্রথমে সাহেবদিগের হস্ত, পরে পদ এবং সর্ব্বশেষে মস্তক ছেদন করা হয়। সাহেবদিগের হস্ত বন্ধন করিয়া পরে ছেদন করা হয়। উহাদিগের পদ বসিবার পর ছেদন

করে। চিপকমিসনর সাহেবকেই প্রথমে হনন করে, এই সময়ে বহু লোক সমাগমে আর দেখিতে পাই নাই। আমি ঘটনাস্থল হইতে মাত্র ২০ হস্ত ব্যবধানে ছিলাম। যুবরাজ ও সেনাপতি প্রায় ছয় ফুট অন্তরে থাকিয়া দেখিতে ছিলেন। আমিই একমাত্র কয়েদী ঘটনা সময়ে দ্বার দেশে উপস্থিত ছিলাম। আমার দ্রব্যাদি ও ১০০৲ টাকা লুট হইয়া গিয়াছে। সাহেবদিগকে হত্যার সময়ে প্রায় সহস্র লোক উপস্থিত ছিল। চিপকমিসনর সাহেবকে হত্যা করিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমি অনুমান করিয়া মিথ্যা সমাচার দিতেছি না।"

পালকেম কাহারের কথানুসারে রাত্রি অনুমান ৮৷৷০ টার সময় সাহেবদিগকে হত্যা করা হয়, কিন্তু থাতুক প্রভৃতির প্রমাণে রাত্রি ১২ টার সময় হত্যা করা প্রকাশ।

বিপ্লব-রাত্রি দুইটার সময় পলাতক সাহেব ও সৈন্যেরা নিরাপদে কাছাড় উত্তীর্ণ হইয়া যে বিবরণ গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাপ্তান বয়লো সাহেবের বিবরণ এইরূপ।—

মণিপুর গমনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ গোপন ছিল, ২২শে মার্চ্চ প্রাতে ১০০ লোকের আসবাব সহ ২২ জন সিপাহি ও ৫০ জন কুলী শেংমাই নামক থানাতে ছাড়িয়া যাওয়ার সময় আদেশ হয় যে, ঐ দিবস মণিপুরে দরবার হইবার পরেই ৮০ জন সিপাহিসহকারে একজন অফিসরকে শেংমাই প্রত্যাগমন করিতে হইবে। মণিপুর হইতে চারি মাইল ব্যবহিত নদী তীরে বিগ্রহনেতা যুবরাজ দুই পল্টন সহকারে চিপকমিসনর সহ সাক্ষাৎ করে। নদীর পুল দগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু যুবরাজ বন্ধুভাব প্রদর্শন করে। মণিপুর পর্য্যন্ত সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধভাবে ১০ টার সময় পৌঁছে। ১২ টার সময় দরবার হইবার আদেশ হয়। রাজা যুবরাজকে ছাড়িয়া আসাতে চিপ কমিশনর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হয়েন, সুতরাং তিন ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিয়া রাজা ফিরিয়া যায়। আমাদিগের সৈন্যসজ্জা ও সৈন্যস্থাপনদর্শনে মণিপুরীরা স্বীয় ভীতি প্রদর্শন করে। অদ্য রাত্রি ৮ টার সময় আমাদিগের খানা খাইবার কালে রাজার বাদকসম্প্রদায় বাদ্যবাদন করিয়াছিল। আগামী কল্য প্রাতে ৮ টার সময় দরবারের কথা হয়, কিন্তু কেহ উপস্থিত হইল না। পরে ১ টার

সময় দরবারের আদেশ হয়, কিন্তু কেহই উপস্থিত হয় নাই। অপরাহ্নে রাজার সৈন্যেরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। অদ্য রাত্রিতে রেসিডেন্সি আক্রমণ করা হইবে এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে রাত্রিকালে চতুর্দ্দিকে প্রহরী স্থাপিত হইল। কর্ণেল স্কীন অফিসরদিগকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন। লেপ্টেন্যাণ্ট ব্রেকনবরি ৩০ জন এবং কাপ্তান বুচার ৭০ জন সিপাহি সহকারে ভোর হইতে না হইতে যুবরাজের বাটী আক্রমণ করিয়া, তাহাকে ধৃত করিবে। রাত্রি মধ্যে আর কোন গোলযোগ ঘটিল না। লেপ্টেন্যাণ্ট লুগার্ড ৫০ জন সিপাহি সহকারে সাহায্য জন্য প্রস্তুত থাকিবে। ২৪শে মার্চ্চ প্রভাত ৫ টার সময় এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করা হইল। ৩০ ও ৭০ জন সিপাহির দুইদল পাটের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবেশ করিল। ৬ টার সময় গুলি চলিতে আরম্ভ হইল। প্রায় সমস্ত দিন মধ্যে কাপ্তান বুচারকে দেখা যায় নাই। অপরাহ্ণ ৪ টার সময় আহতদিগকে লইয়া বুচার রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া আসে। লেপ্টেন্যাণ্ট ব্রেকেনবরি সাংঘাতিকরূপে আহত অবস্থায় রেসিডেন্সিতে প্রেরিত হইয়া রাত্রিকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। দিবা ৮ টার সময় লপ্টেন্যাণ্ট চেটারটন ৩০জন সিপাহি সহকারে রাজার প্রধান দ্বার আক্রমণে রেসিডেন্সির দিকে যে সকল মণিপুরীরা গুলি চালাইতেছিল, তাহাদিগের দুইজনকে হত ও ১৭ জনকে ধৃত করিয়া আনয়ন করেন। দিবা ১০ টার সময় কর্ণেল স্কীন ৮০ জন সিপাহি সহকারে যুবরাজের বাটীস্থিত কাপ্তান বুচার ও লেপ্টেন্যাণ্ট ব্রেকেনবরির সৈন্য দল সহ যোগ দিলেন। দিবা ১২ টার সময় রেসিডেন্সির পশ্চাৎ পশ্চিম দিক হইতে মণিপুরীরা আক্রমণ করে। ১ টার সময় কর্ণেল স্কীন যুবরাজের বাটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, চিপকমিশনর সহ মন্ত্রণাক্রমে কাপ্তান বুচার ও ব্রেকেনবরিকে ফিরাইয়া আনয়ন জন্য লেপ্টেন্যাণ্ট লুগার্ডকে প্রেরণ করেন। ৪ টার সময় আমাদিগের সৈন্যেরা রেসিডেন্সিতে একত্রিত হইল ও সমস্ত আহতদিগকে আনয়ন করা হইল। রেসিডেন্সি হইতে প্রায় ৬০ গজ ব্যবহিত কিল্লার ছিদ্র হইতে প্রায় ৫০০ বন্দুকের গুলি রেসিডেন্সিতে ৪॥০টা হইতে ৭॥০টা পর্য্যন্ত অজস্র চলিতেছিল। রেসিডেন্সি হইতে কিল্লার মধ্যে মাত্র সড়ক ও একটী পরিখা। পাঁচ টার সময়কিল্লা হইতে ৭ পোণ্ডের দুইটী তোপ ছুঁড়িতে আরম্ভ করে।

কিন্তু গোলা রেসিডেন্সির উপর দিয়া চলিয়া যায়। রেসিডেন্সির দেওয়াল উচ্চ থাকাতে সিপাহিদিগের আশ্রয়ের বিস্তর সুবিধা হইয়াছিল। ৭॥৹ টার সময় "সিজ ফায়ার" বিগুল ধ্বনিত হয়। তখন মণিপুরীরাও "একত্র হও" বিগুলধ্বনি করিল। ইহার পর চিপকমিসনর রাজার নিকট একপত্র পাঠাইয়া দিলেন, রাত্রি ৯ টার সময় প্রত্যুত্তর প্রাপ্তে "আত্মসমর্পণ ও অস্ত্রত্যাগের" কথা অবগত হইয়া কর্ণেল স্কীন অসম্মত হয়েন। কিন্তু পুনরায় গুলি চলিতে আরম্ভ হইলে রেসিডেন্সিতে তিষ্টিতে পারা যাইবে না ভাবিয়া রেসিডেন্সি ত্যাগের মন্ত্রণা স্থির হইল। মিষ্টার গ্রিমউড ও লেপ্টেন্যাণ্ট সিমসন সড়কে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া মণিপুরীদিগের সহিত কথা বার্ত্তা বলিলেন, যুবরাজ চিপকমিশনরের সহিত দ্বারের সমীপে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছে। তদনন্তর চিপকমিশনর, কজিন সাহেব, গ্রিমউড, সিম্‌সন যাত্রা করিলেন, অনতিবিলম্বেই কর্ণেল স্কীন অনুগমন করিলেন। ক্ষণকাল পরে কতিপয় চৌকীর জন্য সমাচার প্রাপ্তে একজন বিগুলদার সহ চৌকী পাঠান হয়, কিন্তু ঐ ব্যক্তির নিকট বন্দুক থাকাতে সে ফিরিয়া আসিল। সাহেবেরা অভ্যন্তরে প্রায় এক ঘণ্টা অবস্থানের পর অনুমান ১০॥৹ টার সময় একজন মণিপুরী কিল্লার দেওয়াল হইতে ডাকিয়া বলিল, চিপ কমিশনর পাটের মধ্যে গিয়াছেন, তিনি ফিরিয়া আসিবেন না। এই ব্যক্তির কথা শেষ হইতে না হইতেই বন্দুক ও তোপ কিল্লা হইতে চলিতে আরম্ভ করিল, বিশ্রাম সময়ে মণিপুরীরা রেসিডেন্সির মধ্যেই অনেকে প্রবেশ করিয়াছিল। আমাদিগের সিপাহিরাও গুলি মারিতেছিল। সাহেবেরা পরামর্শ করিয়া ১০ জন আহত সিপাহিকে বদল করিয়া রাত্রি ১॥৹ টার সময় রেসিডেন্সি পরিত্যাগে কাছাড় অভিমুখে চলিলেন। মাত্র ছয় বাক্স গুলি ছিল, তাহা সঙ্গে লইয়া গেলেন। সর্ব্ব মোট ২০০ সিপাহি, অনেকগুলি কাহার ও অনুসঙ্গী রওয়ানা হইয়া পথে স্থানে স্থানে অল্পাধিক যুদ্ধ করিতে করিতে ২৬শে মার্চ্চ কাপ্তান কাউলী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কাপ্তান কাউলী ৪৩ পল্টনের ২০০ সিপাহি সহকারে কাছাড় হইতে মণিপুর পৌছিতেছিলেন। সুতরাং পলাতকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সকলে একত্রে কাছাড় গিয়াছিলেন। কাউলী সাহেবের সহিত রসদ ছিল না, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত

হেনরীমাটিনী বন্দুকের গুলি ছিল, পলাতকদিগের সহিত স্নাইডার বন্দুক ছিল, সুতরাং চিপকমিশনর প্রভৃতি সাহেবদিগকে কারারুদ্ধ (হত হওয়া কেহ বিশ্বাস করেন নাই) জানিয়াও উদ্ধারকল্পে যুদ্ধ করা অসাধ্য জ্ঞান হওয়াতেই সকলে কাছাড় ফিরিয়া গেলেন।”

যাহা হউক, শত্রুকে ক্ষুদ্রজ্ঞানে অবহেলা করিয়া তোপ, গুলি ও সৈন্য উপযুক্তমত সঙ্গে আনয়ন না করা চিফকমিশনরের অপরিনামদর্শিতার পরিচয় মাত্র। তাহার পর, ১২ ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া ঘোর শত্রুকে বিশ্বাস করত দরবার করণ জন্য র...... তাহার দুর্গ মধ্যে নিরস্ত্র ও নিঃসহায় ভাবে প্রবেশ করা নিতান্তই বুদ্ধিহীনতার প্রমাণ মাত্র। ফলতঃ “বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি” অপনিই উপস্থিত হইয়া মনুষ্যকে ভ্রমে নিপতিত করে। অপরিনামদর্শী মূর্খ মণিপুরীরা যুদ্ধ সময়ে যে বীরত্ব ও বাহাদুরি প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বাংশেই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু শরণাগত নিরস্ত্র সাহেব পাঁচ জনকে হত্যা করায়, বা হত হইতে দেওয়ায় যে ঘোর গর্হিত অপরাধ করিয়াছে তাহার ফল “রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট” আর “সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট” হাতে হাতে ফলিল। টেকেন্দ্রজীৎ নিদ্রিত ছিলেন, মহারাজ কিছু জানিতেন না, এ সকল কথা যথার্থ হইলেও লোকে কেন বিশ্বাস করিবে? সুতরাং এই মহাপাপে ধন, প্রাণ, রাজ্য, সম্মান সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রথম যাত্রায় বুঝিতে না পারিয়া ঠকিয়া শিক্ষাপ্রাপ্তে কহিমার পথে জেনেরাল কলেট সাহেব সহকারে ১০০০ সৈন্য, তিন তোপ, কাছাড়ের পথে কর্ণেল রেনিক সহকারে ১৬০০ সৈন্য, দুই তোপ, তামুর পথে ৩২০ জন বিটিশ সৈন্য ও ৭৫০ জন দেশীয় সৈন্য ও কতিপয় তোপ, এক শত হস্তী, ৫০০ বয়েল, ৩০০ খচ্চর, রসদ ও গুলি বহন করিয়া বীরদাপে একবারে চতুর্দ্দিক হইতে উপস্থিত হয়। মণিপুরীরা থোবল, পলেল প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ অস্ত্রবলের পরিচয় প্রাপ্তে ২৬শে এপ্রিল মধ্যে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া মাত্র সার হইল। প্রতিদ্বন্দ্বী অভাবে যুদ্ধ মণিপুরে মাত্রই হইল না, তজ্জন্য অনেক সৈন্য ২৮শে এপ্রিল কাছাড় প্রত্যাগমন করিল। যাহারা রহিল, তাহারা শূন্য নগর লুটপাট শেষ

করিয়া ক্রমে দূরবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া ঘোড়া, গাভী, হস্তী ধরিয়া আনিতে আরম্ভ করিল।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কমিসেরিয়েটের কণ্ডকটর বেকার লংথাবালে দৈবাৎ একটী গোবধ করাতে রাজপক্ষ বেকারের কঠিন দণ্ড বিধান জন্য বহু লম্ফ ঝম্প করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট অগত্যা বেকারকে মণিপুর হইতে কহিমা প্রেরণে বাধ্য হয়েন। বেকারের বদলী সময়ে এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল যে, রাজপক্ষ কর্ত্তৃক পথে বেকারকে আক্রমণ করিয়া লাঞ্ছনা করা নিতান্ত সম্ভব, এ জন্য ১৬ জন বন্দুকধারী সিপাহি বেকারের সঙ্গে সঙ্গে কহিমা পর্য্যন্ত গমন করে। কিন্তু কুপুত্র কুলনাশক হওয়াতে ইহাদিগের আত্মদোষে গবর্ণমেণ্টের সিপাহি বলপূর্ব্বক পাটে প্রবেশ করিয়া জনপ্রাণী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ইতস্তত যে সকল নিরীহ গোবেচারিদিগকে দেখিতে পাইল ধৃত করত তুলসী বেদীকার পরিষ্কৃত স্থলে হত্যা করিতে আরম্ভ করিল। তখন ভাবিলাম মণিপুরে হিন্দুয়ানী কি ছিল, আর কি হইল, কোথায় গোবিন্দজী কোথায় বভ্রুবাহন, কোথায় স্বাধীনতা, সকলই অগাধ জলরাশিতে নিমজ্জিত দর্শনে আমরা বিষাদে গাইতে থাকিলাম—

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—তাল কাশ্মিরী খেমটা।

হায় কি হল মণিপুর ডুবিল জলে। রে—
মহারাজ চাসাতাচলে, যুবরাজ যায় না বলে,
প্রজা ধায় গ্রামে দলে দলে। রে—
পাটে ঢুকিল গোরা, ধরে নেয় হাতিঘোড়া,
গরু মারিল তুলসী তলে। রে—
বভ্রুবাহনের নাম, ঘোষিত চারি ধাম,
কীর্ত্তি যশ গেল রসাতলে। রে—
সোণার স্বাধীন দেশ, অধীন আর হীনবেশ,
হল শেষ ব্রিটীশের বলে। রে—

শোন হে মণিপুরী, কর না বাহাদুরি,
ছাড় চাতুরি, চুরি ছলে। রে—
সরকারের অধিকারে, ফিরে যাও নিজাগারে,
বিদ্যা ধন লভ হে সকলে। রে—
সভ্যতা শিখ সবে, হীনতা নাহি রবে,
ক্ষেপারাম খেদে হিত বলে। রে—

ইহার পর মহারাজ, যুবরাজ, সেনাপতি ও মন্ত্রিবর্গের যে স্থানে যে কোন সম্পত্তি, ধান্য, তণ্ডুল, অশ্ব, গো, মহিষ, হস্তী যাহা কিছু ছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহা আত্মসাৎ করিলেন। মণিপুরীরা ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করাতে ব্রিটিশ কার্য্যকারক ও প্রজাদিগের যাহার যে কোন ঘরের প্রয়োজন, অধিকার করিয়া বসিল। এই সময়ে আমার অবস্থান গৃহ ছিল না, অন্য গৃহস্থের গৃহ অধিকার করিলে আপত্তি হইতে পারে, এ জন্য সনামহির মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী পরিত্যক্ত গৃহগুলি অধিকার করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলাম। জীবিকানির্ব্বাহের কোন উপায় না থাকাতে ১১ই মে সোমবার হইতে সনামহির মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ মণ্ডপে জনষ্টোন সাহেবের ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয় পুনঃস্থাপন করিলাম। প্রথমে সাত আট জন বালক উপস্থিত হইল। সপ্তাহ মধ্যে ৩০ জন ছাত্র। বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে চারুপাঠ প্রথম ভাগ এবং ইংরাজী রয়াল রিডার অনেকে পড়িতে আরম্ভ করিল। মণিপুরী ছাত্রেরা বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে পারে, কিন্তু অভ্যাস অভাবে বাঙ্গালা কথা প্রায় কেহই বলিতে পারে না। উচ্চারণ দোষে জিহ্বার জড়তা অপগত না হওয়াতে ইহারা শ স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে পারে না।

কাছাড়ের ডিপুটী কমিশনার মেজর ম্যাকস্‌ওয়েল সাহেব মণিপুরের চিফ পলিটীকেল অফিসর নিযুক্ত হইয়া আসিয়া, প্রথমে কতিপয় দিবস পাটের অন্দর মহলে রাণীদিগের বিগ্রহ-গৃহে অবস্থানের পর রাজবংশের আদিপুরুষ পাখাংবার বাটীতে আফিস খুলিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইনি প্রজাদিগকে অভয় প্রদানে নগরের প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রজাদিগকে প্রত্যাগমনে আহ্বান করিলেন। প্রজারা আশ্বাসিত হইয়া ক্রমে ক্রমে

স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই প্রথমে স্ত্রী, পুত্র, ধন সম্পত্তি কিছুই আনয়ন করে নাই। দুই তিন দিন পরে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা দশ পাঁচটী স্থানে স্থানে যৎসামান্য খাদ্য দ্রব্য সহকারে হাটের সূত্রপাত করিল। আমি বহু পরিশ্রমে মণিপুরীদিগকে বুঝাইয়া ভরসা দিয়া হাটের স্থানেই হাট বসাইলাম। সিপাহিরা তামাক, পান, মাছ, তরকারী পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সাহেবদিগের জন্যও গোয়ালাযোগে দুগ্ধ যোটনা আরম্ভ হইল। কাছাড় ও শ্রীহট্টনিবাসী বাঙ্গালী দোকানদারদিগকেও অভয় দিয়া হাটে আনিলাম, কিন্তু গোরাদিগের মূল্য না দিয়া জিনিস দোকান হইতে জবরদস্তি উঠাইয়া নেওয়ার অত্যাচারে হাট জমিতে অনেক বাধা পড়িয়া গেল। এক দিন পাঁচ সাত দোকানদার মিলিয়া জেনেরল কলেট সাহেব সমীপে এক দরখাস্ত করিল। তদবধি হাটে গোরা আগমনবন্ধ হইয়া গেল। গোরার আগমন বন্ধ হইল বটে, কিন্তু কালা ক্রমেই অধিক আসিতে আরম্ভ করিল। ইহারাও সিপাই বাহাদুর, অনেকে সাহেব লোকের আরদালী, পাদুকা মর্দ্দনে বিলক্ষণ পটু, এই গুণেই সাহেবের প্রিয় পাত্র, দাম দিয়া জিনিস নিলে সাহেব খাফা হবেন, সিপাহি জীর নায়েকি পদে প্রমোশনের হক মারা যাইবে, সিট-রোলে অকর্ম্মন্য রিমার্ক হবে, তাহা হইলে সুবেদার বাহাদুর হইবার রোল বন্ধ। লেপ্টেন্যাণ্ট সাহেব বাহাদুরি দেখাইয়া যদি মেজর হইতে পারেন, তাহা হইলেই আরদালীয় সুবেদারি, না হয় জমাদারি জুতার তলায় ঠিক মার্কা মারা রহিল, তখন সর্দ্দারি হুদ্দা, কমিসণ্ড অফিসর, কোর্টে গেলেই চৌকি মিলে, "সাহেব" লোগ হাত মিলায়, আপ আপ বলিয়া খাতির করে, এ সকল আশা আরদালীর পক্ষে আশামরীচিকা নহে, কত সরফরাজ খাঁ, বেলায়েক সিংহ বুটের দৌলতে সুবেদার মেজর বাহাদুর হইয়াছে, অতএব হুকুম হইল যে মণিপুরের লোকেরা সরকারের বহু ক্ষতি করাতে তৎপ্রতি শোধ জন্য দাম না দিয়া মাল জবরদস্তি নিলে বিচার নাই, বরং অবিচার আছে। সিপাহিদিগের এইরূপ জুলুম জবরদস্তির বিষয় কোন কোন সাহেব লোককে জ্ঞাত করাতে শান্তিরক্ষক নিয়োজিত হইল। হাটের ও অন্যান্য স্থানের শান্তিরক্ষা জন্য পল্টনের কতকগুলি সিপাহিকে পুলিস কনষ্টেবলের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া উহাদিগের বাম বাহু শ্বেতবস্ত্রখণ্ড দ্বারা চিহ্নিত

করা হইল। ইহারাও শান্তিরক্ষার ভান করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতে লাগিল, লুটপাট বন্ধ করিতে যাইয়া অনেক সময়ে নিজেরাই কিছু কিছু হস্তগত করিতে আরম্ভ করিল। এক দিন এক জন শান্তিরক্ষক সিপাহি মূল্য না দিয়া একখানি ফনিক বস্ত্র ঝোলার মধ্যে ভরিয়া চম্পট দিতেছিল, এমন সময়ে পাঁচ সাত জন মণিপুরী স্ত্রীলোক উহাকে ধরিয়া ভয়ানক চীৎকার করাতে লোক জড় হইল। হাবিলদার, জমাদার, সুবেদার, অনেকে একত্র হইল। গরীবের কাপড়খানি ফিরত পাইল। হাটের মধ্য দিয়া প্রকাশ্য পথ, অপরাহ্নে সাহেবেরা ঐ পথে বায়ুসেবন জন্য যাতায়াত করেন। হাটের গোলযোগ শুনিয়া সাহেবেরা জিজ্ঞাসা করাতে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। দৈবাৎ সেই সময়ে চিপ পলিটিকেল অফিসর মেজর ম্যাকস্‌ওয়েল, এসিষ্টাণ্ট এডজুটাণ্ট জেনেরাল লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল মিচেল, ৪৩ পল্টনের কাপ্তান ব্যারেট ও পুলিসের ভারপ্রাপ্ত ঐ পল্টনের কাপ্তান উইলিয়ম সাহেব হাট হইতে পাট অভিমুখে যাইতেছিলেন। আমি সিপাহিদিগের অত্যাচারের বিষয় জানাইলাম, তৎশ্রবণে কর্ণেল মিচেল আমাকে হাটে আসিতে নিষেধ করিলেন এবং কাপ্তান উইলিয়ম বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন, পুনরায় হাটে আমাকে কেহ দেখিতে পাইলে সাজা হইবে। পাঠক, বিচার এই প্রকার—প্রকাশ্য হাটে আমার গমনাগমন নিষেধ। ইহার প্রায় ১৫ দিবস পরে একদিন অপরাহ্নে ডাক ঘরে প্রয়োজন বশতঃ হাটের মধ্যবর্ত্তী প্রকাশ্য রাজপথে পাটের অভিমুখে যাইতেছিলাম, সেনাথোং নামক দ্বারের সম্মুখে কাপ্তান ব্যারেট ও উইলিয়ম আমাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া হাটের মধ্যে আনিলেন এবং তথায় দুইজন সিপাহিকে ডাকিয়া আমাকে ধৃত করণ জন্য আদেশ দিলেন। আমি অবাক হইয়া সিপাহিদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে ৪৩ পল্টনের গারদে পৌঁছিলাম। রাত্রি ৮ টার সময় ৪৩ ও ৪৪ পল্টনের দশ বার জন সাহেব সমবেত হইয়া আমাকে নানারূপ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমার হাত দুইখানি ধরিয়া আট দশ ঘা চাবুক মারিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমি "ত্রাহি মধুসূদন", "হা ঈশ্বর", বলিতে বলিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। এই প্রকৃতিস্থ কাপুরুষেরা কি বীর পুরুষ বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দেয়? আমি নিরপরাধি নির্জীব বাঙ্গালী, যদি অপরাধ করিয়াছিলাম, বিচার করিয়া দিয়া-



ভাগে প্রকাশ্যরূপে কশাঘাত করিলে কে উহাদিগকে বাধা জন্মাইত? তাহা করিলে জেনেরাল কলেট সাহেব জানিতে পারিবেন। তিনি প্রাচীন, ধার্ম্মিক, ন্যায়বান লোক, অন্যায় হইতে দিবেন না, এই কারণে রাত্রি ৮ টার সময় আমার প্রতি অত্যাচার করিয়া ব্রিটিশ জাতির কলঙ্ক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। ইহারা শক্তের ভক্ত ও নরমের যম। ৪৩ পল্‌টন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভুটান ধাওয়া হইতে বন্দুক ফেলিয়া পলায়ন করে। নাগা হিলের ধাওয়াতে মেজর রিড বীরত্বের যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা মণিপুরীরা জ্ঞাত আছে। আসামের ঝাড়ুয়া বা বন্য লোক অধিক থাকাতে অহিফেনসেবীর সংখ্যা অধিক ছিল, সুতরাং ইহাকে কানিয়া পল্‌টন বলিয়া লোকে উপহাস করিত। কানিয়া পল্‌টনের সাহেবেরাও সংসর্গদোষে হীনপ্রকৃতিস্থ হইয়া এরূপ গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইবেন আশ্চর্য্য কি।

রাজপুত্রদিগের বিচার।

মহারাজ, যুবরাজ, সেনাপতি, জিলাসিংহ ও মন্ত্রিবর্গ, ২৬শে এপ্রিল মণিপুর পরিত্যাগে চাসাত পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করেন। চাসাত নামক এক সম্প্রদায় কুকীরা ঐ সকল পর্ব্বতশিখরে বাস করে। চাসাত পার হইলে থোংজাই নাগা সম্প্রদায়ের অধিনায়ক তংহু, নাগা রাজার সহিত মিলিত হওয়াই যুবরাজের ইচ্ছা ছিল। চাসাতে চারি ভ্রাতা একত্র হইলে কুলচন্দ্র সিংহ ভ্রাতাদিগের অনুসরণে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা এই চাসাত অঞ্চলে আমার অনুসরণ করিয়া আর কেন অনর্থক বিরক্ত করিতেছ, গবর্ণমেণ্ট আমাকে রাজপদে স্থায়ী করিয়াছিলেন, কেবল তোমাদিগের দোষে আমার সর্ব্বনাশ হইল, কারণ আমি কোন বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের নিকট দোষী নহি।" এই ঘোর বিপদ সময়ে অগ্রজ কুলচন্দ্রের প্রমুখাৎ এই নির্ঘাত কঠোর বাক্য শ্রবণে মর্ম্ম বেদনা প্রাপ্তে টেকেন্দ্রজিৎ বলিলেন, "আপনাকে আমিই রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলাম, তখন আমি স্বয়ং রাজা হইলে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে এখন রাজপদে স্থায়ী করিতেন কিনা দেখা যাইত, যাহা হউক আমরা আপনার হিতকামনায় ছায়ানুবর্ত্তী হইয়া এত

দূর আসিয়াছি, ইহাতে যদি ক্ষতিবোধ হয়, আমরা এখনই চলিলাম, যাহার অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে।” এই বলিয়া টেকেন্দ্রজিৎ একাকী স্বীয় অনুচরবর্গ সহকারে তংহুর উদ্দেশে চলিলেন। দৈবাৎ প্রস্তরে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যাওয়াতে জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে বেদনা উপস্থিত হয়, টেকেন্দ্রজিৎ অচল হইলেন। এ দিকে কুলচন্দ্র, আঙ্গোসেনা জিলাসিংহ ও মন্ত্রিবর্গ ক্রমে ক্রমে সাহেবদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। টেকেন্দ্রজিৎ পীড়িতাবস্থায় মণিপুরের রাজপাট হইতে প্রায় ২॥০ মাইল দক্ষিণদিকস্থিত নগর মধ্যবর্ত্তী চেঙ্গামুখ নামক স্থানে স্বীয় মাতার অবস্থান গৃহে গোপনে উপস্থিত হইলেন, শত্রুলোক পদে পদে, এ গুপ্ত অবস্থান দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিল না, দুই দিবস অন্তে বলরামসিংহ নামক স্বীয় আত্মীয় যোগে মণিপুরী খেলেন্দ্রসিংহ সুবেদারের নিকট সমাচার পাঠাইলেন। খেলেন্দ্রসিংহ উপস্থিত হইয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শনে বল পূর্ব্বক ধরিয়া লইতে উদ্যত হওয়াতে টেকেন্দ্রজিৎ উহাকে গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন। বলরামসিংহ মধ্যে পড়িয়া ছাড়াইয়া দেয়। তখন খেলেন্দ্রসিংহ একখণ্ড প্রস্তরদ্বারা টেকেন্দ্রজিতের মুখে আঘাত করে, ক্ষুগ্নসিংহ ক্রোধে অধীর হইয়া কতিপয় অনুচর সহকারে পাট অভিমুখে চলিলেন এবং ২৩শে মে শনিবার বারবেলা সন্ধ্যার সময় পাটে সাহেবদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখনই হস্তে পদে শৃঙ্খল পরাইয়া ৪৩ পল্টনের গারদে স্থাপন করা হইল। দুইজন মণিপুরী নিয়ত সেবার জন্য নিযুক্ত হইল। নিজের শয্যা, মসারী, বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে অনুমতি পাইলেন। ব্রাহ্মণ পাচক রন্ধন করিয়া দিত। সামান্য কয়েদী অপেক্ষা অনেক সুখে কারাবাস করিতে লাগিলেন।

মহারাজ, যুবরাজ ও সেনাপতির বিচার ও দণ্ডবিধান জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে এসিষ্টাণ্ট এডজুটাণ্ট জেনেরাল লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল মিচেল প্রেসিডেণ্ট, ৪৪ পল্টনের কমাণ্ডাণ্ট মেজর রিজওয়ে এবং কহিমার ডিপুটী কমিসনর মিঃ ডেভিস সাহেব মেম্বর। এই তিন জন মিলিটারি সিভিল কর্ম্মচারিযোগে কোর্ট অব স্পেশিয়াল কমিশন নামক আদালত, ১লা জুন গোবিন্দজীর মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী মণ্ডপে প্রথমেই টেকেন্দ্রজিতের বিচার আরম্ভ করিলেন। বাদী মহারাণী ভারতেশ্বরী, প্রতিবাদী

টেকেন্দ্রজিৎ ওরফে কোরয়েং, সম্প্রতি সেনাপতি বা যুবরাজ বলিয়া পরিচিত। প্রথম সাক্ষী রসিকলাল কুণ্ডু পলিটীকেল এজেণ্টের কেরানী, দ্বিতীয় সাক্ষী বামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহারাজের কেরানী, তৃতীয় সাক্ষী ধূপচাঁদ ঠাকুর ৪৪ পল্টনের একজন হাবিলদার, চতুর্থ সাক্ষী লেপ্টেন্যাণ্ট চেটারটন, পঞ্চম সাক্ষী হাউবম দেওয়ান, ষষ্ঠ সাক্ষী গিরিধারী সিংহ আঙ্গাম নিংথৌর জবানবন্দির সময় টেকেন্দ্রজিতের পক্ষে কোন উকিল মোক্তার না থাকাতে সাক্ষীদিগকে কি কি প্রশ্ন করা উচিত ছিল, তাহা মোকদ্দমার রীতিপদ্ধতি অনবগতিপ্রযুক্ত প্রতিবাদী স্বয়ং কিছুই করিতে পারেন নাই। বিচার আরম্ভ সময়েই কাছাড় হইতে উকিল আনয়ন জন্য এক আবেদন করা হয়। বিচারকেরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, স্থানীয় কোন লোককে পক্ষসমর্থন জন্য দিতে উপদেশ দেওয়াতে ৩রা জুন প্রেসিডেণ্ট সমীপে মণিপুরী ভাষায় যে আবেদন করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এই ;—

মহামান্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত জর্ণেল সাহেব বাহাদুর

প্রবলপ্রতাপেষু—

দরখাস্ত শ্রীটেকেন্দ্রজিৎ বীর সিংহ যুবরাজ,

মণিপুর।

শ্রীযুক্ত জর্ণেল সাহেব সমীপে নিবেদন এই, আমার মোকদ্দমার জন্য মণিপুরে কোন উকিল নাই এ জন্য মোকদ্দমার জবাব সওয়াল করণে সক্ষম অত্ররাজ্যে লেখাপড়া জ্ঞাতশীল এক জন শ্রীজানকী বাবু, একজন শ্রীবামাচরণ বাবু দ্বয়কে আমার মোকদ্দমার জবাব সওয়াল জন্য মোক্তার নিযুক্ত করিলাম ইতি ইং সন ১৮৯১ সাল, ৩রা জুন।

কোর্টের প্রেসিডেণ্ট আবেদন পৃষ্ঠে আদেশ প্রকাশ করেন যে, জানকী বসাককে প্রতিবাদীর পক্ষসমর্থনে অনুমতি দেওয়া হইল, অন্য ব্যক্তি সাক্ষী ও পুনরায় প্রয়োজনীয় হইবে। ৩রা জুন ১৮৯১। প্রেসিডেণ্ট।

এতদনুসারে ৩রা জুন প্রাতে চিফপলিটীকেল অফিসর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অভিযোগকারী মেজর ম্যাকস্‌ওয়েল যে ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়াছিলেন, তদনুবাদ এই ;—

বামাচরণ বাবু

বিচার-অধীনস্থ যুবরাজ তোমার ও জানকী বাবু কর্ত্তৃক সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করে, অদ্য আমার সহিত প্রাতে সাক্ষাৎ কর, এবং এই পত্র জানকী বাবুর নিকট পাঠাও। ৩রা জুন ১৮৯১। এইচ ম্যাকস্‌ওয়েল।

সাহেবের চাপরাসীর হস্তে পত্রপ্রাপ্তে অবিলম্বে সাহেবের বাঙ্গলায় উপস্থিত হইলাম। টেকেন্দ্রজিৎসহ সাক্ষাতের অনুমতি প্রাপ্তে বিচারমণ্ডপের মধ্যে সাক্ষাৎ করিলাম। বিচারক সাহেবেরা উপস্থিত হইলেন। বিচার আরম্ভ হইল। সপ্তম সাক্ষী যাত্রাসিংহের জবানবন্দি শ্রবণে জেরা করিলাম। ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত স্নান ভোজন জন্য আদালত স্থগিত রহিল। অপরাহ্ণে পুনরায় অষ্টম সাক্ষীর জবানবন্দি আরম্ভ হইল। তাহার পর নবব সাক্ষী থাংজাবাইয়েমা কর্ম্মকারের সাক্ষীতেই দিবাবসান হইল। পর দিন প্রাতে দশম সাক্ষী ঘাতুক ধনসিংহের সাক্ষ্য, একাদশ হেদিচৌধুরী মচিহল, দ্বাদস ত্রিলোক সিংহ সাতোয়ালের সাক্ষ্য, ত্রয়োদশ থেলেন্দ্র সিংহ, চতুর্দ্দশ আবুংচাও ইয়েংথোইবা, পঞ্চদশ কাপ্তান বুচার। অভিযোগ সমর্থন সাক্ষীর জবানবন্দির পর প্রতিবাদীর পক্ষে আমাকে এক লিখিত বর্ণনা দাখিল করিবার আদেশ হয়, তদনুসারে যুবরাজ হইতে জ্ঞাতব্য ও বক্তব্য বিষয়সমূহ অবগত হওন জন্য প্রেসিডেণ্ট হইতে পাশ গ্রহণে ৪ঠা জুন অপরাহ্ণে ৪৩ পল্টনের গারদে পৌছিলাম। এক ঘণ্টা সময় পূর্ণ হওয়াতে জমাদারের আদেশে যুবরাজের নিকট বিদায় হইয়া দুই জন মণিপুরী সহকারে সড়কের এক ধারে ধীরে ধীরে শ্রুতবিষয়সমূহ চিন্তা করিয়া অন্যমনস্কভাবে পাটের মধ্যবর্ত্তী সড়কে যাইতেছিলাম। এমন সময় ২ নম্বর গোরখা পল্টনের কাপ্তান জজ (যাহাকে পূর্ব্বে চিনিতাম না) অকস্মাৎ ঐ পথে যাইতে যাইতে আমাকে সম্মুখে পাইয়া হস্তস্থিত একটী মণিপুরী নূতন চাবুক দ্বারা আমার পদে ও জঙ্ঘায় সাত আট বার আঘাত করিলেন। আমি চমকিত হইয়া সাহেবের মুখপানে তাকাইয়া রহিলাম। সেলাম না করা অপরাধে এই দণ্ডবিধান জানিতে পারিয়া তদবধি টম্‌, জ্যাক, পিণ্টু, গোমেশ, কোব্‌লার, বুচার, ককস্‌, লায়ন যাহাকেই সম্মুখে দেখিতাম, দুই হাত তুলিয়া সেলাম করিতাম। মোকদ্দমার সময়ে ক্রমে কাপ্তান জজের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইল, কারণ ইনি কোন কোন ইংরেজী সংবাদপত্রের পত্র প্রেরক,

সুতরাং আদালতে দৈনিক যে সকল জবানবন্দি হইত, তাহার সার মর্ম্ম লিখিয়া টেলিগ্রাফ করিতেন। যাহা হউক, ৪ঠা জুন রাত্রিযোগে টেকেন্দ্রজিতের যে বর্ণনা লিখিতে আরম্ভ করিয়া বার,দিন অপরাহ্ণে দাখিল করিয়াছিলাম, তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠকের অবগতি জন্য নিম্নে অর্পিত হইল। সময় সংকীর্ণতাপ্রযুক্ত বর্ণনায় অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছিল। আদালতের প্রেসিডেন্ট ও পাওনিয়রের সংবাদদাতা কাপ্তান ড্রুমলিন সাহেব উহা সংশোধিত করিয়া দেওয়াতে ৬ই জুন পুনরায় এক প্রতিলিপি দাখিল করা হয়। সুতরাং নিম্নানুবাদে এই সংশোধিত অবস্থায়ই পাঠক দেখিতে পাইবেন।

কোর্ট অব্ স্পেয়িয়াল কমিসন সমীপে,

মণিপুর।

বাদী

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী।

প্রতিবাদী

শ্রীটেকেন্দ্রজিৎ বীর সিংহ
মণিপুরের যুবরাজ।

অভিযোগ।

১। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।
২। চারিজন ব্রিটিশ কার্য্যকারকের হত্যায় সহায়তা করা।
৩। হত্যা।

প্রতিবাদী নিজ বিরুদ্ধে তিনটী গর্হিত অপরাধের কঠিন অভিযোগ হইতে অব্যাহতি কামনায় আদালত সমক্ষে স্বীয় দীর্ঘদুঃখ কাহিনী বর্ণনে উদ্যত, এবং প্রার্থনা এই আদালত মাত্র শ্রুত কথায় বিশ্বাস না করিয়া, তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। সর্ব্বাদৌ প্রতিবাদী বলিতে বাধ্য যে দ্বিতীয় অভিযোগ আসামের চিপকমিশনর মিঃ কুইন্টন, ৪২ পল্টনের কমাণ্ডাণ্ট কর্ণেল স্কীন, চিপকমিশনরের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি মিঃ কজিন, এবং ৪৩ পল্টনের লেপ্টেন্যাণ্ট সিম্‌সন সাহেবের হত্যার সহায়তায় প্রতিবাদীকে দোষী, প্রদত্ত সাক্ষীদিগের দ্বারা কিছুই সপ্রমাণ হয় নাই। ২৪শে মার্চ্চ হত ছয় জন কার্য্যকারকের মধ্যে তিন জন (মিঃ গ্রিমউড, লেপ্টন্যাণ্ট সিম্‌সন ও লেপ্টেন্যাণ্ট ব্রেকেনবরী) প্রতিবাদীর বন্ধু ছিলেন। দাতৃস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি নরহত্যায় অপারক, বিশেষতঃ নিজ বন্ধুদিগকে হত্যা করা সম্ভবের সীমা-বহির্ভূত কার্য্য। এ জন্য হত্যা বা হত্যার সহায়তার দোষারোপ প্রতিবাদীর প্রতি

অর্পণ করা সঙ্গত নহে, কারণ প্রমাণ দ্বারা অভিযোগ সমর্থন একবারেই হয় নাই। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণাভিযোগের প্রতিকূলে বক্তব্য এই যে, ব্রিটিশ সৈন্য প্রভাতের পূর্ব্বে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনর্থক তাহাকে কারারুদ্ধ করণার্থে আক্রমণ করাতে, প্রতিবাদীর গৃহদেবতা বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির অপবিত্র করাতে, উক্ত দেবতার অলঙ্কারাদি অপহরণ করাতে, কতকগুলি ভৃত্যাদি হত্যা করাতে, দসু সর্দ্দার নামক মুসলমান কার্য্যকারককে সবংশে নিহত করাতে এবং বিনা কারণে উহার গৃহ দগ্ধ করাতে, প্রতিবাদী আত্মরক্ষা জন্য অস্ত্রধারণে বাধ্য হইয়াছিল। প্রতিবাদী অশিক্ষিত, অসভ্য বন্য জাতিদিগের রাজকুমার, এরূপ সঙ্কট সময়ে আত্মরক্ষা জন্য যে কার্য্য করিয়াছে, তাহা মহারাণীর বিরুদ্ধে শত্রুতা ও বিদ্রোহ কিরূপে হয় অবগত নহে।

বিগত ২৪শে মার্চ্চের শোচনীয় ঘটনাবলী ব্যাখ্যার পূর্ব্বে প্রতিবাদী ২২শে সেপ্টেম্বরের আদিম বিপ্লব কাণ্ড বর্ণনে প্রয়াস পাইবে কারণ তাহাই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারাজ শুরচন্দ্র সিংহের রাজ্যত্যাগের কারণ, সুতরাং পরবর্ত্তী দুর্ঘনার মূল।

বোধ হয় এ কথা আদালতের অজ্ঞাত নহে যে বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা স্বভাবতই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং মণিপুরের বর্ত্তমান অষ্ট রাজভ্রাতার চারি জন এক মাতার গর্ভজাত, অপর চারি জন প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক বিমাতার গর্ভজাত বিধায় এই সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত নহেন। মহারাজ সহকারে চারি ভ্রাতা প্রকৃত পক্ষে রাজক্ষমতাশীল ছিলেন, এবং বৈমাত্রেয় চারি ভ্রাতা যাহারা নামে মাত্র রাজপদবীসম্পন্ন ছিলেন, সর্ব্বদাই ঘৃণা ও হিংসার দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইতেন এবং ইহাদিগের বৈরক্তিসাধনেও ত্রুটী হইত না। রাজপুত্রদিগের মৃত পিতা মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের জীবিত বর্ত্তমান আট পুত্রদিগের বয়সে পঞ্চম এবং মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহের অনুজ বয়সে তৃতীয় প্রিন্স পাকা সিংহ সাগোল হাঞ্জোবা অর্থাৎ অশ্বতত্ত্বাবধায়কের দুই জন দাস প্রতিবাদীর একটী প্রিয় ঘোটক অপহরণ করে, প্রতিবাদী পাকা সিংহের উক্ত দাসদ্বয়কে শাস্তিপ্রদান করাতে তাহার সহিত সৌহৃদ্য রহিত হইয়াছে।

যুবরাজ রাজ্যমধ্যে ক্ষমতায় ও পদবীতে মহারাজের দ্বিতীয় এবং সেও-

য়ানী ও ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার করাই ইহাঁর পদের প্রধান কার্য্য। পূর্ব্বতন যুবরাজ প্রিন্স কুলচন্দ্র ধ্বজসিংহ স্বীয় কর্ত্তব্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতেছিলেন কিন্তু পাকা সিংহ স্বীয় ইংরেজী শিক্ষক পলিটীকেল এজেণ্ট মিঃ গ্রিমউডের সাহায্যে বিচার-জর্ণেল নামক এক অভিনব পদে অভিষিক্ত হইল। পাকা সিংহের প্রতি বিচার কার্য্যের গুরুতর ভার মহারাজ অর্পণ করিয়া, যুবরাজকে স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বঞ্চিত করিলেন, নিজে অপ্রকাশ থাকিয়া পাকা সিংহকে কৃতকার্য্য করিলেন, ইহাতে যুবরাজ মহারাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন।

পিতার মৃত্যু সময়ে সর্ব্বকনিষ্ঠ জিলাকুম্বা মাত্র ৯।১০ বৎসর বয়স্ক বালক থাকাতে রাজত্বের কোন পদবী প্রাপ্ত হয় নাই এবং এই পদবীবিহীনতা এক দিন বাহানায় বহির্গমন সময়ে বিগুল ধ্বনি করাতে পাকা সিংহ জিলাকুম্বা সিংহের এরূপ বিগুলধ্বনি মহারাজের অবমাননাজনক উল্লেখে বাধা জন্মায় এবং মহারাজও তাহার বিগুল কাড়িয়া লয়েন। রাজপুত্রমাত্রেরই প্রাসাদ হইতে বহির্গমন কালীন বিগুলধ্বনির প্রথা আছে, জিলাকুম্বার পক্ষে এ সামান্য সম্মান রহিত হওয়া অসঙ্গত হইল। বিশেষতঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে ব্যয়বৃদ্ধি হওয়াতে মহারাজ তাহার বৃত্তি বা পদবী কিছুই বিধান করেন নাই, বরং সে নির্জ্জনে অনেক অপমান সহ্য করিয়াছে।

পূর্ব্বতন জুলার হাঙ্গোবা প্রিন্স আঙ্গৌসিংহ সেনাপতি বাল্যাবধি প্রতিবাদীর প্রিয়পাত্র ছিল এবং এই কারণেই পাকাসিংহ তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। আঙ্গৌসিংহ গোপনে প্রতিবাদীর সহিত মিলিত হইয়া মহারাজের বিরুদ্ধে বিগ্রহের ষড়যন্ত্র করিতেছে, পাকাসিংহ এরূপ মিথ্যা রটনা মহারাজ সমক্ষে করাতে মহারাজ তাহাকে ও জিলা কুম্বাকে ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রাতে নিরস্ত্র করিয়া কারারুদ্ধ করত বিচারান্তে দণ্ডবিধান করিবেন এরূপ রাষ্ট্র হইল। এই দুইজন রাজকুমার এ সমাচারে অতীব আশঙ্কিত হইয়া উঠিল। পাকাসিংহ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিল, এ দিকে আঙ্গৌসিংহ ও জিলাকুম্বা নিরস্ত্র হইয়া অপমান সহকারে নির্ব্বাসিত অথবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়াই নাম মাত্র বিচারের একমাত্র অনিবার্য্য ফল জানিতে পারিয়া বরং যুদ্ধ করিয়া পিতৃপুরুষদিগের সিংহাসন সমক্ষে

প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া ২২শে সেপ্টেম্বর রাত্রিযোগে প্রাসাদ আক্রমণে গুলি চালাইতে আরম্ভ করে। প্রতিবাদী বন্দুকধ্বনি শ্রবণে মধ্যরাত্রির এরূপ অকস্মাৎ গোলযোগের কারণ নির্দ্ধারণ জন্য প্রাসাদ মধ্যে কতিপয় অনুচর সহকারে পৌঁছিবামাত্র প্রজা সমবেত করিবার সাঙ্কেতিক তোপধ্বনি পাঁচ বার করা হইল এবং মহারাজের পলায়ন বার্ত্তা প্রত্যেকের প্রমুখাৎ শ্রুত হওয়া গেল।

প্রজারা অচিরাৎ পাটে প্রবেশারম্ভ করিল। প্রায় দশ সহস্র প্রজা সকলেই পাকাসিংহের দুরভিসন্ধি ও কুমন্ত্রণার নিন্দা এবং ক্ষত্রিয় যোদ্ধার উচিত সাহস ও বীরত্ব জন্য আঙ্গৌসিংহকে প্রশংসা করিতে লাগিল। এই-রূপে গদি পরিত্যক্ত হওয়াতে প্রাসাদ অধিকৃত হয়, মণিপুররাজবংশের এইরূপ চিরপ্রথা এবং বোধ হয় পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশেরই এই নিয়ম যে বিজয়ী পক্ষই সিংহাসনারূঢ় ও মুকুটধারী হয়, কিন্তু প্রতিবাদী বা তদনুজ রাজকুমার-দ্বয় অগ্রজের স্থলাধিকারে প্রয়াস পায় নাই, এবং তজ্জন্য যুবরাজের বয়ো-জ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত তাঁহাকেই আধিপত্যে অনুরোধ করা হইবে এরূপ মীমাংসা হয়। কিন্তু রাত্রি মধ্যে যুবরাজের কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না এবং পর-দিন প্রভাতের পূর্ব্বে মহারাজ ও ভ্রাতাদিগের কোন অনুসন্ধান হয় না। ২৩শে সেপ্টেম্বর যুবরাজ কুলচন্দ্রধ্বজসিংহের কতিপয় অনুচর সহ বিষ্ণুপুরের পথে প্রস্থানবার্ত্তা এবং মহারাজ সুরচন্দ্রসিংহের ভ্রাতাদিগের সহিত রেসিডেন্সি মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ সমাচার পাটে পৌঁছামাত্র প্রতিবাদী হইতে, গ্রিমউড সাহেব হইতে এবং মহারাজ সুরচন্দ্রসিংহ হইতে পৃথক পৃথক টেলিগ্রাফ চীপ কমিসনার সাহেব সমীপে প্রেরিত হয়। প্রতিবাদীর টেলিগ্রাফে যুবরাজ কুলচন্দ্রসিংহকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রার্থনা ছিল। পর দিন প্রাতে পলিটীকেল এজেন্ট গ্রিমউড সাহেবের যোগে সমস্ত টেলিগ্রাফের উত্তর প্রাপ্তে যুবরাজকে মহারাজ, প্রতিবাদীকে যুবরাজ, আঙ্গৌসিংহকে সেনাপতি, এবং জিলাকুম্বাকে সামু হাঞ্জোবা (হস্তী তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করিবার এবং ৪০ জন সিপাহির রক্ষণে রাজ্যচ্যুত মহারাজকে কাছাড় পৌঁছাইবার আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিপকমিসনারের অভিমত অবগত হইয়াই রাজ্যচ্যুত মহারাজ রাজ্যত্যাগে বৃন্দাবন তীর্থ যাত্রা করিবেন বলিয়া

প্রতিবাদী সমীপে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তদনন্তর যুবরাজকে তাঁহার অবস্থিতস্থান ৮ মাইল ব্যবধান হইতে আনয়ন করিয়া গদিতে স্থাপন করা হয়। তিনি রাজ্যচ্যুত মহারাজকে পাথেয় জন্য আর্থিক সাহায্য করেন এবং সুরচন্দ্র সিংহ অদ্যাই রাত্রি ৮টার সময় মণিপুর পরিত্যাগ করেন।

ইহাই সেপ্টেম্বর মাসের অভিনয়ের প্রথম কাণ্ড। প্রতিবাদী এই সময়ে পাথরী দ্বারা প্রস্রাব রোধিত হওয়াতে অতিশয় যাতনা ভোগ করিতেছিল। রেসিডেন্সি হস্পিটালের ডাক্তার লছমন প্রসাদের চিকিৎসায় যাতনা উপশমিত হইলেও দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত এ বিগ্রহে লিপ্ত ছিল না। প্রকৃত পক্ষে কোন যুদ্ধ হয় নাই, সুতরাং শোণিতপাতও হইয়াছিল না, কিন্তু বহির্জগৎ প্রতিবাদীকে সেনাপতিজ্ঞানে তাহাকেই বিজয়-গৌরব প্রদান করে। পূর্ব্ব হইতেই প্রতিবাদী স্বীয় শৌর্য্য, দানশীলতা ও অমায়িকতা প্রযুক্ত খ্যাতিশীল ছিল, সুতরাং বর্ত্তমান ঘটনায় অধিকতর জনপ্রিয় ও প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া উঠে, যদিও কার্য্যতঃ পাকাসিংহের আরব্ধ দুর্ঘটনায় প্রতিবাদী কোন যশোগৌরবে অধিকারী নহে। মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহ বৃন্দাবনগমনভানে কলিকাতায় পৌছিয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রতিবাদীকেই প্রধান নেতা বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রতিবাদী কিম্বা মহারাজ হইতে কোন জবাব গ্রহণ না করিয়া রাজ্যচ্যুত মহারাজের অভিযোগে এক তরফা বিচারে প্রতিবাদীকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ অভাবেও করারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত করিতে আদেশ প্রদান করেন এবং গত ছয় মাস গবর্ণমেণ্টের আদেশেই প্রতিবাদী যুবরাজ হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করাতেও তন্নিবন্ধন প্রবল ক্ষমতাশীল গবর্ণমেণ্ট অকারণে চিপকমিশনর সহ সৈন্য প্রেরণে তাহাকে অত্যাচারে অবরোধিত ও দেশাস্থিত করিতে অনুমতি করেন।

গবর্ণমেণ্ট হইতে বা পলিটীকেল এজেণ্টের নিকট চিপকমিশনর সাহেবের অকস্মাৎ সৈন্যসহ আগমনের কারণ অবগত হওয়া যায় নাই কিন্তু এরূপ জনরব উপস্থিত হয় যে রাজ্যচ্যুত সুরচন্দ্র সিংহ মহারাজ পুনরধিষ্ঠিত হওন জন্য চিপকমিশনর সহ আসিতেছেন। এইরূপ কার্য্য সম্ভাবনা কি প্রজা কি রাজা কাহারই রুচিকর হয় নাই এবং সুরচন্দ্রসিংহের পুনরধিষ্ঠানে প্রতিরোধ ইহা কল্পনা হইয়া উঠে। পলিটীকেল এজেণ্ট সমীপে উপদেশ প্রার্থনা

করাতে তিনি পরামর্শ দেন যে অনর্থক আশঙ্কায় ব্যস্ত হইবার পূর্ব্বে সুরচন্দ্র সিংহের অবস্থান সম্বন্ধে কলিকাতাস্থিত গোলাপসিংহের নিকট টেলিগ্রাফ করিয়া যথার্থ সমাচার অবগত হওয়া উচিত। এতদনুসারে গোলাপসিংহের নিকট টেলিগ্রাফ করিয়া প্রত্যুত্তরে সুরচন্দ্র সিংহ কলিকাতায় থাকাই স্থির জানিতে পারিয়া, মৌথানা পর্য্যন্ত মণিপুর রাজ্যের এলাকা মধ্যে সমস্ত আড্ডা ঘর মেরামত, সড়কের সংস্কার ও চিপকমিশনর সাহেবকে যথাসাধ্য সাহায্য দান জন্য থাঙ্গাল জেনেরাল প্রেরিত হয়। ২১শে মার্চ্চ সেনাপতি শেংমাই থানা পর্য্যন্ত চিপকমিশনরের অভ্যর্থনা জন্য প্রেরিত হয়, এই তারিখে শেংমাই হইতে চিপকমিশনর সাহেবের প্রেরিত এক পত্র প্রাপ্তে পর দিন মণিপুরে পৌঁছামাত্র ১২টার সময় রেসিডেন্সিতে দরবার করিবার উদ্দেশ্যে রাজপুত্র ও মন্ত্রিদিগকে উপস্থিত হইবার আদেশ অবগত হওয়া যায়। অসময়ে অনিয়মিত সৈন্যসহ মণিপুরে চিপকমিশনর সাহেবের আগমনে অধিবাসিরা অনেকাংশে সন্দিহান হইয়াছিল, তাহার পর পৌঁছামাত্র বিশেষতঃ রবিবার পূর্ব্ব রীতিমত প্রাসাদে না করিয়া রেসিডেন্সিতে দরবার করিবার অভিমত জ্ঞাপক পত্রপ্রাপ্তেও সন্দেহ বদ্ধমুল হইয়া উঠে। চিপকমিশনরের এরূপ অস্বাভাবিক ত্রস্ততার কারণ গ্রিমউড সাহেবকে জিজ্ঞাসা করাতে চিপ কমিশনর মণিপুরে পৌঁছামাত্র দরবার শেষ করিয়াই পরদিন প্রাতে তামু বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ যাইবেন সুতরাং তজ্জন্য কুলী প্রস্তুত রাখিতে বলেন।

পর দিন প্রাতে প্রতিবাদী চিপকমিশনর সাহেবের অভ্যর্থনা জন্য নগর হইতে ৪ মাইল ব্যবহিত কোইরেংকাই নদী পর্য্যন্ত গমন করে। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে নাগারা অগ্নি প্রদান করাতে দৈবাৎ সেই জ্বলন্ত আগুনে পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ণে নদীর পুল পুড়িয়া যাওয়াতে আর অগ্রসর হওয়া অসাধ্য গতিকে দগ্ধাবশেষ পুলের কাঠ দ্বারা চিপকমিসনরের পার হইবার উপযোগী ক্ষুদ্র পুল প্রস্তুত করাইতে প্রতিবাদী প্রবৃত্ত হয়, তদনন্তর চিপকমিশনর সহ সাক্ষাৎ হওয়াতে সকলে একত্রে প্রায় ১০॥ টার সময় নগরে পৌঁছেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রতিবাদী সর্ব্বপ্রথমে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য একাকী রেসিডেন্সি-দ্বার পর্য্যন্ত গমন করে কিন্তু চিপকমিশনর সাহেব নিয়মিত সময়ে প্রস্তুত নহেন বলিয়া দ্বারে প্রতিবাদী অর্দ্ধঘণ্টা অবরোধিত হয়। এরূপ আচরণ

শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং প্রতিবাদী অশ্বপৃষ্ঠে মধ্যাহ্নে প্রখর রৌদ্রে প্রতীক্ষা করিয়া মনে মনে বিরক্ত ও ভগ্নোদ্যম হয়। রেসিডেন্সির মধ্যে কি কি হইতেছিল তাহা প্রতিবাদী দেখিতে পাইয়া পূর্ব্বাবধি সন্দেহ থাকাতে দমু সর্দ্দারকে সবিশেষ অনুসন্ধান জন্য ভিতরে পাঠাইয়া দেয়। দমু ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বাঙ্গলার সম্মুখে ও পশ্চাতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সিপাহি এবং উর্দ্দি-পোশাক পরিধানে অশ্বপৃষ্ঠে সাহেবেরা প্রস্তুত আছেন। পূর্ব্ব হইতে প্রতিবাদীর যে সন্দেহ ছিল তাহা দৃঢ়তর হইল, তাহাকে ধৃত করণ জন্য দরবার নামক ফাঁদ পাতা হইয়াছে। পূর্ব্বদিবারাত্রী একাদশীর উপবাস করাতে, এবং প্রাতে নদী পর্য্যন্ত চিপকমিশনর সাহেবের অভ্যর্থনাজন্য যাতায়াতে ক্লান্ত ও প্রতীক্ষা করিতে অশক্ত হইয়া পাটে প্রত্যাগমন করে।

মিঃ গ্রিমউড ও লেপ্টেন্যাণ্ট সিমসন প্রতিবাদী সহ সাক্ষাৎ করণ জন্য সন্ধ্যার সময় আসিয়াছিলেন অবগত হইয়া অসুস্থতা প্রযুক্ত প্রতিবাদী সাক্ষাৎ করিতে অশক্ত গতিতে অক্ষেপ করিল। পর দিন প্রাতে ঐ দুই সাহেব প্রতিবাদীকে শয্যাগত দর্শন করেন, এবং প্রকাশ করেন যে, মহারাজকে রাজপদে স্থায়ী এবং প্রতিবাদীকে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুরূপ মণিপুর হইতে অন্তরিত করণাদেশ চিপকমিশনর আনয়ন করিয়াছেন। প্রতিবাদী আদেশ পালনে সম্মত হইয়া আরোগ্যলাভ ও গমনের ব্যবস্থা জন্য কতিপয় দিবসের অবকাশ প্রার্থনা করে। অপরাহ্নে মহারাজের দরবারে উপস্থিত হইতে আদেশ প্রাপ্তে চতুর্দ্দোলে উপস্থিত হয়। সমস্ত প্রধান ও মন্ত্রীবর্গ উপস্থিত ছিল। মহারাজের সিংহাসনে স্থায়ী ও প্রতিবাদীর নির্ব্বাসন বিবরণ তাহাকে অবগত করান হয় এবং গ্রিমউড ও সিমসন সাহেবকে যে উত্তর দেওয়া হয় তাহাই এ স্থলেও ব্যক্ত করাতে মন্ত্রীগণ অতিশয় আক্ষেপ করিয়া আগামী কল্য চিপকমিশনর সাহেবের পুনর্ব্বিবেচনা ও দয়াপ্রার্থনা করিতে স্থিরসিদ্ধান্ত করিল।

২৪শে মার্চ্চ প্রভাত হইতে না হইতে ব্রিটিশ সৈন্য প্রসাদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রতিবাদীর বাটীর দিকে গুলি মারিতে আরম্ভ করাতে প্রতিবাদী আশঙ্কা দর্শনে পাটের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ব্রিটিশ সৈন্যেরা প্রতিবাদীর বাটীর প্রহরীদিগকে, ভৃত্যবর্গকে ও কতকগুলি স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা-দিগকে হত্যা করে, গৃহ দেবতা বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির অপবিত্র করে, উক্ত-

দেবতার আভরণাদি অপহরণ করে, দস্যু সর্দ্দার গুপ্তচরের কার্য্য করা সন্দেহে তাহাকে সবংশে নিপাত করে ও তাহার বাটী জ্বালাইয়া দেয়। ব্রিটিশ সৈন্তেরা কতকগুলি প্রজা, স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা হত্যাকরে, প্রায় বার জন গৃহস্থের বাটী বিগ্রহ ও গোসহ জ্বালাইয়া দেয়, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট অধিনায়কের আদেশ ভিন্নই উত্তেজিত প্রজারা আত্মরক্ষা জন্য যুদ্ধারম্ভ করে। সমস্ত দিন যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যার সময় ব্রিটিশ বিগুল "সিজ ফায়ার" ধ্বনি করে, এবং উভয় পক্ষেই যুদ্ধ তৎক্ষণাৎ ক্ষান্ত হয়। ইত্যবসরে চিপকমিশনর সাহেব হইতে এক পত্র পাওয়া যায়, পত্রখানি ইংরেজীতে ছিল সুতরাং মহারাজের কেরানীর নিকট অনুবাদ জন্য প্রেরিত হয়, কিন্তু কেরানী দূরে থাকাতে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া অনুবাদ করাইতে বহুক্ষণ বিলম্ব হয়। ইতি মধ্যে সাহেবেরা উত্তর পাইতে ব্যগ্র হওয়াতে গ্রিমউড সাহেব কিল্লার বাহির হইতে ডাকিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া এক জন লোক পাঠাইয়া দেন, এবং সাহেবেরা পাটের মধ্যে দরবার গৃহে দরবার করিবেন এরূপ স্থির হয়। মিঃ কুইন্‌টন, গ্রিমউড, লেপটেন্যান্ট সিমসন্ ও আর দুইজন সাহের উপস্থিত হওয়াতে প্রতিবাদী ও আঙ্গাম নিংথৌ সহ দরবার করিতে আরম্ভ করেন। রীতিমত পরস্পর অভিবাদন ও সেকহ্যাণ্ড করিবার পর প্রতিবাদী মেম সাহেবের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে, এবং তাঁহার সম্পূর্ণ নিরাপদ অবগত হয়। তদনন্তর প্রতিবাদী চিপকমিশনর সাহেবের নির্দ্দয় ব্যবহারে চির দিনের বন্ধুতা ধ্বংশ হওয়াতে অনেক আক্ষেপ করিয়া বলিল যে, ব্রিটিশ সৈন্তের প্রথমে অনর্থক আক্রমণে উত্তেজিত মণিপুরী সৈন্যদিগকে নিবারণ করা সাধ্যাতিত হয় কিন্তু সম্প্রতি সম্মিলনে অন্য কোন অত্যাচারে বিরত হওয়া অতীব সদ্যুক্তি। সাহেবেরা অনুতাপ প্রকাশ করিয়া কহিমা যাইতে চাহেন এবং কোন পক্ষেই যেন বৈরভাব প্রদর্শিত যাহাতে না হয় এরূপ প্রার্থনা করিলেন। প্রতিবাদী তখন বলিল, ব্রিটিশ সৈন্যদিগের অস্ত্র অর্পণ করা হউক, উহা কুলিযোগে সাহেবদিগের সমভিব্যাহারে কহিমা পৌছাইয়া দেওয়া হইবে, নচেৎ চিপকমিশনর সাহেবের মাত্র মৌখিক কথায় বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, কারণ তিনি প্রথমে তামু যাইবেন, পরে কহিমা যাইবেন, পরে নাচ দেখিবেন তাহার পর দরবার করিবেন এ সকলই প্রতিবাদীকে কয়েদ করিবার উদ্দেশ্যে করা হয়,

এখনও কহিয়া যাইব বলিয়া সময় প্রাপ্তে পুনবার আক্রমণ করা বিচিত্র নহে। সাহেবেরা এ প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে প্রতিবাদী আঙ্গামনিংথৌকে সাহেবদিগের নিকটে রাখিয়া স্বয়ং তোপগারদে মন্ত্রীবর্গসহ পরামর্শ করিতে যায়। প্রতিবাদী তোপগারদে পৌছিতে না পৌছিতেই দরবার গৃহের দিকে ভয়ানক "হল্লা" শুনিতে পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল সাহেব দিগের চতুর্দ্দিকে বহু সংখ্যক মণিপুরী বেষ্টন করিয়াছে, আঙ্গাম নিংথৌ সাহেবদিগকে বাঁচাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন। প্রতিবাদী তথন জনতা দূর করিয়া সাহেবদিগকে দরবার গৃহের মধ্যে স্থাপন করে। গ্রিমউড ও সিমসনকে পাওয়া যায় না এবং অনুসন্ধানে গ্রিমউড হত ও সিমসন আহত হইয়া সিড়ীর নীচে পতিত দৃষ্টে আহতকে দরবার গৃহের মধ্যে স্থাপিত করিল। হিন্দুস্থানী ভাষা অল্প পরিজ্ঞাত যাত্রা সিংহকে উপস্থিত দর্শনে সাহেবদিগের শুশ্রূষা জন্য নিযুক্ত করত তাহাকে বলিয়া দেয় যে, সম্পূর্ণ রূপে শান্তি স্থাপিত না হইলে সাহেবদিগকে বাহিরে যাইতে দেওয়া না হয়। প্রতিবাদী তথন ভিতরের প্রাচীর মধ্যবর্ত্তী যে সকল স্থানে সৈন্যেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল তথায় পৌছিয়া উহাদিগকে অস্ত্র চালনায় নিষেধ করে। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অন্তে যাত্রা সিংহ ও উচ্ছবা প্রতিবাদীর নিকট যাইয়া প্রকাশ করে যে, থাঙ্গাল জেনেরাল সাহেবদিগকে হত্যা করিতে বলিয়াছে। প্রতিবাদী এই কথা শ্রবণে অবাক হইয়া উহাদিগকে বলে, "এরূপ কথনই হইতে পারে না, চল আমরা যাইয়া বৃদ্ধের সহিত পরামর্শ করি।" উহারা প্রতিবাদীর অগ্রেই দৌড়িয়া তোপগারদে যায়, ক্ষণকাল অন্তে প্রতিবাদী তথায় পৌছিয়া বৃদ্ধ জেনেরালের এই ভয়ঙ্কর হত্যাদেশ প্রদানের কারণ এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "ইপু! আপনি কি সাহেবদিগকে হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছেন?" জেনেরাল্ বলিল, "হাঁ" প্রতিবাদী তথন এরূপ উচ্চপদস্থ সাহেবদিগের হত্যার অবৈধতা প্রদর্শন করাতে জেনেরল বলিল, "তুমি কি বুদ্ধিহীন হইয়াছ, ইংরেজদিগের সহিত পুনরায় বন্ধুতা জন্মিবে ইহার কি আর আশা আছে? এ জন্য যাহারা আপন ইচ্ছায় প্রবেশ করিয়াছে, সে সমস্ত সাহেব ও ব্রিটিশ প্রজাকে শেষ করাই সঙ্গত।" প্রতিবাদী তথন অনিবার্য্য ভাবী ফলাফলের বিষয় ব্যাখ্যা করাতে

বৃদ্ধ যেন তদনুসারে সম্মত হইয়া নিঃশব্দে রহিল। প্রতিবাদী পীড়িত ছিল এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া শয্যায় বিশ্রাম করিতে করিতে অমনি নিদ্রিত হইয়া কয়েক ঘণ্টা অচেতন থাকে। অকস্মাৎ তোপধ্বনিতে জাগরিত হইয়া কারণ অনুসন্ধান করাতে অবগত হয় যে, প্রতিবাদী নিদ্রিত থাকা কালীন পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয়, প্রতিবাদী থাঙ্গালের অনুসন্ধান করাতে অতিশয় আক্ষেপের সহিত অবগত হয় যে, তাহার নিদ্রা কালীন থাঙ্গাল গোপনে লামী অর্থাৎ ঘাতুক ডাকিয়া সাহেবদিগকে হত্যা করিয়াছে। প্রতিবাদী ক্ষোভে, বিষাদে ও আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, এমন সময়ে ব্রিটিশ সৈন্য ও অবশিষ্ট সাহেবদিগের কাছাড় অভিমুখে প্রস্থান বার্ত্তা ও মণিপুরীদিগের কর্ত্তৃক রেসিডেন্সি লুণ্ঠন ও দাহন সমাচার প্রাপ্ত হয়। প্রতিবাদী তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিবরণ মহারাজকে নিবেদন করে। মহারাজ এই ভীষণ কাণ্ডের বিষয় অবগত হইবা মাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে প্রতিবাদীকে ভৎ´সনা করেন। মহারাজকে সবিশেষ বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, প্রতিবাদী শ্রান্তিবশতঃ অবসন্ন ও নিদ্রিত হইলে থাঙ্গাল গোপনে এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। পর দিন প্রাতে মহারাজ থাঙ্গালকে ডাকাইয়া যৎপরোনাস্তি ভৎ´সনা ও শাসন করেন। কিন্তু বৃদ্ধ তখন এই বলিয়া সকলকে প্রবোধ দেয় যে, সাহেবেরা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ইহাই রাষ্ট্র করা হইবে।

পরিশেষে প্রতিবাদী প্রকাশ করিতেছে যে, ধৃত ব্রিটিশ প্রজা ও সৈন্যদিগকে খাদ্য, বস্ত্র ও পাথেয় প্রদানে তাহাদিগের গন্তব্য স্থানে উপযুক্ত রক্ষক সহকারে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সংঘটিত বিষয়াবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাঙ্গালী বাবুরা যেরূপ দেখিয়াছেন যথাযথরূপে আত্মসমর্থন জন্য লিখাইয়া রাখা হইয়াছে এবং মহারাজ গত দুর্ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত টেলিগ্রাফ ও পত্রযোগে অগোণে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়া তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ বন্ধুব্যবহার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আদালত সমীপে জানাইতেছে যে, প্রতিবাদী ভীত হইয়াই উত্তেজিত ও কোপাবিষ্ট ব্রিটিশ কার্য্যকারকদিগের উপস্থিত ক্রোধ হইতে অব্যাহতি জন্য রাজপাট পরিত্যাগে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতে লুকায়িত থাকিয়া সম্প্রতি দয়া প্রার্থনায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রতিবাদীর পুনশ্চ নিবেদন এই, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের নাগাউপদ্রব সময়ে

মহারাজ সুরচন্দ্রসিংহ যৎকালে যুবরাজ ছিলেন, প্রতিবাদী তখন কোতয়াল অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষ থাকাতে তদানিন্তন পলিটীকেল এজেন্ট কর্ণেল খর্ত্তরাম স্যারজেমস জনষ্টোন সাহেবের অনুরোধে ১০০০ সৈন্যসহ ২৪ ঘণ্টা সময় মধ্যে কহিমা পৌঁছিয়া আঙ্গামী নাগাদিগকে নির্য্যাতন করিয়াছিল। ৪৩ পণ্টনের মেজর রিড, হত ডেমাণ্ট সাহেবের মেম, পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কাউলী সাহেব, তাঁহার মেম ও পুত্র কন্যা, ব্রিটিশ সৈন্য ও প্রজাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। প্রতিবাদী স্বয়ং অগ্রগামী হইয়া নাগাদিগকে পরাস্ত করিয়া ব্রিটিশ কিল্লা রক্ষা করে। যুবরাজ সুরচন্দ্রসিংহ অস্ত্রধারণে অনভ্যাসবশতঃ রসদের ভারপ্রাপ্তে পশ্চাতে ছিলেন, কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনি গবর্ণমেন্ট হইতে সম্মানপ্রাপ্ত হয়েন, অপিচ প্রতিবাদীর দক্ষতা-বলে অতি সুশীঘ্র নাগা হিল উপপ্লব নিবারিত হইয়া শান্তিস্থাপিত হওয়াতে গবর্ণমেন্ট এ উপকার প্রতিবাদীর পক্ষেও স্বীকার করিয়াছিলেন। যদি বর্ত্তমান ঘটনায় প্রতিবাদীর দোষ পরিলক্ষিত হয়, যদিও প্রতিবাদী জ্ঞানকৃত কোন অপরাধেই অপরাধী নহে, যাহার জন্য যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন অথবা প্রাণদণ্ড হইতে পারে, আদালত তাহার পূর্ব্ব সুকার্য্যের অনুরোধে তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীটেকেন্দ্রজিৎ বীরসিংহ।

মণিপুর, ৫ই জুন ১৮৯১ সাল।

ইহার পর আদালত টেকেন্দ্রজিতকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার যে উত্তর গ্রহণ করেন পাঠকের অবগতি জন্য নিম্নে তাহা অবিকল অনুবাদিত হইয়া এ স্থলে সন্নিবেশিত হইল।

প্র। তোমার বিরুদ্ধে সাহেবদিগকে হত্যার যে অতিরিক্ত অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে তুমি তাহাতে দোষী কি না?

উ। দোষী নহি, আমার প্রতিবাদে লিখিত বর্ণনা দাখিল করিলাম।

প্র। বিগত ২২শে মার্চ্চ তারিখে চিপকমিশনরের আগমন দিনে প্রাসাদ মধ্যে বহু সহস্র লোক সংগ্রহের কারণ কি?

উ। চিপকমিশনরের সম্মান জন্য নানাপ্রকার পেরেডের আবশ্যক

ছিল। এক সহস্র লোকের অধিক ছিল না এবং উহারা চারি রাজভ্রাতার অনুচর মাত্র।

প্র। ২২শে তারিখে যদি মাত্র এক সহস্র লোক ছিল তাহা হইলে ২৩শে দুর্গমধ্যে ৬০০০ কোথা হইতে আসিয়াছিল?

উ। আমি পীড়িত ছিলাম এবং বলিতে পারি না উহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল।

প্র। ২৪শে তারিখে বহু সংখ্যকলোক দেখিয়াছিলে কি না?

উ। আমি এক সহস্রের অধিক লোক দেখি নাই, আমি না দেখিয়া থাকিলেও লোক আসিতে পারে।

প্র। ২৩শে মার্চ্চ কেন গুলি গাট্টা বাঁটা হইয়াছিল?

উ। আমি পীড়ীত ছিলাম, বাঁটা হইয়াছিল কিনা জানিনা।

প্র। তুমি ২৩শে তারিখে পীড়াতে অশক্ত ছিলে, অকস্মাৎ ২৪শে তারিখে কিরূপে আরোগ্যলাভ করিয়া যুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলে?

উ। গ্রিমউড সাহেব আমাকে ২৩শে, তারিখে প্রাতে ঈষৎ সুস্থ দেখেন, বেদনা এক কালীন রহিত না হইলেও আপনি চলিতে ফিরিতে পারিতাম্।

প্র। যখন তুমি ভাল হইয়াছিলে তখন চিপকমিশনর সাহেব সমীপে আত্মসমর্পণ কেন কর নাই?

উ। ২৩শে তারিখে আমি কাতর ছিলাম গতিকেই যাইতে পারি নাই।

প্র। ২৪শে তারিখে যখন তুমি নিজ বাটী হইতে পলাইয়া পাটের মধ্যে পৌঁছিয়াছিলে তখন সিস্ ফায়ার কেন কর নাই?

উ। সিপাহিরা আমার বাটী আক্রমণ করাতে আমিও আত্ম রক্ষা জন্য গুলি মারিতে মারিতে চলিয়া যাই, কাহার আদেশে তোপ মারা হয় জানি না কিন্তু সিপাহিরা অনেক অত্যাচার করিয়াছিল।

প্র। তুমি চিপকমিশনার সহ সাক্ষাৎ করিতে ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছিলে কিনা?

উ। না আমি দোলায় যাতায়াত করিয়া ছিলাম।

প্র। ২৪শে কখন তুমি নিজবাটী পরিত্যাগ কর?

উ। অতি প্রত্যূষে, রাত্রি থাকিতেই এবং গুলি চলিতে আরম্ভ হইবার পরে।

প্র। কি প্রকারে গিয়াছিলে?

উ। আমাকে সাহায্য করিয়া তোপগারদে পৌঁছায়।

প্র। যখন গ্রিমউড সাহেব তোমাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাকে নির্ব্বাসিত করা হইবে, তুমি আদেশ পালন না করিলে তোমাকে কয়েদ করা হইবে, তখন ব্রিটিশ সৈন্য তোমাকে কয়েদ করিতে আসিলে তুমি নিজ সৈন্য-দিগকে ক্ষান্ত হইতে বলিয়াছিলে কি না?

উঃ। আমি গ্রিমউড সাহেবকে বলিয়াছিলাম যে, আমি আরোগ্য হইলে আদেশ পালন করিব। আমাকে কয়েদ করা হইবে এ কথা বলা হয় নাই।

প্র। মহারাজের প্যাটের মধ্যে চিপকমিশনর সাহেবের পত্র প্রাপ্তে তোমাকে কয়েদ করিবার আদেশ সম্বন্ধে যে দরবার হয়, তুমি তাহাতে উপস্থিত ছিলে কি না?

উ। না, আমি দরবারে যাই নাই।

প্র। ২৪শে মার্চ্চ রাত্রিযোগে যখন তুমি চিপকমিশনর প্রভৃতিকে রক্ষা করিতে গিয়াছিলে, তখন গ্রিমউড ও সিমসনকে হতাহত দর্শনে অবশিষ্ট-দিগকে কেন বার পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌঁছাইয়া দেও নাই?

উ। তখন গুলি চলিতেছিল বলিয়া যাই নাই।

প্র। দরবার হইবার অল্পপূর্ব্বে গুলি চলিতে ছিল কি না?

উ। না, গুলি চলিতে ছিল না।

প্র। যখন থাঙ্গাল জেনেরালের আদেশ অনুসারে সাহেবদিগের হত্যার বিষয় অবগত হইয়াছিলে, তখন দরবারগৃহের সান্ত্রীদিগকে বলিয়াছিলে কি না যে কয়েদিদিগের নিরাপদ জন্য তাহারা তোমার নিকট দায়ী?

উ। না, আমি ক্লান্ত হইয়াছিলাম ও পীড়িত ছিলাম, সুতরাং নিদ্রিত হইয়া পড়ি।

প্র। চিপ কমিশনর ও সাহেবেরা হত হইয়াছেন, এ সংবাদ কখন শুনিয়াছিলে?

উ। যখন ২৫শে প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

প্র। কয়েদিদিগকে হত্যা করাতে থাঙ্গাল জেনেরালকে কি দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল?

উ। কিছুই না। সে বৃদ্ধ ও বিশ্বাসী চাকর। সে সময়ে ভয়ানক গোলযোগে ছিল এবং পীড়িত হয়।

প্র। যখন যাত্রা ও উচ্ছবা, থাঙ্গালের নিকট কয়েদিদিগের হত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া, অনুমোদন জন্য তোমার নিকট যায়, তখন তুমি কোথায় ছিলে?

উ। আমি পাটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তোপ সাজাইতেছিলাম। তোপ চালাইতে আমি নিষেধ করি নাই। সে সময়ে তোপ চলিতেছিল না।

প্র। যখন লোকেরা তোমার নিকট যাইয়া বলিয়াছিল যে, তাহারা তোমার অনুমোদন ভিন্ন কয়েদিদিগকে হত্যা করিয়া থাঙ্গালের আদেশ পালন করিতে পারে না, তখন তুমি কি বলিয়াছিলে?

উ। কোন মতেই থাঙ্গালের আদেশ পালন করা না হয়।

প্র। থাঙ্গাল তোমার আদেশ পালন করে কি না?

উ। হাঁ।

প্র। কয়েদিদিগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকেরা তোমার অভিপ্রায় মতে প্রথমে থাঙ্গালের আদেশ পালন না করিয়া পরে কি রূপে তাহারা থাঙ্গালের কথানুসারে কার্য্য করিল, যদিও হত্যা না করিতে তোমার নিকট উহারা নিশ্চিত আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল?

উ। আমি বলিতে পারি না।

প্র। তুমি একটী আদেশ দিলে এবং থাঙ্গাল একটী আদেশ দিলে, কোন্ আদেশ প্রতিপালিত হইবে?

উ। যুবরাজের আদেশই শ্রেষ্ঠ। থাঙ্গালেরও অনেকটা ক্ষমতা আছে।

প্র। চিপ কমিশনর ও সাহেবেরা দরবার গৃহে থাকা কালীন তুমি কথায় ফিরিয়া যাওয়ার পর কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল?

উ। হাঁ, আমি বলিয়াছিলাম যে কোন ভয় নাই। গ্রিমউড সাহেব

সিঁড়ির নীচে হত হইয়া পতিত ছিলেন, আহত সিমসনকে আমি দরবার গৃহের মধ্যে স্থাপন করি।

প্র। গ্রিমউড সাহেবের মৃতদেহ অন্তরিত করিয়াছিলে কি না?

উ। গ্রিমউড মরিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারি নাই, তাঁহাকে কোন সাহায্য করি নাই; আমি চলিয়া গিয়াছিলাম।

প্র। যখন তুমি কুইন্‌টন সাহেবের সহিত কথাবার্তা কহিয়াছিলে, তখন তিনি নিরাপদে পাটের বাহিরে যাইতে চাহিয়াছিলেন কি না?

উ। না।

প্র। মণিপুরীদিগের পক্ষে কে "সিসফায়ার" আদেশ দিয়াছিল?

উ। আমি দিয়াছিলাম। ইহা পালিত হইয়াছিল।

প্র। চিপ কমিশনরকে নিরাপদে গড়ের বাহিরে পৌঁছান জন্য "সিস ফায়ার" আদেশ কেন দেও নাই?

উ। কারণ আমার ইহা মনেই হয় নাই।

প্র। কয়েদিদিগের নিরাপদ জন্য কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল?

উ। আমি আঙ্গাম নিংথৌর জিম্বায় দিয়া ভাবিয়াছিলাম, তিনি উঁহাদিগের যত্ন করিবেন।

প্র। যখন ব্রিটিশ পক্ষে "সিস ফায়ার" ধ্বনিত হয়, তখন তুমি ঐ আদেশ দিয়াছিলে?

উ। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম এবং আমি তখন আদেশ দিতে ছিলাম।

প্র। তুমি কি সমস্ত রাত্রিই তোপগারদে ছিলে?

উ। আমি এ দিক ও দিক বেড়াইতেছিলাম। পরে রাত্রিতে অনেক ক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম।

প্র। যখন দরবার শেষ হইল, সাহেবেরা কয়েদ হইলেন, তখন কে প্রথমে গুলি চালাইতে আদেশ দিয়াছিল?

উ। আমি জানি না। কিন্তু আমি গুলি মারা নিবারণ জন্য 'সিস ফায়ারের' আদেশ দেই নাই।

প্র। চিপ কমিশনর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কখন পাটে আসিয়াছিলেন ?

উ। প্রায় ৯টার সময়।

প্র। তাঁহার সহিত কতক্ষণ দরবার করিয়াছিলে ?

উ। প্রায় ২০ মিনিট।

প্র। ইহার কতক্ষণ পরে তুমি পুনরায় লোক তাড়াইতে আসিয়াছিলে ?

উ। প্রায় চারি পাঁচ মিনিট পরে।

প্র। কত লোক উপস্থিত ছিল ?

উ। প্রায় তিন চারি শত।

প্র। সাহেবদিগের বিঘ্ন আশঙ্কা ছিল বলিয়া জানিতে না ?

উ। না, আমি তাহা মনে করি নাই। বিশেষতঃ আজাম নিংথৌর জিম্মায় দিয়াছিলাম।

প্র। দরবার অন্তে চিপকমিশনর সহ দ্বার পর্য্যন্ত যাওয়া রাজবংশের রীতি কি না ?

উ। সিংহদ্বার পর্য্যন্ত যাওয়া নিয়ম, কিন্তু আমি পীড়িত ছিলাম, এ জন্য সঙ্গে যাই নাই।

প্র। চিপকমিশনর ও সাহেবদিগকে কয়েদ রাখিবার তোমার উদ্দেশ্য কি ছিল ?

উ। অনেক অস্ত্রধারী লোক উপস্থিত থাকাতে প্রাতে উহাঁদিগকে যাইতে দিব বলিয়া রাখিয়াছিলাম।

প্র। যদি উহাঁদিগকে যাইতে দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য ছিল, তবে কেন পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলে ?

উ। আমি তোপ গারদে ছিলাম। বাহিরে থাকা সুবেদার যুদ্ধারম্ভ করা সম্ভব। আমি নিদ্রিত ছিলাম। সিস কারারের আদেশ দেই নাই।

প্র। যদি ৩০০।৪০০ লোক যাহারা সাহেবদিগকে আক্রমণ করিয়া গ্রিমউড সাহেবকে হত্যা করে, তাহারা তোমার আদেশ পালন করিয়াছিল, তাহা হইলে সাহেবদিগকে দ্বার পর্য্যন্ত নিতে সেই লোকে তোমাকে বাধা জন্মাইবে কিরূপে বুঝিয়াছিলে ?

উ। আমি সাহেবদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই নাই।

প্র। ২৪শে তারিখে তুমি বামাচরণ মুখুর্জ্জীকে দেখিয়াছিলে বা পত্র দিয়াছিলে?

উ। আমি তাহাকে দেখি নাই, কিন্তু বোধ হয় সেনাপতি রেসিডেন্সি হইতে এক পত্র পাইয়া অনুবাদ জন্য বামাচরণ মুখুর্জ্জীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল।

প্র। সিস কামার ধ্বনি হইবার সময় তুমি কোথায় ছিলে?

উ। আমি তোপগারদে ছিলাম। তথা হইতে দরবারে গিয়াছিলাম।

প্র। রাজা দরবারে কেন উপস্থিত হন নাই? তাঁহার উপস্থিত হওয়া কি রীতি নহে?

উ। চিপকমিশনর কেবল যুবরাজ সহকারেই সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। চিপকমিশনর আসিতেছেন জানিতে পারিলে মহারাজও দরবারে উপস্থিত হইতেন।

প্র। তোপ দুর্গ হইতে বাহিরে স্থাপন করিয়া রেসিডেন্সির দিকে কে তোপ মারিতে বলে?

উ। সেনাপতি ও সর্দ্দারেরা মন্ত্রণা করিয়া বাহির কিল্লা হইতে রেসিডেন্সির দিকে তোপ মারে।

প্র। যুবরাজ ও সেনাপতির কর্ত্তব্য কি?

উ। যুবরাজ বিচার কার্য্য করিয়া থাকে, এবং সেনাপতি সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ। গত চারি বৎসর আমি সেনাপতি ছিলাম, কিন্তু গত সেপ্টেম্বর হইতে যুবরাজ হইয়াছি।

প্র। চিপকমিশনর ও সাহেবদের হত্যা হওয়ার সমাচার পাইয়া উঁহাদিগের লাশ কি হইল কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলে?

উ। উঁহাদিগের লাশ পুতিয়া ফেলিবার সমাচার শুনিয়া আর কোন অনুসন্ধান করি নাই।

প্র। পূর্ব্বে পলিটীকেল এজেণ্ট কর্ত্তৃক তুমি ফৌজদারী মোকদ্দমায় শাস্তি পাইয়াছিলে কি না?

উ। দুই জন লোককে হত্যা করিয়াছি বলিয়া আমার নামে মোকদ্দমা

হয়, আমাকে নির্ব্বাসিত করিবার আদেশ হয়, কিন্তু চিপকমিশনর সমীপে আপিল করাতে অব্যাহতি পাই।

পাঠক! এ সকল প্রশ্নোত্তর অনেকাংশে অসংলগ্ন, ইহা দ্বারা আদালতের বিশেষ ইষ্টসাধিত হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না।

আপিল।

কোর্ট অব স্পেশিয়াল কমিশন প্রথমে যুবরাজ তাহার পর মহারাজ এবং সর্ব্বশেষে সেনাপতির বিচার করিয়া দণ্ডাজ্ঞা তিন জনেরই সমান অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের আদেশ ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রদান করিলেন। বিচার যথার্থ হইল কি না তাহা বলা কঠিন। যুবরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগের সাক্ষী ১৪ জনের কাহারও দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয় নাই যে, তিনি সাহেবদিগকে হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, বরং যুবরাজের পক্ষের ৫ জন সাফাই সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, যুবরাজ থাঙ্গালের প্রদত্ত আদেশের বিষয় শ্রবণে তাহা প্রতিপালনে নিষেধ করিয়া থাঙ্গালকে বুঝাইয়া নিরস্ত করত, সাহেবদিগের রক্ষার্থে ৮ জন প্রহরী নিযুক্ত করণানন্তর নিদ্রিত হয়েন। এমত স্থলে বিচারকেরা আসামী তিন জনের অপরাধের বিষয়ে যে কোন প্রকারেই হউক কৃতনিশ্চয় হইয়া সকলকেই ফাঁসী দিতে বলেন। এ বিচার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? পক্ষান্তরে যুদ্ধের রাত্রিতে প্রাসাদ মধ্যে দরবারের পর পাঁচ জন সাহেব ও এক জন বিগুলদারহত্যার ভয়ঙ্কর গুরুতর কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইল, অথচ রাজা, যুবরাজ, সেনাপতি কেহই কিছু জানেন না, বৃদ্ধ থাঙ্গালের দোষ দিয়া আর আর সকলে অব্যাহতি পাইতে চাহেন, ইহাও বড় আশ্চর্য্যের কথা। গ্রিমউড যে যুবরাজের বন্ধু ছিলেন, এবং গ্রিমউডের সাহায্যেই যে সেপ্টেম্বর মাসে সুরচন্দ্র সিংহকে বিদূরিত করিয়া যুবরাজ অভিষ্টলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অথচ যুবরাজ গ্রিমউড সাহেবকে হত্যা করিতে বলিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? যদি যুবরাজ সাহেবদিগকে

হত্যা করিতে মনস্থ করিতেন, তাহা হইলে দরবারগৃহে আশ্রয় দান না করিয়া হটাৎ অসি আঘাতে সংহার করিতে পারিতেন, করিলে কেহ বাধা দিতে পারিত না। যদি যুবরাজের ইঙ্গিতে সাহেবদিগকে হত্যার উপক্রম করা হইয়াছিল, তাহা হইলে প্রথমে শত্রুদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান চিপকমিশনর সাহেবকেই আঘাত করিত, তাহা না করিয়া প্রথমে গ্রিমউড ও তাহার পর সিমসন সাহেবকে আঘাত করিবার কারণ কি, এই সকল রহস্য সহজে বুঝিবার উপায় নাই। মাহারাজ ও যুবরাজের মাতা, রাণী, আত্মীয় ও দাস দাসীরা গবর্ণমেণ্ট সমীপে যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এ পর্য্যন্ত জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই। আবেদনকারীরা বলেন যে, গ্রিমউড সাহেবের মেম বৎসরের মধ্যে ৯।১০ মাস শিলং শৈল বিহারে থাকাতে সাহেব মণিপুরে একাকী থাকিয়া মণিপুরী কুমারীবিলাসে প্রবৃত্ত হয়েন। থাঙ্গালের একটী সুন্দরী কন্যা প্রায় বিংশতি বৎসর বয়স্কা সত্বেও বাল্যাবধি চরিত্র-দোষে বিবাহ না হওয়াতে গ্রিমউড সাহেবের প্রণয়াশক্তা হয়, একথা মণিপুরের সকলেই অবগত আছে। থাঙ্গালের পিতা আসাম প্রদেশের সোণারী অর্থাৎ হড্ডিক (হাড়ী) জাতীয় ছিল। মণিপুরে আসিয়া এদেশীয় স্ত্রীলোকগ্রহণে অবস্থান করাতে থাঙ্গালের জন্ম হয়। থাঙ্গাল পিতৃগুণে হিন্দি কথা শিক্ষা করিয়া চাতুর্য্য ও যোগ্যতা লাভ করে। মণিপুরে লেখাপড়া প্রায় কেহই জানে না, হিন্দিকথা জানিলেই সাহেব লোকের প্রিয়পাত্র হয়, সুতরাং মহারাজের কৃপাভাজন হইয়া উঠে। থাঙ্গাল এইরূপে রাজানুগ্রহে ক্রমে জেনেরাল পদবী প্রাপ্তে মহামান্য গণ্য হইয়া আত্মগৌরবে গর্ব্বিত ছিল। সাহেবের সহিত স্বীয় দুহিতার ব্যভিচারবার্ত্তা সর্ব্বসাধারণের মুখে শুনিয়া লজ্জায় ও অপমানে হতগর্ব্ব এবং নতশির হইয়াছিল। মার্চ্চ মাসের প্রথমেই সিমসন সাহেব গ্রিমউডের বাঙ্গালায় ছিলেন, এই সময় গ্রিমউড সাহেবের মেম মণিপুরে থাকাতে থাঙ্গালের ব্যভিচারিণী কন্যা গ্রিমউডকে না পাইয়া সিমসনের প্রণয়াশক্তা হইয়া উঠে। কুকাজ গোপন থাকে না, লোকে পরোক্ষে থাঙ্গালের কন্যার প্রকাশ্য দুশ্চরিত্রের বিষয় রাষ্ট্র করিয়া মানগর্ব্বিত বৃদ্ধের মুখে চুণকালি দিতে লাগিল। থাঙ্গাল এ সকল লোকগঞ্জনায় মর্ম্মাহত ও মৃতপ্রায় হইয়া প্রকাশ্য রাজদরবারে যাতায়াত ক্ষান্ত দিয়াছিল।

২৪শে মার্চ্চ রাত্রিতে দরবারের সময় থাঙ্গাল উপস্থিত ছিল। যুবরাজ তোপ গারদ অভিমুখে চলিয়া যাওয়ার পর জাতক্রোধ সম্পন্ন থাঙ্গালের ইঙ্গিতে তাহার নিজের লোকে প্রথমে গ্রিমউড সাহেবকে লাঠীর আঘাতে হত্যা করে এবং যে কারণে গ্রিমউডকে হত্যা করে, সেই কারণে সিমসনকেও আঘাত করে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আঘাত সাংঘাতিক না হওয়াতে সে সময়ে সিমসন পড়িয়া যাইয়াও হত হয়েন নাই। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক অবগত হইয়াছেন। গ্রিমউড হত ও সিমসন আহত হওয়াতে থাঙ্গাল মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল, তাহার ইচ্ছাতে যে সাহেব দুইজন হতাহত হইয়াছেন, এ কথা অবশিষ্ট সাহেবরা অবগত হইয়াছেন, যদি অবশিষ্টদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারই দোষ রাষ্ট্র হইয়া ভবিষ্যতে তাহার মহা অনিষ্ট হইবে, অতএব যেরূপেই হউক বাকি কয়জন সাহেবকেই শেষ করিতে পারিলে প্রমাণের পথ থাকিবে না, সাহেবেরা যুদ্ধে মারা পড়িয়াছেন এরূপ রাষ্ট্র করা হইলে লোকে তাহাই বিশ্বাস করিবে, যথার্থ কথা মণিপুরীরা ভয়ে কেহই প্রকাশ করিবে না। এইরূপ মীমাংসা করিয়া যুবরাজ সৈন্যদিগকে সান্ত্বনা করিতে যাওয়ার পর থাঙ্গাল সাহেবদিগকে হত্যা করিতে বলে, সুতরাং যাত্রা সিংহ ও উচ্ছবা যুবরাজের নিকট তাহা জানাইতে যাওয়াতে যুবরাজ থাঙ্গালকে নিষেধ করণ জন্য যাত্রা সিংহ ও উচ্ছবাকে পাঠাইয়া নিজেও তোপগারদে উপস্থিত হইয়া থাঙ্গালের সহিত বাদানুবাদ করেন। অনেক যুক্তি প্রদর্শনের পর থাঙ্গাল যেন এ গর্হিত কার্য্যে ক্ষান্ত হইয়াই নিঃশব্দে শয়ন করে। রুগ্ন ও ক্লান্ত যুবরাজ অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইলে থাঙ্গাল ইয়ং খোইবা নামক স্বীয় বাহন লালুপ চিংবা যোগে গোপনে জল্লাদ ডাকাইয়া সাহেবদিগকে হত্যা করিতে বলে এবং দরবার গৃহের প্রহরীদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, যুবরাজের আদেশই থাঙ্গাল পালন করিতেছে, সুতরাং কেহ সন্দেহ না করিয়া থাঙ্গালের কথানুসারে কার্য্য করে। ফলতঃ এরূপ হওয়াও বিচিত্র নহে। কার্য্যতঃ যদি এরূপই ঘটিয়াছিল, তাহা হইলে সাহেবদিগের হত্যা সম্বন্ধে যুবরাজ, মহারাজ ও সেনাপতির কোন দোষ ছিল না। প্রকৃত কথা কি তাহা সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন। মহারাজ, যুবরাজ নির্দ্দোষী বলিয়া আমার নিকট বারম্বার বলাতেই আমি আপিল

করিতে প্রবৃত্ত হই এবং তজ্জন্যই গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সমীপে ১৫ই জুন যে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম তাহার মর্ম্ম এইরূপ।

"যুবরাজ টেকেন্দ্রজিত বীর সিংহ মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং চারিজন সাহেবের হত্যায় সহায়তা করণাপরাধে কোর্ট অব স্পেশিয়াল কমিশন যাহা তাহাকে সময় ও ব্যবসায়ী উকীল যোগে আত্ম সমর্থন করিতে দেন নাই, তৎকর্তৃক প্রাণ দণ্ডের আদেশিত হইয়াছেন। দুই জন প্রধান সাক্ষীর জবানবন্দির পরে আমি নিযুক্ত হই। প্রমাণ দ্বারা অভিযোগ সম্পূর্ণ রূপে অকার্য্যকর হইয়াছে কিন্তু সাফাই সাক্ষী দ্বারা লিখিত বর্ণনানুরূপ নির্দ্দোষী প্রমাণ হইয়াছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কহিমার উপপ্লবে ব্রিটিশ কার্য্যকারক, মহিলা, পুত্রকন্যা, সৈন্য, প্রজা রক্ষা করাতে গবর্ণমেণ্ট কৃতজ্ঞতার সহিত উপকার স্বীকার করা সত্বেও আদালত তৎপ্রতি কিছু মাত্র প্রণিধান না করিয়া অনুমানে অথবা পূর্ব্ব প্রবৃত্তি অনুসারে দণ্ডবিধান করিয়াছেন। সমস্ত মণিপুর অতীব দুঃখিত হইয়াছে, দেশীয় সৈন্য ও কর্ম্মচারীরা আক্ষেপ করিতেছে, এমন কি কোন কোন ব্রিটিশ কর্ম্মচারিও অনুশোচনা করিতেছেন। যুবরাজ ঈশ্বর ও ভারতেশ্বরীর নামে কৃপা প্রার্থনা করেন, কলিকাতার যোগ্য বারিষ্টার যোগে স্বীয় দুঃখ বিবরণ জ্ঞাপন জন্য দুর্ভাগ্য রাজকুমারকে অনুমতি প্রদানে আজ্ঞা হয়।

ইহার পর দিন ১৬ই জুন বারিষ্টার যোগে আপিল করিবার অনুমতি প্রার্থনায় পুনরায় এক টেলিগ্রাফ করাতে গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ার ফরেন সেক্রেটারি জেনেরাল কলেটের নামীয় ১২৬১ই নম্বর যুক্ত ১৯শে জুন তারিখে যে টেলিগ্রাফিক উত্তর প্রদান করেন তাহার বঙ্গানুবাদ এই :—

"অনুগ্রহ করিয়া বাবু জানকীনাথ বসাকের ১৬ই তারিখের উত্তরে তাহাকে জানাইবেন যে, গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া বারিষ্টার যোগে আপিল শুনিতে পারেন না, কিন্তু সেনাপতি টেকেন্দ্রজিত বীর সিংহের উপদেষ্টাগণ তাহার জন্ত কোন আবেদন করিতে ইচ্ছা করিলে, উক্ত লিখিত আবেদন ১০ই জুলাই মধ্যে সিমলাতে গবর্ণর জেনেরাল সাহেব বাহাদুরের হস্তে পৌঁছা উচিত।"

গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ার এই টেলিগ্রাফ প্রাপ্তে নিরুপায় হইয়া ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড ক্রশ সমীপে ২৩শে জুন যে টেলিগ্রাফ করা হয় তাহার মর্ম্ম এই :—

"মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও হত্যার সহায়তা অপরাধে যুবরাজ টেকেন্দ্রজিতের ফাঁসীর আদেশ হইয়াছে। ব্যবসায়ী উকীল দ্বারা পক্ষ সমর্থনে কোর্ট অব স্পেশিয়াল কমিশন সুবিধা দেন নাই। ব্যারিষ্টার যোগে আপিল শ্রবণ জন্য গবর্ণমেণ্টে ১৫ই ও ১৬ই টেলিগ্রাফ করা হয়, জেনেরল কলেটের যোগে ফরেন সেক্রেটারি বারিষ্টার গ্রহণে অসম্মত হইয়া ১০ই জুলাই মধ্যে আবেদন প্রেরণাজ্ঞা করিয়াছেন। আবেদন প্রস্তুত করিতে যোগ্য লোক মণিপুরে কেহই নাই, কৃপাবলোকনে এক মাস সময় মধ্যে ব্যারিষ্টার যোগে আপিল শ্রবণের অনুমতি প্রকাশিতে আজ্ঞা হয়।"

এই টেলিগ্রাফের কোন উত্তর না পাইয়া উদ্বিগ্ন মনে পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড রিপণ সমীপে উপকার প্রত্যাশায় যে টেলিগ্রাফ করা হয়, তাহার অনুবাদ এইরূপ :—

"ভারত গবর্ণমেণ্ট রাজ্যচ্যুত রাজার অভিযোগ শ্রবণে ঐকপাক্ষিক বিচারে যুবরাজ টেকেন্দ্রজিতের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণে সুবিধা না দিয়া, নির্ব্বাসন আজ্ঞা প্রদান করাতে ব্রিটিশ সৈন্য ২৪শে মার্চ্চ প্রভাতের পূর্ব্বে প্রাসাদ আক্রমণে স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা, গাভী হত্যা করিয়াছে; মন্দির ও বিগ্রহ অপবিত্র করিয়াছে, বিনা কারণে গৃহাদি দগ্ধ করিয়াছে। যুবরাজ তখন আত্মরক্ষা জন্য অস্ত্রধারণ করেন। সাহেবেরা থাঙ্গালের কুপরামর্শে উত্তেজিত মণিপুরীদিগের দ্বারা হত হইয়াছেন। যুবরাজ ধৃত ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করেন, মহারাজ টেলিগ্রাফ যোগে গবর্ণমেণ্ট সমীপে সবিশেষ নিবেদন করেন। ২৬শে এপ্রিল রাজপুত্রেরা পলায়ন করেন। ব্রিটিশ সৈন্য পর দিন প্রাসাদ অধিকার করে। মহারাজ ও যুবরাজকে ধৃত করিবার পুরস্কার পাঁচ হাজার হিসাবে, সেনাপতি, জিলা কুম্বা ও থাঙ্গালের জন্য তিন হাজার হিসাবে, নিরঞ্জন সিংহের জন্য দুই হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে যদিও ইঁহারা সকলেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। নিরঞ্জন সিংহের ফাঁসী হইয়াছে। কোর্ট অব স্পেশিয়াল কমিশন মহারাজ, যুবরাজ ও সেনাপতির বিচার সময়ে উঁহাদিগকে ব্যবসায়ী উকীল দ্বারা পক্ষসমর্থনে সুবিধা দেন নাই। তিন জন প্রধান সাক্ষীর জবানবন্দীর পরে আমি নিযুক্ত হই। অভিযোগ সপ্রমাণ হয় নাই, প্রতিবাদ সমর্থিত হইয়াছে। আদালত অনুমানে বা পূর্ব্ব হইতে দণ্ডবিধানে

ইচ্ছা করিয়া মহারাজ, যুবরাজ, সেনাপতি তিন জনেরই প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। বারিষ্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সমীপে আপিলের প্রার্থনা করাতে, জেনেরাল কলেটের যোগে গবর্ণমেণ্ট বারিষ্টারগ্রহণে অসম্মত হইয়া, ১০ই জুলাই মধ্যে আবেদন প্রেরণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। যাহাতে এই নিরুপায় রাজপুত্রদিগের প্রতি সুবিচার হয় তৎপক্ষে কৃপাবলোকন প্রার্থনা। ইহারা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কহিমাতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারক, মহিলা, পুত্র, কন্যা, সৈন্য ও প্রজাদিগকে নাগাবিপ্লব হইতে রক্ষা করিয়াছিল।"

ইহার উত্তরে মহাত্মা লর্ডরিপণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—

"ভারত গবর্ণমেণ্টে আপিল করা কর্ত্তব্য কিন্তু যাহারা হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত তাহারা ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারে না।"

এই উপদেশ প্রাপ্তে ২৫শে জুন ভারত গবর্ণমেণ্টের ফরেন সেক্রেটারী সমীপে যে টেলিগ্রাফ করা হয় তাহা এই :—

"আপনার ১৯শে তারিখের টেলিগ্রাফ জেনেরাল কলেট সাহেব যোগে ২৩শে জুন সন্ধ্যার সময় প্রাপ্ত হইলাম। রাজপুত্রদিগের জীবন রক্ষা করণোপযোগী গুরুতর আবেদন প্রস্তুত করিতে পারে এরূপ ক্ষমবান ব্যক্তি মণিপুরে কেহ নাই। আমি আইনজ্ঞ নহি, কেবল স্থানীয় তিন বৎসরের অভিজ্ঞান থাকাতে দলিল পত্র ও বিবরণ সহ যোগ্য বারিষ্টার দ্বারা আবেদন প্রস্তুত জন্য আমার কলিকাতা যাওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। দণ্ডার্হ যুবরাজ টেকেন্দ্রজিতের প্রতি শেষ দয়া প্রকাশে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত অবসর প্রদানে আজ্ঞা হয়।"

ইহার উত্তরে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া জেনেরাল কলেটের যোগে ২৯শে জুন ১৩২৯ই নম্বর যুক্ত টেলিগ্রাফে যে আদেশ প্রদান করেন তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"অনুগ্রহ পূর্ব্বক বাবু জানকীনাথ বসাককে তাহার ২৫শে তারিখের টেলিগ্রাফের উত্তরে জানাইবেন যে, গবর্ণর জেনেরাল সাহেব বাহাদুর একত্রিংশে জুলাই পর্য্যন্ত অবকাশ দিতে সম্মত হইয়াছেন। এই সময় মধ্যে রাজা ও সেনাপতির আপিলের আবেদন গ্রহণ করা যাইবে কিন্তু অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে ও

উহাদিগকে জানাইবেন যে প্রথমতঃ ইহার অতিরিক্ত অবকাশ দেওয়া হইবে না, দ্বিতীয়তঃ আবেদন প্রেরণে গৌণ হইলে গবর্ণমেণ্ট মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে যে উচিত আদেশ প্রদান করিবেন তাহার কোন রূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। বাবু জানকীনাথ বসাককে জানাইবেন যে তাহার অন্য কোন আবেদন থাকিলে আপানার যোগে প্রেরণ করে।"

এই আদেশ প্রাপ্তে ৮ই জুলাই মণিপুর হইতে যুবরাজের পক্ষীয় ৬ জন মণিপুরী এবং আমার পরিবার সহ যাত্রা করিয়া ১৯শে জুলাই নিরাপদে কলিকাতা পৌঁছিয়া মিঃ মনোমোহন ঘোষ বারিষ্টার যোগে গবর্ণমেণ্ট সমীপে সুদীর্ঘ মন্তব্য যুক্ত আবেদন প্রেরণ করা হয়। এই আবেদন সহকারে আমি যে আফিডেভিট অর্থাৎ সপথ পত্র দাখিল করিয়াছিলাম তাহাও পাঠক মহাশয়ের অবগতি জন্য এ স্থলে সন্নিবেশিত করা হইল।

আমি শ্রীজানকীনাথ বসাক ওলদে মৃত রূপ চাঁদ বসাক নিবাস নলসোন্ধা, মহকুমা টাঙ্গাইল, জিলা ময়মন সিংহ, শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি :—

১। আমি ব্যবসায়ী এবং মণিপুরে ১৮৯১ খৃঃ ২৪শে মার্চ্চ তারিখের পূর্ব্বে আমার এক দোকান ছিল কিন্তু আমি সপরিবারে লংথাবালের ছাউনিতে থাকা কালীন ঐ দোকান বিপ্লবের দিনে মণিপুরীরা লুট করিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছে।

২। আমাকে ২৪শে মার্চ্চ কতিপয় মণিপুরী ধৃত করিয়া তাহাদের জেলখানাতে পায়ে বেড়ি পরাইয়া সমস্ত রাত্রি রাখে, পরদিন যুবরাজ টেকেন্দ্রজিত সিংহের আদেশে আমাকে ছাড়িয়া দেয়।

৩। মণিপুরে যুবরাজের বিচার আরম্ভ হইবার দুই দিন পরে ৩রা জুন তারিখে আমি নিম্নলিখিত পত্র অভিযোগ পরিচালক মেজর ম্যাকস্ওয়েল সাহেব হইতে প্রাপ্ত হই :—

শ্যামাচরণ বাবু

বিচারাধীন যুবরাজ স্বীয় পক্ষ সমর্থন জন্য তোমাকে ও জানকী বাবুকে সাহায্য করিতে বলে। অদ্য প্রাতে ৯টার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা এবং জানকী বাবুকে এই পত্র পাঠাইয়া দিবা ইতি ৩রা জুন ১৮৯১।

এইচ ম্যাকসওয়েল।

আসল পত্র আমার নিকটে আছে।

৪। আমি তখন ১০০০৲ টাকা প্রাপ্তে যুবরাজের পক্ষ সমর্থনে সম্মত হই।

৫। আমি উকীল নহি, এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা কিরূপ চালাইতে হয় তদ্বিষয়ে আমার অভিজ্ঞান নাই। মণিপুরে প্রায় দুই বৎসর অবস্থান করাতে আমার মণিপুরী ভাষা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বুৎপত্তি আছে। ইংরেজী আমি সামান্য রূপ লিখিতে পড়িতে পারি, তদ্ভিন্ন উর্দ্দু ও বাঙ্গলা জানি, বাঙ্গালা আমার মাতৃ ভাষা।

৬। যুবরাজের বিচারের সময় আমি ওরা জুম হইতে উপস্থিত ছিলাম। যাত্রা সিংহের মণিপুরী ভাষায় প্রদত্ত সাক্ষ্য আমি মনোযোগসহকারে শুনিয়াছিলাম। এই সাক্ষ্য পুলিসের পেনসনপ্রাপ্ত সুবেদার পার্থসিংহ অনুবাদ করিয়াছিল। আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে যে, উক্ত যাত্রাসিংহ বলিয়াছিল, থাঙ্গাল জেনেরাল, সাহেবদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দেওয়াতে, যুবরাজসহ থাঙ্গালের কথা বার্ত্তার সময় যুবরাজ থাঙ্গালকে কি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা না শুনিয়াই যাত্রাসিংহ চলিয়া যায়, কিন্তু যুবরাজ "নিঃশব্দে রহিলেন" অথবা "কোন উত্তর দিলেন না" যাত্রাসিংহ এরূপ বলা আমি শুনি নাই। আমার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, যাত্রাসিংহের যথার্থ জবানবন্দী আদলাত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল।

৭। আরুসিংহ ওরফে উচ্ছবা যাহাকে আদালতে উচ্চবা বলিয়া লিখিয়াছেন সাক্ষী দেওয়ার সময়েও আমি উপস্থিত ছিলাম এবং সে যে বলিয়াছিল যে, যুবরাজ থাঙ্গালকে বলেন, "কোন প্রকারেই সাহেবদিগকে হত্যা করা হইবে না" ইহা আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে। আদালত এই জবানবন্দী যথার্থরূপে লিখিয়াছিলেন আমার এরূপ ধারণা হওয়াতে আমি তাহাকে এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করি নাই।

৮। মণিপুরী সাক্ষীদিগকে দুই তিন মিনিট বা তদপেক্ষা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্বীয় বক্তব্য বলিতে দিয়া পার্থসিংহ ঐ জবানবন্দী মণিপুরী হইতে হিন্দি ভাষাতে অনুবাদ করিত, তখন অভিযোগ পরিচালক মেজর ম্যাকস্‌ওয়েল উহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া আদালতকে শুনাইতেন এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল।

৯। এইরূপে সাক্ষীদিগের জবানবন্দী করাইতে অনেক গোলযোগ ঘটিত। পার্থসিংহের ভ্রম-অনুবাদ জন্য আমি অনেক আপত্তি করিয়াছিলাম এবং জনৈক বিচারক মেজর রিজওয়ে পার্থসিংহের অনুবাদে অনেক ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১০। যুবরাজের জবানবন্দীর সময় প্রশ্ন সকল পার্থসিংহের যোগে মণিপুরী ভাষায় করা হয়। এই সকল প্রশ্ন প্রথমে আদালতের একজন বিচারক উর্দ্দূভাষায় পার্থসিংহকে বলেন, এবং প্রায়ই পার্থসিংহ প্রশ্নের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভুল করিয়া বলিত, তখন কোন বিচারক বা মেজর ম্যাকসওয়েল পুনরায় তাহাকে উর্দ্দূতে বুঝাইয়া দিতেন।

১১। যুবরাজের উপদেশ অনুসারে আমি ইংরেজীতে এক বর্ণনা লিখিয়া দাখিল করি। ইহা যুবরাজ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া আদালতে অর্পিত হইলে আদালতের প্রেসিডেণ্ট বলেন যে বর্ণনার ভাষাতে দোষ পরিলক্ষিত হওয়াতে ইহা সংশোধিত করা সঙ্গত, কারণ ইহা মুদ্রিত হইবে। দুইদিবস পরে প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক কতকাংশ সংশোধিত হইয়া পাইওনিয়র পত্রিকার সংবাদদাতা কাপ্তান ডুমলিন কর্ত্তৃক সংশোধিত করাইবার জন্য আমাকে প্রেসিডেণ্ট উপদেশ দেন। তদনুসারে কাপ্তান ডুমলিনকে ঐ দলিল দেওয়া হয়, পরদিন সংশোধনান্তে কাপ্তান ডুমলিন আমাকে ফিরাইয়া দেওয়াতে আমি পুনরায় নকল করিয়া আসামী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত করাইয়া আদালতে দাখিল করি। প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল মিচেল ও কাপ্তান ডুমলিন কর্ত্তৃক সংশোধিত আসল দস্তখত করা বর্ণনা আমার নিকটে ছিল আমি ১৯শে জুলাই কলিকাতায় পৌছিয়া বারিষ্টারকে দিয়াছিলাম। সংশোধনের অধিকাংশই ব্যাকরণ ঘটিত কিন্তু দুই এক স্থলে প্রতিবাদী যাহা বলিতে প্রস্তুত নহে, এরূপ কথা যোজিত হইয়াছিল। যুবরাজের স্বাক্ষরিত এবং প্রেসিডেণ্ট ও কাপ্তান ডুমলিনের স্বহস্তলিখিত সংশোধন যুক্ত বর্ণনা এই সঙ্গে দাখিল করিলাম।

১২। দলিলের ১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত রেখাচিহ্নযুক্ত শব্দ "উহা দ্বারা" যোজিত হওয়াতে আদিম অভিপ্রায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম করা জানিতে পারিয়া বলিতেছি আমার অথবা প্রতিবাদীর এরূপ বলা অভিপ্রেত ছিল না। এই পরিবর্ত্তন কাপ্তান ডুমলিনের নিজহস্তে লিখিত :—

প্রতিবাদী এইরূপ প্রধান কার্য্যকারকদিগকে হত্যা করিবার ভয়ানক কার্য্যের অবৈধতা প্রদর্শন করাতে জেনেরাল বলে "তুমি কি জ্ঞান হীন হইয়াছ, এবং তুমি কি মনে কর যে, ইংরেজ জাতীর সহিত আমাদিগের হতবন্ধুত্ব পুনঃস্থাপনের কোন আশা আছে? সমস্ত ব্রিটিশ কার্য্যকারক ও প্রজা যাহারা ইচ্ছানুসারে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদিগকে শেষ করাই ভাল।"

"প্রতিবাদী তখন ইহার ভবিষ্যৎ অনিবার্য্য ফলাফলের বিষয় বলাতে বৃদ্ধ উহা দ্বারা স্বীকৃত হইয়া নিঃশব্দে রহিল।"

আমি আসল দলিলে মাত্র স্বীকৃত হইয়া এইরূপ লিখিয়াছিলাম। ইহা দ্বারা আমার অভিপ্রায় যুবরাজের কথায় স্বীকৃত হইয়া এরূপ ছিল কিন্তু কাপ্তান ডুমলিন কর্ত্তৃক "উহা দ্বারা" যোজিত হওয়াতে ভবিষ্যত ফলাফলের দ্বারা স্বীকৃত হইলে পরে যাহাই হউক সাহেবদিগকে মারিতে হইবে এরূপ অর্থ বুঝায়, একথা পরে জানিতে পারিলাম।

১৩। এই দলিল কতক প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক কতক কাপ্তান ডুমলিন কর্ত্তৃক সংশোধিত হওয়াতে আমি অবিকল নকল করিয়া প্রতিবাদীর স্বাক্ষরিত করত দাখিল করিয়াছিলাম।

১৪। এতদ্ভিন্ন কর্ণেল মিচেল প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক ৭ পৃষ্ঠায় লিখিত ২১শে সেপ্টেম্বরের "ঘটনা" ও "অবস্থা" স্থলে যুবরাজের অনভিপ্রেত শব্দ "বিদ্রোহ' যোজিত হওয়াতে অর্থের বতিক্রম ঘটিয়াছে।

১৫। পূর্ব্বে এই সকল সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন লক্ষ করিতে না পারিয়া যুবরাজ যেরূপ লিখিতে বলিয়া ছিলেন তদনুরূপ লিখিত হইয়াই দাখিল হইয়াছে বিশ্বাস ছিল।

১৬। মহারাজ কুলচন্দ্রসিংহের পক্ষেও যে লিখিত বর্ণনা দাখিল করি তাহাও আদালতের প্রেসিডেন্টের আদেশানুসারে কাপ্তান ডুমলিন সংশোধন করিয়া ছিলেন। ইহাতেও সমূহ পরিবর্ত্তন করা হয় কিন্তু তাহাতে অর্থের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

১৭। মহারাজ কুলচন্দ্রসিংহ এবং যুবরাজ টেকেন্দ্রজিতসিংহ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ।

১৮। মণিপুরে অবস্থান সময়ে কাপ্তান ডুমলিন রাজপক্ষের বিপক্ষ

পাওনিয়ার ও অন্যান্য সংবাদ পত্রের সংবাদ দাতা ছিলেন ইহা আমার বিশ্বাস।

২৫শে জুলাই ১৮৯১। শ্রীজানকীনাথ বসাক।

আপিল ২৯শে জুলাই ডাকে প্রেরিত হয়। গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া বিচার করিয়া ১০ই আগষ্ট যুবরাজের ফাঁসীর আদেশ ও মহারাজ সেনাপতির নির্ব্বাসন আদেশ বারিষ্টার যোগে জ্ঞাত করেন। উপায়ান্তর অভাবে মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারি স্যার হেনরী পনসনবী সমীপে টেলিগ্রাফ করাতে উত্তরে তিনি বলেন "তোমার টেলিগ্রাফ ষ্টেট সেক্রেটারি যিনিই মাত্র মহারাণীকে উপদেশ দেন, সমীপে পাঠান হইল।"

তাহার পর ষ্টেট সেক্রেটারি সমীপে টেলিগ্রাফ করা হয়, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে টেলিগ্রাফ করা হয়, জেনেরাল কলেট, চিপপলিটীকেল আফিসর মেজর ম্যাকস্‌ওয়েল সমীপে টেলিগ্রাফ করা হয়। ১৩ই আগষ্ট ফরেন সেক্রেটরি উত্তর দেন।

"তোমার ১২ই তারিখের টেলিগ্রাফের উত্তর, সেনাপতি টেকেন্দ্রজিত সিংহের মোকদ্দামায় ষ্টেট সেক্রেটারি দণ্ডাজ্ঞা অনুমোদন করিয়াছেন।"

পাঠক! মণিপুর-প্রহেলিকা এই স্থানেই শেষ হইল। মণিপুরের প্রাসাদের সম্মুখবর্ত্তী হাটের মধ্যে যে স্থানে নিরঞ্জন সিংহের জন্য ফাঁসী কাট পূর্ব্বে একটী স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহার সম্মুখে অপর আর একটী স্থাপিত করিয়া একটীতে থাঙ্গাল জেনেরাল ও অপরটীতে টেকেন্দ্রজিতকে মুখামুখী দেখাদেখি ভাবে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। থাঙ্গাল পীড়িত ছিল, উত্থান শক্তি রহিত গতিকে এক চৌকির উপরে স্থাপিত হইয়া ফাঁসীর রশী তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া হয়। যুবরাজ টেকেন্দ্রজিত মাতা, পুত্র কন্যা সকলকে দেখিয়া সংসার পরিত্যাগে প্রস্তুত হইয়া হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ বলিতে বলিতে ১৩ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ৫ টার সময় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

পরিশেষে কোর্ট অব স্পেশিয়াল কমিশন নামক আদালতের রায় উপলক্ষে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের মন্তব্য সহকারে মহারাজ কুলচন্দ্র ধ্বজ সিংহ ও যুবরাজ টেকেন্দ্রজিৎ বীর সিংহের যে আপিলের আবেদন ২৯শে জুলাই তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল তদুত্তরে নিম্নলিখিত মন্তব্য ও ঘোষনা পত্র প্রকাশিত হয়।

গভর্ণমেণ্টের মন্তব্য ও ঘোষণা।

পররাষ্ট্র বিভাগ।

নং ১৭০০ই সিমলা ২১শে আগষ্ট, ১৮৯১ মণিপুরের অপরাধীদিগের বিচার এবং মণিপুর রাজ্য প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য ও ঘোষণা-পত্র মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনেরাল সাহেব বাহাদুরের আদেশানুসারে প্রকাশিত হইল।

ভারত গভর্ণমেণ্টর বৈদেশিক বিভাগীয় কার্য্যবিবরণীর সারাংশ।

মন্তব্য।

বিগত মার্চ্চ মাসে মণিপুর রাজ্য প্রকাশ্য ভাবে, অস্ত্রবলযোগে ভারত-সাম্রাজ্ঞীর সৈন্যগণকে অবরোধ করিয়াছিল; এবং এইরূপ অবরোধ ও বিরুদ্ধাচরণ সময়ে উক্ত মহারাজ্ঞীর একজন প্রতিনিধি ও অন্যান্য ব্রিটিশ কর্ম্মচারীকে আক্রমণ কবিয়া তাঁহাদের প্রাণ নাশ করাতে ব্রিটিশ সৈন্যদ্বারা মণিপুর অধিকৃত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তিকে হত্যাকারী বা তাহার সহায়তাকারী বা বিদ্রোহ-উত্তেজক বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহাদিগকে বিচারাধীন করিতে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তদনুসারে রাজ-প্রতিম কুলচন্দ্রসিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা টেকেন্দ্রজিৎ ও আঙ্গোসিংহ আর অন্যান্য ব্যক্তি বন্দীকৃত হইয়া বিচারাধীন হইয়াছিল।

১। এই সম্বন্ধে নানারূপ অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াতে, মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত গভর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুর, যে সমস্ত কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে গুরুতর অপরাধী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২। একথা সত্যবটে যে, এক জন মাত্র ব্রিটিশ প্রজা নিরঞ্জন সিংহ ভিন্ন অন্য কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিই ব্রিটিশ-ভারতের রাজবিধি অনুসারে বিচারাধীন হইতে পারেনা। যেরূপ আদালতে তাদাদিগের বিচার হইয়াছিল, সেই আদালত যে বিশেষ আদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেবল তদ্রূপ বিচারেরই ক্ষমতা পাইয়াছিল, ইহাও সত্য। মিঃ মনোমোহন ঘোষ যথার্থই বুঝিয়াছেন, যে সকল গুরুতর অপরাধ অন্য কোন ব্রিটিশ আদালতেই বিচার্য্য নহে, তেমন অপরাধের বিচার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট স্বীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষ রাজশক্তি পরিচালনায় স্বেচ্ছামতেই তদ্রূপ বিশেষ আদালত স্থাপনের আদেশ দিয়াছিলেন। বিশেষ আদালতে (মণিপুরস্থিত সৈন্য দলের দুইজন প্রবীণ সামরিক কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের সহকারী স্বরূপ বিচারকার্য্যে অভিজ্ঞ একজন ডেপুটীকমিশনার সমবেত ছিলেন) রাজ প্রতিম ও তাঁহার ভ্রাতাদ্বয়ের বিচার হইয়াছিল এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মণিপুরের প্রধান রাজসংক্রান্ত (পলিটিকেল) কর্ম্মচারী কর্তৃক বিচারাধীন হইয়াছিল।

রাজ-অছি কুলচন্দ্রসিংহ মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল।

সেনাপতি টেকেন্দ্রজিৎসিংহ মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং আসামের চিফ কমিশনার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের হত্যা-সহায়তাকারী সাব্যস্ত হওয়াতে বিশেষ আদালত তাঁহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন।

আঙ্গোসেনাও টেকেন্দ্রজিতের তুল্যাপরাধী সপ্রমাণ হওয়াতে তাঁহারও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল।

এই সকল দণ্ডাজ্ঞা মঞ্জুরের জন্য (পূর্ব্বাদেশ মত) সমস্ত কাগজপত্র ভারত-গভর্ণমেণ্ট সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল।

চিফ্ পলিটিকেল কর্ম্মচারী নিম্নোক্ত ব্যক্তি সকলের বিচার করিয়াছিলেন।—(১) থাঙ্গাল জেনারেল, (২) কজেইমণিপুরী, (৩) নিরঞ্জন সুবেদার, (৪) সামুসিংহ বা লুয়াঙ্গ নিংথৌ কর্ণেল, (৫) নীলমণিসিংহ বা আইয়া পুরেল মেজর, (৬) মিয়া মেজর (৭) লোকেন্দ্রবীরজিৎসিংহ বা ওয়াংখাই রাকপা, (৮) আকুসিংহ বা উগর্ব্বা, (৯) আবুঙ্গচাও বা ইয়াখোইবা, (১০) চৌবে হাইদার মাকাহল, (১১) ধনসিংহ কাঙ্গত্রা, (১২) কয়াসিংহ লাইশ্রবা, (১৩)

ধ্বজসিংহ মানেব্বা, (১৪) ননীসিংহ নেপ্রা মাকাহল, (১৫) ত্রিলোক সিংহ নংথোলবা সাত্তোয়াল, (১৬) ধনসিংহ সাগোল সেনবা।

চিফকমিশনার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর হত্যাকারী সপ্রমাণ হওয়াতে থাঙ্গাল জেনারেলের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল। মিঃ গ্রিমউডের হত্যাকারী সাব্যস্ত হওয়ায় কজেই মণিপুরীর প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। সামুসিংহ কর্ণেল, আইয়া পুরেল মেজর, মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদিগের হত্যাসহায়তাকারী, মিয়া মেজর এবং নিরঞ্জনসিংহ (ব্রিটিশপ্রজা ও মহারাণীর দেশীয় পদাতিক সৈন্য দলের ভূতপূর্ব্ব সৈনিক) মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী প্রমাণিত হওয়াতে, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অপর সমস্ত আসামীই চিপকমিশনার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের হত্যাকারী সপ্রমাণ হওয়াতে তাহাদিগের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল।

৪। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রাপ্তে দুইজন আসামী (কুলচন্দ্র ও টেকেন্দ্রজিৎ) আপীল করিয়াছেন। তাঁহাদিগের আপীলের দরখাস্ত তাঁহাদের পক্ষীয় ব্যারিষ্টারের যুক্ত ও তর্কপূর্ণ বিবরণ, এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মোকদ্দমার কাগজপত্র সম্প্রতি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গভর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুর সমীপে আসিয়াছে।

৫। রাজ-অছি ও সেনাপতির পক্ষে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের মোকদ্দমার সময় উকীল বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবার কোন সুবিধা তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন নাই, এটি ভ্রম। মোকদ্দমা আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহারা তজ্জন্য কোনই আবেদন করেন নাই। তদনন্তর ব্যারিষ্টারের দ্বারা তাঁহাদের মোকদ্দমার সমস্ত বিবরণ প্রদর্শনের প্রচুর সময় দেওয়া হইয়াছিল, এবং পক্ষ সমর্থন জন্য যে কোন বক্তব্য ছিল তাহা সমস্তই তাঁহাদের পক্ষীয় ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষের বর্ণনা পত্রযোগে ভারত গভর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছে।

৬। আসামী দ্বয়ের পক্ষীয় ব্যারিষ্টার বলিয়াছেন যে, মণিপুর পূর্ব্বাপর স্বাধীন রাজ্য ছিল, সুতরাং মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করনাপরাধে তত্রত্য শাসনকর্ত্তাগণের (রাজা ও কর্ম্মচারী প্রভৃতির) আদৌ বিচারই ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হইতে পারেনা এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ-

ঘোষনা পর্য্যন্তও করেন নাই, অপিচ ব্রিটিশ সৈন্যগণ অকারণে সেনাপতির বাটী আক্রমণ করিয়াছিল, এমতস্থলে তাহার প্রতিরোধ করাতে তাঁহাদের কিছুমাত্রই অন্যায় হয় নাই।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গভর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুর এ যুক্তি আদৌ স্বীকার করিতে পারেন না। মণিপুরে রাজ্য যে পরিমাণে ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন, তাহা এই সমস্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে একাধিকবার বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত বলিয়া মানিতেই হইবে যে, মণিপুর সর্ব্বপ্রধান রাজ-শক্তির অধীন ও আশ্রিত রাজ্য। সেই শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিতে মণিপুর অবশ্যই বাধ্য এবং মণিপুর রাজ্য ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন সঙ্গত আদেশের বিরুদ্ধে যে বল প্রকাশ ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে (তাহা যুদ্ধ, বিগ্রহ, রাজবিদ্রোহ, অথবা যে কোন নামেই অভিহিত হউক) তাহা এরূপ অপরাধ অবশ্যই বটে, যে জন্য তৎকার্য্যসংলিপ্ত ব্যক্তিগণকে এবং স্থূলতঃ সমস্ত রাজ্যকে এরূপ শাস্তি ও শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে তাহা অন্যত্র আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। ভারত গভর্ণমেণ্ট মহারাণীর স্থলাভিষিক্ত মাত্র এবং সমস্ত দেশীয় রাজ্যই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন, অতএব ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় রাজ্যের সংশ্রব সম্বন্ধে অন্তর্জাতিক নিয়ম-সূত্র আদৌ প্রযুজ্য নহে। একের সর্ব্বপ্রাধান্য বর্ত্তমানে অপর সমস্তের অধীনতা স্বতঃই উপস্থিত হয়। মণিপুরে কিম্বা অন্য কোন আশ্রিত রাজ্যে যে কোন ব্যক্তির অবস্থান আপত্তিজনক বিবেচিত হইলে, তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার অধিকার ভারত গভর্ণমেণ্টের অবশ্যই আছে। এ অধিকার কোন আইন কানুন সঙ্গত নহে—ইহা সর্ব্বোচ্চ রাজ-শক্তি পরিচালনা হইতে সমুৎপন্ন। এ সম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তিই করিতে পারে না। স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য রাজ্য সম্বন্ধীয় (পলিটিকেল) প্রতিনিধি দ্বারা দরবার অধিবেসনের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের থাকাতে, সেনাপতির নির্ব্বাসন সম্বন্ধে এ পক্ষের আজ্ঞা প্রতিপালিত না হইলে তাহাকে বল পূর্ব্বক ধৃত করাও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল। মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত গভর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুরের মত এই যে, তদ্রূপ গ্রেপ্তার বল পূর্ব্বক নিবারণ ও সশস্ত্র প্রতি রোধিতা বিদোহ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ব্রিটিশ ভারতে ম্যাজি-

ষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট লইয়া পুলিষ কর্ম্মচারী গ্রেপ্তার করিতে গেলে, যেমন কোন ব্যক্তি তদ্বিরুদ্ধাচরণে আত্মরক্ষার ভাণ করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারেনা, ইহাও অবিকল সেইরূপ।

৭। অতএব মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধে, আসামীরা বিচার যোগ্য। উকীল, ব্যারিষ্টার নিয়োগের সম্পূর্ণ সুবিধা ও সুযোগই তাহাদিগের ছিল এবং বিচার পদ্ধতির কোন রূপ গোলযোগেই, তাহাদের কিছু মাত্র অনিষ্ট হয় নাই।

৮। সংগৃহীত সাক্ষ্য ও প্রমাণাদির প্রতি নির্ভর করিয়া যেরূপ বিচার হইয়াছে, তাহার ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুরের মীমাংসা নিম্নে বিবৃত হইল।

৯। রাজ-প্রতিম কুলচন্দ্র (কার্য্যতঃ) বিদ্রোহী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। প্রস্তাবিত ঘটনাবলী সঙ্ঘটন সময়ে তিনি মণিপুরের সর্ব্ববাদি সম্মত শাসন কর্ত্তা ছিলেন। তিনি তৎপূর্ব্বে যুবরাজ ছিলেন, এবং মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহের মনোগত ভাব যাহাই কেন হউক না, ইহা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইয়াছে, যে তিনি রাজ-তরবারি ও পরিচ্ছদ অর্পণ করিয়া যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে সকলেই বুঝিয়াছিল যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কুলচন্দ্র সিংহ মহারাজ উপাধি ও প্রভুত্ব গ্রহণ করায়, রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তির দায়িত্বও তিনি অবশ্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার স্বপক্ষে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি কার্য্যতঃ তদপেক্ষা সমধিক তেজীয়ান প্রকৃতিস্থ একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার অভিমতের অধীন ছিলেন। অতএব তাঁহাকে দোষী সপ্রমাণ স্থিরসিদ্ধান্ত হইলেও দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক বিবেচনায় গবর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুর, তাঁহার প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে, চির-নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিতে মনস্থ করিয়াছেন।

১০। সেনাপতি টেকেন্দ্রজিতই বিদ্রোহের প্রকৃত নেতা, এবং মণিপুর রাজ্য মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমবান ব্যক্তি ছিলেন। একথা অস্বীকার করা হয় নাই যে, তিনি ভারত-সাম্রাজ্ঞীর সৈন্যগণের বিরুদ্ধে স্বীয় মণিপুরী সৈন্যদলকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির বাসস্থান যাহা আক্রমণ সহনোপযোগী রূপে প্রস্তুত হইয়া ছিল না এবং যাহাতে কামা-

নাদি ছিলনা, এবং যাহাতে তৎকালে কতিপয় আহত লোক ও বিশেষতঃ এক জন ইংরাজ-মহিলা ছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া অনধিক দূর হইতে কামান দাগিয়াছিলেন। হত্যা কাণ্ড সম্বন্ধে নিম্নলিখিত যে সকল বিষয় সপ্রমান হইয়াছে, তাহারও যথার্থতা বিষয়ে তিনি স্বীকার করিতেছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সন্ধিস্থাপন সম্বন্ধে মৌখিক পরামর্শ জন্য চিপকমিশনার ও তৎসঙ্গিগণকে দুর্গের মধ্যে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। সেনাপতি তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন কিন্তু অধিক যুক্তি, তর্ক, মীমাংসা না করিয়াই, কেবল ব্রিটিশ সৈন্যবর্গের অস্ত্র শস্ত্র সমর্পণের কথাই দৃঢ়তা সহকারে বারম্বার জিদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। সেই অসঙ্গত প্রস্তাবে চিপকমিশনার সম্মত না হওয়াতে, তিনি যেন বিরক্ত হইয়াই চলিয়া গেলেন। চিপকমিশনার ও তাঁহার সঙ্গিগণের চতুর্দ্দিকে ভয়ানক উত্তেজিত ও বিষম আশঙ্কাপ্রদ দল বল বেষ্টিত থাকা সত্বেও, তিনি তাঁহাদিগের নিরাপদে রেসিডেন্সীতে প্রত্যাগমনের কোন রূপই উপায় বা সতর্কতা অবলম্বন করিলেন না। সাক্ষী আঙ্গাম নিংথৌ তাঁহাকে বলাতে তিনি অগত্যা অনুমতি দিয়াছিলেন যে, যদি সে পারে তবে যেন সাহেবদিগকে রেসিডেন্সী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। যখন তাঁহারা আক্রান্ত ও মিঃ গ্রিমউড বর্শা-বিদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন সেনাপতি পুনরায় আসিয়া বিশৃঙ্খল লোক জনকে তাড়াইয়া দেন এবং সাহেবদিগকে দরবার গৃহে স্থাপন করেন। তদনন্তর তিনি দুর্গ-প্রাচীর পরিদর্শনে চলিয়া গিয়াছিলেন; সাক্ষী উৎসবা ও যাত্র সিংহ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, তাঁহাকে সেই স্থানে দেখিয়া বলিয়াছিল যে থাঙ্গাল জেনারেল সাহেবদিগকে হত্যা করিবার হুকুম দিয়াছে। তৎশ্রবণে সেনাপতি উত্তর করিলেন যে, তিনি আসিয়া থাঙ্গালের সহিত সে বিষয়ে কথোপকথন করিবেন। তাহার পর তিনি দুর্গপ্রাচীর পরিক্রম করিয়া তোপগারদে উপস্থিত হইয়া সাহেব দিগকে হত্যা করা উচিত কিনা তৎসম্বন্ধে থাঙ্গাল জেনারেলের সহিত কথা বার্ত্তা বলিলেন। ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তে থাঙ্গাল জেনারেল পুনরায় সাহেব দিগকে হত্যা করিবার স্পষ্ট হুকুম দিলেন, তখন সেনাপতিও সেই ঘরে শয়ান ছিলেন। যে সকল অনুচরেরা ইতিপূর্ব্বে থাঙ্গাল জেনারেলের নিজের আদেশানুসারে কার্য্য করে নাই, তাহারাই এখন সরকারী ঘাতুক ডাকাইয়া সাহেবদিগকে হত্যা করাইল।

সেনাপতির প্রতিবাদ এই যে, তিনি একে পীড়িত, তাহাতে আবার অতিশয় ক্লান্ত হওয়াতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সাহেবদিগের হত্যার পর, কামান-বন্দুকের আকস্মিক শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। নিদ্রার পূর্ব্বে তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার যুক্তি অবলম্বনে থাঙ্গাল জেনারেল সাহেবদিগকে হত্যা করিবার অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, সেনাপতি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, পীড়া প্রযুক্ত তাহার কিছুই প্রতিবন্ধক হয় নাই। তিনি জানিতেন যে দরবাহ গৃহে ইংরাজ কর্ম্মচারীরা তাঁহার ক্ষমতাধীন রহিয়াছেন। * * * ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, সেনাপতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাঙ্গাল জেনারেল ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার হুকুম দিতে সাহস করিয়াছিল; অতএব মীমাংসা হইল যে, (অনুচরবর্গ যেরূপ বুঝিয়াছিল) সেই হত্যার আদেশ (থাঙ্গাল জেনারেল ও সেনাপতি) উভয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল সুতরাং অভিযোগের দুইটী বিষয়েই তিনি দোষী সপ্রমাণ হওয়াতে তাঁহার প্রতি যে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

থাঙ্গাল জেনারেলের অপরাধ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই, অতএব তাহার ও প্রাণদণ্ড করা হইল।

কাজেই মণিপুরী মিঃ গ্রিমউডকে হত্যা করা স্বীকার করিয়াছে, আর নিরঞ্জন সুবেদার ব্রিটিশ প্রজা হইয়াও মহারাণীর সৈন্যগণকে স্বশস্ত্র প্রতিরোধ করাতে উভয়েরই প্রাণ দণ্ড হইয়াছে।

রাজ কুমার আঙ্গৌ সিংহ সৈন্যাধ্যক্ষতা করিয়া ছিলেন, সামু সিংহ, নীলমণিসিংহ, মিয়া মেজর, এবং লোকেন্দ্র বীরজিৎ সিংহ ইহরা সকলেই মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, এজন্য ইহাদের সকলেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর নির্ব্বাসন দণ্ড ও তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি জব্দ করা হইল।

আক সিংহ প্রভৃতি অপর আসামীরা হত্যার অপরাধে সংসৃষ্ট বটে কিন্তু তাহারা আজ্ঞাধীন অবস্থায় কার্য্য করিয়াছিল, এজন্য তাহাদের সকলেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর নির্ব্বাসন দণ্ডবিধান হইল।

ঘোষণাপত্র।

যেহেতু মণিপুর রাজ্য সম্প্রতি মহারাণী ভারত-সম্রাজ্ঞীর আধিপত্যের প্রতিকূলে সশস্ত্র বিদ্রোহী হইয়াছিল; এবং যেহেতু সেই বিদ্রোহের সময়, প্রোক্ত মহারাণীর প্রতিনিধি ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণকে, বিগত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে মণিপুরীরা হত্যা করিয়াছিল এবং যেহেতু ১৮৯১ সালের ১৯ শে এপ্রিল তারিখের ঘোষণাবলে রাজ-অছি কুলচন্দ্রসিংহের প্রভুত্ব লোপ হওয়ার বিষয় ব্যক্ত করিয়া উক্ত রাজ্যের শাসনভার মণিপুরস্থিত মহারাণীর সৈন্য দলের প্রধান অধিনায়ক স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্ত হইতেছে যে, মণিপুর রাজ্য যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার শাস্তি স্বরূপ উক্ত রাজ্য ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছে এবং আপাততঃ তাহা মহারাণীর অনুগ্রহ ও স্বেচ্ছাধীন আছে।

ইহাও ব্যক্ত করা যাইতেছে যে, মহারাণী অনুগ্রহ করিয়া মণিপুর রাজ্যটিকে তাঁহার ভারত-সাম্রাজ্যভুক্ত করিবেন না; তিনি পরম দয়াপরবশ হইয়া, মণিপুরে দেশীয় শাসনকর্ত্তা পুনঃ স্থাপন করিবার অনুমতি দিয়াছেন; অতএব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গভর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুর যাঁহাকে যেরূপ সর্ত্তে মনোনীত করিবেন, তিনি তদনুসারে শাসন কর্ত্তা (রাজা) হইবেন।

বিদ্রোহনেতাদিগকে যে দণ্ড দেওয়া হইল, তাহাতে এবং মণিপুর প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়মাবলী ধার্য্য হইবে, তাহাতে মহারাণীর আধিপত্য বিলক্ষণ প্রকাশিত হইবে এই বিশ্বাসে, মহারাণী এরূপ দয়ার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যাহাকে যেরূপ সর্ত্তে মণিপুর রাজ্য শাসন করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়, তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গভর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুর ইহার পরে প্রকাশ করিবেন।

এইচ, এম, ডুরাণ্ড,
ভারত-গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র
বিভাগের সেক্রেটারী।